বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৭২ ॥ ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৫ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে সরকার: বিদ্যুৎ উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেল মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, বিগত তিন নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন ও একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার ২-এর পাতায় দেখুন

সীমান্তবর্তী মানুষকে প্রয়োজনে সামরিক ট্রেনিং দিতে সরকারকে অনুরোধ নুরের

রংপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মানুষকে প্রয়োজনে সামরিক ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে রংপুরের গঙ্গাচড়ায় গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের ২-এর পাতায় দেখুন

অবিবেচকভাবে ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে : ড. দেবপ্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের আরোপিত কর ও ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, অবিবেচকভাবে ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে। কর সংগ্রহ করতে হলে ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করের কাছে যেতে হয়। আমরা প্রত্যক্ষ কর আহরণে কোনো ২-এর পাতায় দেখুন

এগিয়ে চলেছে বিশ্ব ইজতেমার প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৩১ জানুয়ারি এবারের বিশ্ব ইজতেমা টঙ্গীর তুরাগ তীরে শুরু হচ্ছে। বিশ্ব ইজতেমার প্রস্তুতি কাজ ইতোমধ্যে ৭০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই সেগুলো সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। তিনি বলেন, ইজতেমার সার্বিক প্রস্তুতি তাবলীগ জামাতের শীর্ষ মুরব্বি যারা আছেন তারাই করে থাকেন। তবে তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করে থাকি। একসময় তারা নিজেরাই সবকিছু করতেন। ইজতেমার পরিধি বাড়ার কারণে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এটা সাধারণত ইজতেমার মুরুব্বি যারা আছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী সহযোগিতা করে থাকি। তিনি বলেন, আপনারা জানেন, ইজতেমাকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম জমায়েত বলা হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক মুসল্লি এখানে উপস্থিত হয়। এ জন্য তাদের কিছু মৌলিক চাহিদা রয়েছে। শৌচাগার, স্বাস্থ্য, খাবার ও অজুর পানি এইসব বিষয়গুলোতে আমরা তাদেরকে সাপোর্ট দেই। যেহেতু কম সময়ে জরুরিভাবে এটা করতে হয়। এই সাপোর্টটা ওনাদের প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন দফতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। এ ছাড়া পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ অন্য যারা

আছেন তারা সবাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে সহযোগিতা করে। সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ইজতেমার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড ঠিকভাবে এগোচ্ছে। আমাদের অবজারভেশন ও ইজতেমার মুরুব্বিদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ধারণা পেয়েছি। আশা করছি, ইজতেমা শুরুর আগেই আমরা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারবো। ইজতেমার প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্ব শুরুর পূর্বে ইজতেমা মাঠের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের যাতে কোনও ধরনের ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে তাবলীগের শীর্ষ মুরুব্বিদের দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এসব বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও বলা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট তাদের নিজ নিজ জিনিসপত্র তাদের নিজেদের হেফাজতে রাখবেন বলে জানান। তিনি বলেন, ইজতেমা কর্তৃপক্ষের ডিমান্ড ছিল চটের পরিবর্তে টিনের। তাদের চাহিদা অনুযায়ী সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইজতেমায় যাতে মুসল্লিরা নির্বিঘ্নে আসতে ও ইজতেমা শেষে ফিরে যেতে পারেন সে বিষয়ে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। ইজতেমা ময়দানের আশেপাশে অবৈধ উচ্ছেদের কিছু বিষয় আছে। রোবাবার থেকেই জেলা প্রশাসক (ডিসি) উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করবেন। তবে আমি অনুরোধ জানাবো, উচ্ছেদ অভিযানের আগেই ২-এর পাতায় দেখুন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে রিভিউ শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আনা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে করা আবেদন শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় (কজলিস্টে) রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, আপিল বিভাগের আজ রোববারের শুনানির জন্যে কার্যতালিকায় রয়েছে আবেদনটি। এর আগে গত ১ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই রিভিউটি শুনানির জন্য ১৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন। আদালতে ওই দিন আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, শরীফ ভূঁইয়া ও আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে ১৬ অক্টোবর রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার আগে এ বিষয়ে রিভিউ করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজনের ২-এর পাতায় দেখুন

সাউন্ড গ্রেনেড-টিয়ারশেল নিক্ষেপ

সীমান্তের ঘটনা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছে বিএসএফ

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কিরণগঞ্জ সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশিদের আম গাছের ডাল কাটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বিএসএফ ও ভারতীয়রা। এ সময় বিজিবি স্থানীয়দের সাথে নিয়ে তাদের এই কার্যক্রমকে রুখে দেয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে দুইজনের নাম নিশ্চিত করেছে এলাকাবাসী। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের কিরণগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- শিবগঞ্জ উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের ঝাইটন আলীর ছেলে আসমাউল (১৮) এবং একই এলাকার বাবু (২৬)। বিজিবি জানিয়েছে, এ ঘটনায় বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছে বিএসএফ। বিজিবির তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে ভারতীয়রা পিছু হটে এবং বিকেল ৪টার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে গাছ কাটার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ঘটা ঘটনায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছে বিএসএফ। স্থানীয়রা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হঠাৎ করে বিএসএফ ও শতাধিক ভারতীয় মিলে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ ২-এর পাতায় দেখুন

ভোটার তালিকা হালনাগাদে ল্যাপটপ-স্ক্যানার দেবে ইউএনডিপি

স্টাফ রিপোর্টার : বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে ল্যাপটপ ও স্ক্যানারসহ অন্যান্য উপকরণ বা সরঞ্জাম দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) সহায়তা করবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি-ইউএনডিপি। আজ সরঞ্জামগুলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করবে সংস্থাটি। ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম জানান, রোরবার সকাল ৯টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে ইউএনডিপি ল্যাপটপ, স্ক্যানার এবং বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহ কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাগ হস্তান্তর করবে। ইসির নির্বাচন সহায়তা শাখার কর্মকর্তারা জানান, আগামী ২০ জানুয়ারি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ কার্যক্রম চলবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বিভিন্ন কেন্দ্রে ছবি তুলে এবং চোখের ২-এর পাতায় দেখুন

৮ লাখ কোটি টাকার বাজেট আসছে!

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী বাজেটের আকার আট লাখ কোটি টাকার মতো হতে পারে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এ বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হতে পারে ৫ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা এবং ঘাটতি সর্বোচ্চ ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এমনটাই জানিয়েছেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছর শেষে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ শতাংশ। যদি প্রবৃদ্ধি পাঁচ শতাংশে উঠতে হয়, তাহলে সময় লাগবে আরও দুই বছর। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘শ্বেতপত্র এবং অতঃপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সংস্কার ও জাতীয় বাজেট’ শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে এসব কথা বলেন জাহিদ হোসেন। ব্যাংকখাত নিয়ে অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংকখাতে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণের পরিমাণ ৭ লাখ ৫৫ হাজার কোটি টাকার মতো। এটা গত জুন শেষে ছিল ৬ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। মূল্যস্ফীতির আগুন নেভাতে পানির বদলে তেল ঢালা হয়েছে দাবি করে তিনি আরও বলেন, সরকারিভাবে ২০১৪ সাল থেকে প্রবৃদ্ধি বাড়ার কথা বলা হলেও আমরা দেখেছি এই অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি কমেছে। ২০২২ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে ১০০ কোটি ডলার রিজার্ভ কমেছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাবে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আমাদের বিশ্লেষণে পেয়েছি মাত্র চার দশমিক দুই শতাংশ।

স্বস্তি ফিরলেও শঙ্কা কাটেনি রেস্তোরাঁ মালিকদের

স্টাফ রিপোর্টার : রেস্তোরাঁয় ভ্যাট ১৫ শতাংশ না করে আগের মতো ৫ শতাংশই রাখার সিদ্ধান্ত নেয়ায় স্বস্তি ফিরেছে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসানদের। এমনটাই জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলের কাছে। তবে তার শঙ্কা পুরোপুরি কাটেনি। গত ৯ জানুয়ারি শতাধিক পণ্য ও সেবায় ভ্যাট ও শুল্ক বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে এনবিআর। প্রজ্ঞাপনে রেস্তোরাঁর খাবারের বিলের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়। এ সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি জানায় রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। বর্ধিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে তারা গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচিও ঘোষণা করে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। তবে ২-এর পাতায় দেখুন

মায়ের জন্য দোয়া চাইলেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : মা খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়েছেন ছেলে তারেক রহমান। গত শুক্রবার লন্ডন সময় সন্ধ্যার পর অন্য দিনের মতো সেন্ট্রাল লন্ডনের বিশেষায়িত হাসপাতাল দ্য লন্ডন ক্লিনিকে স্ত্রীসহ মাকে দেখতে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। হাসপাতালের প্রবেশ পথে

অপেক্ষমাণ সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে মায়ের জন্য দোয়া চাওয়া ছাড়া আর কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বলেন, দেশবাসীর কাছেই এটাই বলবো, সন্তান হিসেবে ওনার জন্য দোয়া চাই। এদিকে গত শুক্রবার যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিভিন্ন শহরে মসজিদে বাদ জুমা দোয়া মাহফিল করা হয়। গত শুক্রবারও জুমার পর বিএনপির নেতাকর্মীদের পদভারে মুখরিত ছিল সেন্ট্রাল ২-এর পাতায় দেখুন

ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ায় ১০ সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা বিএনপির

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও মূল্যস্ফীতির মধ্যেই একশটিরও বেশি পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি, নতুন করে আরোপ এবং কিছু পণ্যের কর অব্যাহতি তুলে নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক, ওষুধ এবং মোবাইল ইন্টারনেট সেবা আওতাভুক্ত। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলছে এবং চাপ বাড়াবে বলে মনে করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ানোর ইস্যু নিয়ে গতকাল শনিবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি। এতে ভ্যাট ২-এর পাতায় দেখুন

৪০ মাজার-দরগাহে হামলা ভাঙচুর : গ্রেপ্তার ২৩

স্টাফ রিপোর্টার : গত বছরের ৪ আগস্ট থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকার ৪০টি মাজার ও ৪৪টি দরগায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ পর্যন্ত ২৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে মাজার ও দরগাহে ভাঙচুর, ভক্তদের ওপর হামলা, সম্পত্তি লুট এবং আগুন লাগানোর ঘটনা অন্তর্ভুক্ত। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে এ তথ্য বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে, যেখানে ১৭টি হামলার রিপোর্ট করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ১০টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৭টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়াও ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলায় একটি মাজারে চারবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে আরও বলা হয়, মাজার ও দরগাহগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ সব ধরনের ২-এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ ২০ বছর পর রাজশাহীতে জামাতের কর্মী সম্মেলন

ঘুষ-দুর্নীতি-চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি : জামায়াতের আমীর

মো: সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী : রাজশাহীতে দীর্ঘ ২০ বছর পর কর্মী সম্মেলন করার সুযোগ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর। কোরআনের শাসন কায়েমের মাধ্যমে একটি মানবিক বাংলাদেশে গড়তে চাই উল্লেখ করে জামাতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, মামলা বাণিজ্য করা থেকে বিরত থাকুন।ঘুষ-দুর্নীতি-চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি আমাদের। যারা এসব করছেন, বিনয়ের সাথে বলি এগুলো বন্ধ করেন। তবে যদি আমাদের এই বিনয়ী অনুরোধ কেউ না শোনে, তাহলে তাদের আমরা বলছি, আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। শনিবার দুপুরে রাজশাহীর মাদ্রাসা মাঠে জেলা ও মহানগর জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে এ সব কথা বলেন তিনি। দীর্ঘ ২০ বছর পর রাজশাহীতে জামায়াতের এত বড় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মী সম্মেলনে যোগ দিতে সকাল থেকেই মাদ্রাসা মাঠে নামে নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের ঢল। কর্মী সম্মেলনে ড. শফিকুর রহমান আরও বলেন, দুর্নীতি এবং দুশাসনের কবর রচনা করতেই আমাদের সন্তানরা রক্ত দিয়েছেন। এখনো অফিস আদালতে যারা ঘুষ বানিজ্য করছেন, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, মামলা বাণিজ্য করছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ এগুলো করবেন না। এগুলো করলে তাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাদের কষ্ট বিবেন না। তিনি বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর ৬ স্থানে বসছে ন্যায্যমূল্যের ‘জনতার বাজার’

স্টাফ রিপোর্টার : নিত্যপণ্যের বাজারমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ এবং জনজীবনে স্বস্তি ফেরাতে রাজধানীর ছয়টি স্থানে ‘জনতার বাজার’ বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা জেলা প্রশাসন। কামরাঙ্গীচরের কুড়ারঘাট মেডিক্যাল মোড়, মোহাম্মদপুর, গুলশান, মির-পুর, বাড্ডা ও ডেমরা এলাকায় ন্যায্যমূল্যের এই বাজারগুলো বসবে। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর কামরাঙ্গীচর কুড়ারঘাট মেডিক্যাল মোড়ে এক মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য জানান ঢাকা জেল প্রশাসক তানভীর আহমেদ। জানা গেছে, পর্যায়ক্রমে বাজারের সংখ্যা বাড়বে। রমজানে এসব বাজারের মাধ্যমে ভোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটি বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বড় সহায়ক ২-এর পাতায় দেখুন

টিসিবির পণ্যের দাম বাড়িয়ে এর আওতা বাড়ানো সম্ভব : বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারের বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্যের দাম বাড়িয়ে এর আওতা বাড়ানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তবে এখন টিসিবির পণ্যের দাম বাড়ানো হলে ব্যাপক সমালোচনা হবে জানিয়ে এ উপদেষ্টা বলেছেন, এই চিন্তাগুলো সাহসের সঙ্গে করতে হবে। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিআইসিসির কার্নিভাল হলে ‘শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি ২০২৪’ আয়োজিত ‘শ্বেতপত্র এবং অতঃপর: অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সংস্কার জাতীয় বাজেট’ শীর্ষক সিম্পোজিয়ামের প্রথম সেশনে তিনি এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো ও সিটিজেনস প্ল্যাটফর্ম ফর এসডিজিএস, বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। দীর্ঘদিন ধরে টিসিবির পণ্যের দাম সমন্বয় করা হয়নি জানিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, এটা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল হতে পারে। আমরা রাজনীতিবিদ না। আমরা কি দীর্ঘমেয়াদে ১৭৫-১৮০ টাকায় তেল কিনে ১০০ টাকায় বিক্রি করবো? নাকি ১২৫-১৩০ টাকা করে এক কোটির জায়গায় দেড় কোটি বা দুই কোটি টাকায় প্রসারিত করবো? এই চিন্তাগুলো আমাদের সাহসের সঙ্গে করতে হবে। যদি তা না করি তাহলে আমরাও একই বৃত্তে থেকে যাবো। তিনি বলেন, এক কোটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে টিসিবির পণ্য সরবরাহ করা হয়। এটাকে যখন ডিজিটাইজড করেছি তখন দেখেছি ৩৭ লাখ ভুয়া কার্ডধারী এখানে। বৃহৎ কিছু প্রতিষ্ঠান টিসিবির টেন্ডারে অংশ নিতে পারে। টিসিবির আকার, পেমেন্ট পলিসি, আর্থিক অবকাঠামো চলছে বাণিজ্যিক ঋণে, যা টেকসই নয়। টিসিবির সেবাগ্রহীতা কমানোর কথা বলে তিনি বলেন, আমরা টিকিট সাইজ ছোট করার চেষ্টা করছি। ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে টিসিবির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার ২-এর পাতায় দেখুন

পৌরসভায় কর্মরতদের বদলি, বিভাগীয় মামলা পরিচালনা হবে নতুন নিয়মে

স্টাফ রিপোর্টার : পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি, বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও আপিল শুনানি হবে নতুন নিয়মে। এজন্য গত ১৫ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, নতুন নিয়মে বিভিন্ন পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি, বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও আপিল শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। যেভাবে মামলা পরিচালনা হবে–

বদলি:

- জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক নিজ অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ একই জেলার মধ্যে সব শ্রেণির পৌরসভার ১৩-১৬ গ্রেডের (তৃতীয় শ্রেণি) ও ১৭-

জমে উঠেছে বাণিজ্য মেলা পণ্যভেদে রয়েছে অফার

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্বাচলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে চলছে ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। মাসব্যাপী এ মেলায় ছুটির দিনগুলোতে হচ্ছে উপচেপড়া ভিড়। দেশি স্টলগুলো ঘুরে দেখার পাশাপাশি ক্রেতা-দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন বিদেশি স্টলগুলোতেও। উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে বেচাকেনা। গৃহস্থালি সামগ্রী ও খাবারের দোকানের প্যাকেজ অফারে বেশি ঝুঁকছে ক্রেতারা। দাম নিয়েও নেই অভিযোগ। আর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি দর্শনার্থীর সমাগম হওয়ায় খুশি বিক্রেতারাও। মেলায় মানানসই সব গৃহস্থালি পণ্যের পাশাপাশি মিলছে বাহারি রং এবং ডিজাইনের খাট, পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার, আলমারিসহ হরেক রকমের আসবাবপত্র। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) সরেজমিনে দেখা যায়, মেলায় প্রায় ২০টির মত স্টল ও প্যাভিলিয়ন গৃহস্থালি পণ্যের পসরা সাজিয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা ভিড় করছে এসব স্টলে। হাড়ি পাতিল, ইলেকট্রিক মাল্টি কুকার, মাইক্রোয়েভ ওভেন, সসপেন, ওয়াটার ফিলাটার, গ্যাসের চুলা, ননস্টিকি ২-এর পাতায় দেখুন

লেবানন থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ৪৭ বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার : যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ৪৭ বাংলাদে?শি। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে কাতার এয়ার ওয়েজের একটি ফ্লাইট তাদের নিয়ে ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, লেবানন থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত আসতে ইচ্ছুক আটকেপড়া বাংলাদেশিদের মধ্যে কিউআর ৬৪০ ফ্লাইটে করে ৪৭ বাংলাদেশি নাগরিককে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে আজ সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৮টি ফ্লাইটে ১ হাজার ২৪৬ জন বাংলাদেশিকে লেবানন থেকে বাংলাদেশে ২-এর পাতায় দেখুন

জন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হচ্ছে : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশে জন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও গণমাধ্যম’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ইবি সাংবাদিক সমিতি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষায় ২-এর পাতায় দেখুন

কবি নজরুলের নাতি বাবুল কাজী দগ্ধ হয়ে আইসিইউতে ভর্তি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাতি বাবুল কাজী (৫৯) দগ্ধ হয়ে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি। তার চিকিৎসায় ১৬ সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনর করা হয়েছে। বোর্ড সদস্যরা বাবুলের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। গতকাল শনিবার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক (আরএস) ডা. শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বাবুল কাজীর শরীরের ৭৪ শতাংশ পুড়ে গেছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গঠিত ১৬ ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা রবিবার ॥ ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৫ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

বাজারে ঊর্ধ্বমুখী চালের দাম টিসিবি বন্ধ করেছে চাল বিক্রি

স্টাফ রিপোর্টার : বাজারে যখন চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী, তখন হঠাৎই চলতি মাসে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর ফ্যামিলি কার্ডের পণ্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে চাল বিক্রি। ফলে নিম্নআয়ের কোটি পরিবার বিপাকে পড়েছে। টিসিবি থেকে বর্তমানে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্নআয়ের মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে নিয়মিত থাকে ভোজ্য তেল, ডাল, চিনি। কখনো কখনো পেঁয়াজ ও চাল সরবরাহ করা হয়। রমজান মাসে যোগ হয় ছোলা ও খেজুর। এতোদিন ফ্যামিলি কার্ড হাতে লেখা ছিলো। বর্তমানে স্মার্ট ডিজিটাল কার্ড চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫৭ লাখ গ্রাহক স্মার্টকার্ড পেয়েছে। আরো ছয় লাখ কার্ড প্রস্তুত হচ্ছে। তবে হাতে লেখা কার্ড পরিবর্তন করে স্মার্টকার্ড চালুর কারণে জানুয়ারি মাসে টিসিবির কোনো পণ্যই পাবে না অন্তত ৩৭ লাখ কার্ডধারী। এ মাসের মধ্যেই সেগুলো গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে যাবে। টিসিবি ও খাদ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, টিসিবিকে খাদ্য অধিদফতর থেকে চাল সরবরাহ না করায় টিসিবি চাল বিক্রি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। খাদ্য অধিদফতর ডিসেম্বর পর্যন্ত চাল সরবরাহ করেছে। জানুয়ারিতে চাল সরবরাহ না পাওয়ায় চলতি মাসে টিসিবিতে চাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে চাল পাওয়া গেলে পুনরায় তা সরবরাহ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। চাল কেনার জন্য বাজেট

অর্থ মন্ত্রণালয় ছাড় না করায় খাদ্য অধিদফতর চাল সরবরাহ করতে পারেনি। অথচ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনায় টিসিবি নিম্নআয়ের এক কোটি উপকারভোগী কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য চাল, মসুর ডাল, চিনি ও সয়াবিন তেল বিক্রি করে আসছিল। বিগত ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে টিসিবি প্রতি ফ্যামিলি কার্ডের বিপরীতে ৩০ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি চাল সরবরাহ করে আসছিল। আর খাদ্য অধিদফতর ওই চাল সরবরাহ করতো। সূত্র জানায়, বন্ধ হয়ে গেছে টিসিবির বিশেষ কর্মসূচি ট্রাকসেলও। সরকারের নির্দেশনায় ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামে ট্রাকসেলে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হয়। এখন তা বন্ধ। তবে সরকারের নির্দেশনা পেলে পুনরায় তা চালু হবে। খাদ্য অধিদফতর প্রতি মাসে টিসিবিকে ৫০ হাজার টন চাল সরবরাহ করে। তবে ওই বরাদ্দের জন্য খাদ্য অধিদফতর বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটে কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই। ফলে খাদ্য অধিদফতর আর চাল সরবরাহ করতে পারছে না। চালের মূল্য পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় সরবরাহ আপাতত বন্ধ রয়েছে। তবে টিসিবির চাল বিক্রি বন্ধ থাকলেও ভোজ্য তেল ও ডাল সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি মাসে টিসিবি এক কোটি উপকারভোগীর কাছে তিন পণ্য চিনি, সয়াবিন তেল ও মসুর ডাল বিক্রি শুরু করবে জানুয়ারি মাসে কার্ডধারীরা দুই লিটার ভোজ্য তেল, দুই কেজি মসুর ডাল এবং এক কেজি চিনি কিনতে পারছে।

সূত্র আরো জানায়, খাদ্য মন্ত্রণালয় চাহিদা মেটাতে খোলাবাজারে ৭-এর পাতায় দেখুন

২০২৪ সালে ৩১০ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৪ সালে ৩১০ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে বলে আঁচল ফাউন্ডেশনের এক জরিপে উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে স্কুল, কলেজ , মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও রয়েছেন। আঁচল ফাউন্ডেশন আয়োজিত গতকাল শনিবার অনলাইনে '২০২৪ সালে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা: সম্মিলিত উদ্যোগ জরুরি' এক সংবাদ সম্মেলনে এতথ্য জানানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০২২ সালে দেশে আত্মহত্যাকারী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৩২ জন এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এ ১২ মাসে মোট ৫১৩ জন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদরাসাশিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। ২০২৪ সালে আত্মহত্যাকারী মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১০ জন। এদের মাঝে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও রয়েছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আত্মহত্যা সম্পর্কিত রিপোর্ট মিডিয়াতে কম এসেছে বলেই আমাদের গবেষকরা মনে করছেন। ২০২৪ সালে বিভিন্ন বয়সের মোট ৩১০টি আত্মহত্যার তথ্য পাওয়া যায়। বয়সভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৩-১৯ বছরে বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ের শুরু থেকে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। ২০২৪ সালের মোট আত্মহত্যাকারী মানুষের প্রায় ৬৫.৭ শতাংশ এ বয়সসীমার। আত্মহত্যার তালিকায় এর পরই রয়েছে ২০-২৫ বয়সসীমা যুবক-যুবতীরা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতবছর এ বয়সের আত্মহত্যা করেন প্রায় ২৪ শতাংশ। শিশুদের মধ্যেও আত্মহত্যার ৭-এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়ের পুরনো আমলারা কৌশলে দুর্নীতি করে যাচ্ছে: মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ে পুরনো আমলের সমস্ত আমলারাই থেকে গেছে এবং তারা জানে কৌশলে কি করে দুর্নীতি করতে হয় এবং তারা সে কাজগুলো সমানে করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) সকালে গুলশানস্থ বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ডাকা এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ভয়ংকর যে একটা মাথাভাড়ি প্রশাসন আছে, এদের সরকারকে কিন্তু অনেক বেশি বেতন দিতে হয় এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে, আনপ্রোডাক্টিভ খাতে এত বেশি অতীতে ব্যয় করা হয়েছে, যেগুলো এখনো থেকে গেছে। যেমন যে স্কুলগুলোর প্রয়োজন নাই, সেগুলোকে আবার নতুন করে এমপিও করার তদবির বাণিজ্য শুরু হয়েছে। যে সমস্ত জায়গাগুলোতে এখন টাকা পয়সা দেয়ারই দরকার নাই সেগুলোতে টাকা পয়সা দেয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে একটা যোগসাজশ করে দুর্নীতি যারা করে সচিবালয় থেকে চিঠি বের করে নেয়া হচ্ছে, এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এটা তো বন্ধ করতে পারছে না তারা। কারণ সচিবালয়ে পুরনো আমলের সমস্ত আমলারাই থেকে গেছে এবং তারা জানে কৌশলে কি করে দুর্নীতি করতে হয় এবং তারা সে কাজগুলো করে যাচ্ছে সমানে। সরকারি কর্মকর্তাদের মহার্ঘ ভাতা দেয়া নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকার, এধরণের স্টেপগুলো নিঃসন্দেহে কিছুটা সমস্যা তৈরি করবে। একইসাথে মহার্ঘ ভাতা তো কিছুটা মূল্যস্ফীতি বাড়াবে, সাধারণ মানুষদের তো আয় বাড়ছে না। এই বিষয়গুলোকে, আমার মনে হয় আপাতত খুব একটা প্রয়োজন ছিলো না। যদি তারা নির্বাচনের দিকে যেত, যেটা আমরা বার বার বলে আসছি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে অনেক সমস্যায় সমাধান হয়ে যায়। যেটা একমাত্র নির্বাচিত সংসদ ছাড়া সম্ভব নয়। সেজন্যই আমরা এত জোর দিচ্ছি একটা জবাবদিহিমূলক সরকার তৈরি করার। তিনি বলেন, পতিত আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৫ বছর দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ারের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুপুরে তাকে সেগুনবাগিচায় দুদক কার্যালয়ে হাজির করার পর সেখান থেকে আদালতে হাজির করা হবে বলে বাংলানিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা ও উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম। তিনি বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

ধারাবাহিক রাজনৈতিক বক্তব্য জনগণ আর মেনে নিবে না: আমির খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : ধারাবাহিক রাজনৈতিক বক্তব্য জনগণ আর মেনে নিবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবে জিয়াউর রহমানের ৮৯ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদানকালে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন দরকার উল্লেখ করে এ অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। আমির খসরু বলেন, ধারাবাহিক রাজনৈতিক বক্তব্য দিলে মনে হয় বাংলাদেশের জনগণ আর মেনে নিতে পারবে না। শেখ হাসিনা বিদায় হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ বিরাট একটি মনোভাব তৈরি করেছে। মানুষের মনে যে প্রত্যাশা জেগেছে, যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, যে নতুন বাংলাদেশ তারা দেখতে চাচ্ছে, সেটি আমাদের ধারণ করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে ধারণ করতে হবে, দল হিসেবে ধারণ করতে হবে। নতুন বাংলাদেশ কীভাবে গড়ব, সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর অবস্থান থাকতে হবে। তিনি বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছি। তবে, মুক্ত চিন্তা ব্যতীত কোনো জাতি সামনের দিকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। বিএনপির এ নেতা বলেন, জিয়াউর রহমান একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ক্ষমতা নেওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। কৃষক-শ্রমিক ব্যবসায়ী প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর তিনি নজর রাখতেন। তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, কোনো প্রতিহিংসার রাজনীতি হবে না। যারা অপরাধ করেছে তাদের সঠিক বিচার করে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। যারা খুন হয়েছে, গুম হয়েছে, তাদের পরিবারের ৭-এর পাতায় দেখুন

পিরোজপুরে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে ভূমি অফিসের জারীকারকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুরে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে নাজিরপুর উপজেলা ভূমি অফিসের জারীকারক মো. আব্দুল জব্বার (৪৬) নামে এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি জেলার কাউখালী উপজেলার চিরাপাড়া পারসাতুরিয়া ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামের সাদেক হাওলাদারের ছেলে। গত শুক্রবার রাতে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহতের পরিবার ও স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, নিহত আব্দুল জব্বার গত বৃহস্পতিবার বিকেলে নাজিরপুর অফিসের কাজ শেষে কাউখালীতে যাওয়ার পথে গাড়িতে বসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পিরোজপুর সিও অফিস থেকে পরিচিত এক অটোচালক তাকে ৭-এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নের নামে বড় বড় প্রকল্পে লুটপাট হয়েছে : উপদেষ্টা সাখাওয়াত

ভোলা প্রতিনিধি : নৌপরিবহন ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, উন্নয়ন বলতে যেটা বোঝা যায় প্রন্তিক অঞ্চলের উন্নয়ন। বিগত দিনে প্রন্তিক অঞ্চলের উন্নয়ন হয়নি। বিগত সরকারের যারা ছিলো তারা নিজেদের মধ্যে টাকা লুটপাট করার জন্য বড় বড় প্রকল্প নিয়ে লুটপাট করেছে। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) সকালে ভোলার মনপুরা উপজেলার কলাতলি ইউনিয়নের ঢালচর লঞ্চঘাট উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, বিগত সরকারের আমলে বিচ্ছিন্ন মনপুরা উপজেলার নদী ভাঙন বন্ধের জন্য হাজারও কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু এখনও মনপুরার ভাঙন বন্ধ হয়নি। তিনি আরও বলেন, মনপুরা, ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন আধুনিক ঘাট নির্মাণ করা হচ্ছে। মনপুরায় ৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে ছাগলকাণ্ডের মতিউর

স্টাফ রিপোর্টার : ছাগলকাণ্ডে বিতর্কিত এনবিআরের সাবেক সদস্য মতিউর রহমানকে ভাটারা থানার অস্ত্র মামলায় তিন দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তারের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। কারাগারে বিধি অনুযায়ী ডিভিশন ও চিকিৎসা সুবিধা পাবেন মতিউর রহমান। এর আগে, মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে স্ত্রীসহ ডিবির হাতে গ্রেফতার হন এনবিআরের সাবেক এ কর্মকর্তা। এ সময় তার কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র ও ২৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পরদিন তাকে ভাটারা থানায় অস্ত্র আইনের মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে ঢাকার আদালতে তোলা হলে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ৭-এর পাতায় দেখুন

হোস্টেল থেকে ইডেন কলেজের ছাত্রীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকার একটি ছাত্রী হোস্টেল থেকে পুষ্পিতা বিশ্বাস (২১) নামের ইডেন মহিলা কলেজের এক ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত পুষ্পিতার বাড়ি জামালপুর সদর উপজেলার বসাকপাড়ায়। তার বাবার নাম রণজিৎ বিশ্বাস। মৃত পুষ্পিতা ইডেন মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। গত শুক্রবার রাতে হাজারীবাগ ৭/এ রোডের ৯১/কে নম্বরের একটি ছাত্রী হোস্টেল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল শনিবার হাজারীবাগ থানার এসআই মো. জব্বার জানান, গত শুক্রবার রাতে খবর পেয়ে একটি ছাত্রী হোস্টেল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধারের সময় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল। পরে লাশটি নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এসআই আরও জানান, মৃত পুষ্পিতা ইডেন মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। হাজারীবাগ এলাকার একটি হোস্টেলে ১৬ জন থাকে। গত শুক্রবার রাতে সবার অগোচরে তিনি ৭-এর পাতায় দেখুন

জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বগুড়ায় বিএনপির সাত দিনের কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার : শহীদ রাস্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বগুড়া জেলা বিএনপি। গতকাল শনিবার জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট কেএম হুমায়ুন কবির এ তথ্য নিশ্চিত করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১৮ জানুয়ারি সকাল সাতটায় শহরের নবাববাড়ি সড়কে জেলা বিএনপি অফিসে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল সোয়া সাতটায় শহীদ জিয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ। বাদ যোহর এবং বাদ আছর বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল জামে মসজিদে মৎস্যজীবী দল ও তাঁতী দলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল। ১৯ জানুয়ারি সকাল ১০টায় ছাত্রদলের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ। সকাল ১০টায় জেলা বিএনপির উদ্যোগে ও ড্যাব বগুড়ার সহযোগিতায় দত্তবাড়ি অ্যাজমা কেয়ার অ্যান্ড প্রিভেনশন সেন্টারে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প। বাদ ৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়) প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে' এডুকেশন ফর ওয়ার্ল্ড পিস 'Education for World Peace' শীর্ষক তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

নবজাতককে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : পাঁচ বয়সী এক নবজাতককে দপদপিয়া সেতুর ওপর থেকে কীর্তনখোলা নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষিকা মায়ের বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে এ ঘটনার পর থেকে এখনো নবজাতকটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি প্রথমে গোপন থাকলেও পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লোকমুখে জানাজানি হলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে শারীরিক অসুস্থতা ও বিষণ্নতার কারণ দেখিয়ে মা ঐশী আক্তারকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে ভর্তি করেছেন তার স্বজনরা। যদিও ভর্তি রেজিস্ট্রারে কৌশলে তার নাম রাবেয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই আছেন তিনি। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি টিম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হাসপাতালে ওই নারী ও তার স্বজনদের জিজ্ঞাসাবাদ ৭-এর পাতায় দেখুন

উত্তরাঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার : ১০ জানুয়ারির পর থেকে সারাদেশে ক্রমশ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করেছে। ফলে শীত অনেকটা কমে গেছে। তবে আবার সারাদেশে তাপমাত্রা কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সংস্থাটি জানিয়েছে, গতকাল শনিবার রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। দেশের অন্যত্র তা সামান্য কমতে পারে।

সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, উত্তরাঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেশের অন্যতম তাপমাত্রা কমলেও খুব বেশি শীত নামবে না। রোববার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এসময় মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। গতকাল শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস শ্রীমঙ্গলে। গতকাল শনিবার ঢাকার তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাজধানীতে ভবন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কাকরাইলে আঞ্জুমান জেড টাওয়ার নামের এক ভবনে রং করার সময় তিন তলা থেকে পড়ে এক যুবক মারা গেছেন। তাইজুল ইসলাম (৩৫) নামের এ যুবক মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বাসিন্দা। গতকাল শনিবার সকাল দশটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর ১২টার দিকে তিনি মারা যান। নিহতের সহকর্মী মো. দেলোয়ার বলেন, কাকরাইল মোড়ের আঞ্জুমান জেড টাওয়ারের তৃতীয় তলায় রং করার সময় উপর থেকে নিচে পড়ে যান তাইজুল।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাড়ছে সড়কে প্রাণহানি

স্টাফ রিপোর্টার : মাটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাড়ছে সড়কে প্রাণহানির সংখ্যা। দেশে বিগত ২০২৪ সালে মোটরসাইকেলে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই যানে দুই হাজার ৭৬১টি দুর্ঘটনায় দুই হাজার ৬০৯ জন নিহত হয়েছে, যা ওই বছর সড়ক দুর্ঘটনায় মোট নিহতের ৩৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ। সড়ক দুর্ঘটনায় গতবছর ১ হাজার ৫৩৫ জন পথচারী নিহত ও ৯৮৪ জন বিভিন্ন যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে বিগত ২০২৪ সালে ২ হাজার ৭৬১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে নিহত হয়েছে ২ হাজার ৬০৯ জন এবং আহত ১ হাজার ৮৩২ জন। নিহতদের মধ্যে ১ হাজার ৯৬৩ জন ১৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্য যানবাহনের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে ৬৩৭টি, মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে

১ হাজার ৫৪টি, মোটরসাইকেলে ভারী যানবাহনের চাপা ও ধাক্কা দেয়ার ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ২২টি এবং অন্যান্য কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৪৮টি। তার মধ্যে জাতীয় মহাসড়কে ২৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। আঞ্চলিক সড়কে ঘটেছে ৩৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ আর ১৭ দশমিক ৪২ শতাংশ ঘটেছে গ্রামীণ সড়কে এবং ১৩ দশমিক ২৫ শতাংশ দুর্ঘটনা শহরের সড়কে ঘটেছে। সূত্র জানায়, বিগত ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ৯ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে আর প্রাণহানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। বর্তমানে দেশে মোট মোটরযানের ৭১ শতাংশই মোটরসাইকেল। আর মোটরসাইকেল চালকদের বিরাট অংশ কিশোর ও যুবক। তাদের মধ্যে ট্রাফিক ৭-এর পাতায় দেখুন

আত্মগোপনে থাকা ৩৫ মামলার আসামি আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন মন্ডলকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। তিনি মহানগরীর সাইনবোর্ড এলাকার মোমতাজ উদ্দিনের ছেলে ও একাধিকবার নির্বাচিত গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। গত শুক্রবার উত্তরার রূপায়ণ সিটি থেকে গ্রেপ্তার করে গতকাল শনিবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে। আব্দুল্লাহ আল মামুন মন্ডল গাজীপুর সিটি করপোরেশনের গত নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়ে পরে প্রত্যাহার করেন। তার নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যাসহ ৩৫টি মামলা রয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপির) উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি হাফিজুর রহমান গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মামুন মন্ডলে বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলা করে হত্যার ৭-এর পাতায় দেখুন

বায়ুদূষণের প্রভাবে দেশে প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু: গবেষণা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বায়ুদূষণের প্রভাবে প্রতিবছর ৫ হাজার ২৫৮ শিশুসহ ১ লাখ ২ হাজার ৪৫৬ জন মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে। এ ছাড়া হার্টের রোগ, স্ট্রোক, হাঁপানি-শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ও ফুসফুস ক্যানসারের মতো মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (সিআরইএ) এর নতুন এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবে দবাংলাদেশে সূক্ষ্মকণা বায়ুদূষণে জনস্বাস্থ্য প্রভাব' শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি যৌথভাবে প্রকাশ করে বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) ও সেন্টার ফর রিসার্চ এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার নামে দুইটি সংগঠন।গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে বিশ্বের শীর্ষ দূষিত দেশের তালিকায় স্থান হয়েছে বাংলাদেশের। যেখানে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে অতি ক্ষুদ্র বালু কণার বার্ষিক মান ৭৯ দশমিক ৯ মাইক্রোগ্রাম; যা বার্ষিক জাতীয় মানদণ্ড ৩৫ মাইক্রোগ্রামের দ্বিগুণের বেশি। উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস হচ্ছে। ২০১৯ সালে সার্বিকভাবে এই ব্যয়গুলো ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। যা বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ। এ ছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ড ৫ মাইক্রোগ্রামের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি। বাতাসের এমন চরম দূষণ জনস্বাস্থ্যের ওপর অনিবার্য পরিণতি ডেকে আনছে। বিভিন্ন বয়সীরা নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হবার পাশাপাশি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ওপর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বলেও। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, বায়ুদূষণের প্রভাবে উদ্বেগজনক স্বাস্থ্য সংকটের মধ্যেই ২০২২ সালে সরকার প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ধূলি কণার জাতীয় মান ১৫ মাইক্রোগ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৩৫ মাইক্রোগ্রাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; যা গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টির পাশাপাশি বায়ুর মান অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সুপারিশ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে নিজস্ব জাতীয় নির্দেশিকা

মেনে চলার পাশাপাশি তা প্রয়োগ করতে হবে। মাঝারি মেয়াদে ২০০৫ সালে ডব্লিউএইচও এর নির্দেশিকা প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ১০ মাইক্রোগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে ২০২১ সালের ডব্লিউএইচও নির্দেশিকা প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রাম অর্জন করা উচিত। কয়লা ও ডিজেলের মত কার্বণ নিঃসরণকারী জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসাহিত করা উচিত। এছাড়া ক্লিন পরিবহন ব্যবস্থা ও শিল্প সম্প্রসারণ দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কঠোর শিল্প নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যানবাহন এবং কলকারখানার নির্গমন মান বাড়াতে হবে। ভূমিভিত্তিক এবং স্যাটেলাইট ডেটা একত্র করে জাতীয় পর্যবেক্ষণ কাঠামো তৈরি করতে হবে, স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

সিআরইএ এর বায়ু মান ৭-এর পাতায় দেখুন

আইজিপির কাছে অভিযোগের পর মামলা নিলেন ওসি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের এক গৃহবধূ যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা করতে গেলে দুই সপ্তাহ ধরে টালবাহানা করছিলেন রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী। অবশেষে উপায় না দেখে ওই নারী পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন গত বুধবার। এরপর ওই দিন রাতেই অভিযুক্ত মনিরকে (৩৫) গ্রেপ্তার বৃহস্পতিবার যৌন হয়রানির মামলা নিয়ে আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। রাজধানীর পুলিশ সদরদফতরে বুধবার ওই নারী আইজিপি'স কমপ্লেইন মনিটরিং সেলে ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ দেন। অভিযোগকারী নারী জানান, বর্তমানে তিনি ওই বখাটে যুবক ও মাদক ব্যবসায়ীর ভয়ে সোনারগাঁয়ে তার বাবার বাড়িতে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। আইজিপির কার্যালয়ে করা অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি বিয়ের পর থেকে রূপগঞ্জের তারাব পৌর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করে আসছেন। তার স্বামী ও বড় ছেলে সৌদি প্রবাসী। তিনি তার ছোট দুই সন্তান নিয়ে রূপগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। গত ২৯ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১১টার দিকে প্রকৃতির ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ঘুষ-দুর্নীতি-চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

দুর্নীতি মুক্ত, চাঁদাবাজ, দখলদার মুক্ত ন্যায়ের বাংলাদেশ গড়তে চাই। আল্লাহর শক্তিতে বলিয়ান জাতি গঠন করতে চাই। যতক্ষন পর্যন্ত ইনসাফ এ জমিনে কায়েম না হবে। ইনসাফ কায়েমের গ্যারান্টি একমাত্র আল কোরআন দিতে পারে। আল কোরআনের শাসন সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল দলের মানুষের জন্য একমাত্র ইজ্জতের গ্যারান্টি। একমাত্র কোরআনের শাসন কায়েমের মাধ্যমে একটি মানবিক বাংলাদেশে গড়তে চাই। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যারা রক্ত দিয়ে স্বাধীনভাবে কথা বলার এই সুযোগ করে দিয়ে গেছে তাদের কাছে জাতি কৃতজ্ঞ। এই ঋণের দায় আমাদের আজিবন পরিশোধ করতে হবে শ্রদ্ধার সাথে। জুলাই আন্দোলনে যত শহীদ হয়েছে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, তাদের কাছে ঋণী। তারা জাতীয় সম্পদ, জাতীয় বীর। তাদের আমরা মাথায় তুলে রাখতে চাই। জামায়াতের আমির আরও বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ যারাই করেছে বিগত সরকার তাদের খুন-গুম করেছে। গত সাড়ে ১৫ বছর একটানা খুন-গুম চালিয়ে ওদের পিপাসা নিবারণ হয়নি। জুলাইয়ে তারা শিক্ষার্থীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। ইন্টারনেট বন্ধ রেখে লাশ গুম করা হয়েছে, পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যারা রক্ত দিয়ে এই পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে, জোর করে চাপানো গোলামী থেকে এ জাতিকে মুক্ত করেছে তাদের কাছে শুধু আমরা না পুরো জাতি কৃতজ্ঞ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহানগর জামায়াতের আমির ড. কেরামত আলী। সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সহকারি সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, নুরুল ইসলাম বুলবুল, মোবারক হোসাইন, রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ মো. সাহাবুদ্দিন, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আব্দুল খালেক প্রমূখ। সম্মেলন পরিচালনা করেন মহানগরের সেক্রেটারি এমাজ উদ্দিন মন্ডল ও সহকারি সেক্রেটারি শাহাদত হোসেন এবং জেলা সেক্রেটারি গোলাম মুর্তৃজা ও সহকারি সেক্রেটারি নুরুজ্জামান লিটন।

৪০ মাজার-দরগাহে হামলা ভাঙচুর

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধান করতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে জনগণ এবং ইসলামিক নেতাদের অংশগ্রহণে সচেতনতা কর্মসূচিও চালানো হচ্ছে। প্রেস উইং জানায়, সবগুলো ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৫টি নিয়মিত মামলা এবং ২৯টি জিডি থানায় দায়ের করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুটি নিয়মিত মামলায় চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হয়েছে। বাকি ১৩টি নিয়মিত মামলা এবং ২৯টি জিডির তদন্ত চলমান রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মাজার ও দরগাহে যেকোনও হামলার বিষয়ে শূন্য সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করছে। সব পুলিশ ইউনিটকে ঘটনাগুলোর তদন্ত কঠোরভাবে চালানোর এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাজার ও দরগাহগুলোর নিরাপত্তা সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।

ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ায় ১০ সংকট সৃষ্টির

বাড়ানোর ফলে যেসব খাতে সংকট তৈরি হতে পারে তা তুলে ধরেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। যে ১০ সংকটের আশঙ্কা করছে বিএনপি তা হলো–

১। বর্তমানে প্রায় ১৩ শতাংশ ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি আরও বৃদ্ধি পাবে। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির ফলে পরিবারের সঞ্চয় কমবে এবং ব্যাংক থেকে টাকা তোলার হার বেড়ে যাবে।

২। বর্তমানে নিম্নমুখী ৫.৮২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও কমবে। এর অর্থ হলো অর্থনীতির গতি স্থবির বা মন্থর হয়ে পড়েছে (ব্যবসা-বাণিজ্য) দ্রুত গতিতে না বাড়লে কারখানায় উৎপাদন না বাড়লে আয় বৃদ্ধি পাবে না। কর্মসংস্থান আরও কমে যাবে। বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এমনিতেই গত তিন বছর ধরে মানুষের প্রকৃত আয় কমছে। বিবিএস এর হিসেব অনুযায়ী, গত ডিসেম্বরে মানুষের আয় বেড়েছে ৮ শতাংশ, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম, অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ১৪ আগস্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন ৫/৬ মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সহনীয় হবে। কিন্তু বাস্তবে তা বরং বেড়েছে। অথচ প্রতিবেশী দেশগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে তার সুফল পেয়েছে। বাংলাদেশ যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেনি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রা ও রাজস্বনীতি ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। গোষ্ঠীস্বার্থ উপেক্ষা করতে পারছে না সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার বাড়াচ্ছে মূল্যস্ফীতি কমাতে, অন্যদিকে, সরকার কর বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতি বাড়াবে। এক মন্ত্রণালয় ডিম আমদানির অনুমতি দিচ্ছে, আরেক মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা তা আটকে দিচ্ছে। এই অদক্ষতা ও সমন্বয়হীনতার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। একদিকে বিশ্বব্যাংক যেমন প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার কথা বলছে, তেমনই ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির ৫টি বড় ঝুঁকির কথা বলেছে, যেমন মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বন্যা/তাপপ্রবাহ, দূষণ সুযোগের অভাব এবং অর্থনৈতিক নিম্নমুখিতা।

৩। বিশ্বব্যাংকের 'বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক(এমপিআই) ২০২৪ অনুসারে', বাংলাদেশের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ১৭ লাখ। বর্তমানে আরোপিত নতুন করহার এই দরিদ্র মানুষদের দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি করবে। বিবিএস-এর তথ্য মোতাবেক, দেশের প্রায় ৮৬ শতাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। সারাদেশে এ ধরনের কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটির মতো। এছাড়া ২০২২ সালের জানুয়ারির পর থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো মাসেই মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি মজুরি বৃদ্ধির হার। প্রতি মাসে গড়ে যত মজুরি বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি ছিল তার চেয়ে বেশি। ফলে সাধারণ ও সীমিত আয়ের মানুষের বাজার থেকে নিত্যপণ্য ও সেবা কেনার সামর্থ্য কমেছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেম -এর দেশব্যাপী গৃহস্থালি জরিপ ২০২৩ -এর অন্য সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে ৭০ শতাংশ খানা বা পরিবার তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। ২০২৪ সাল শেষে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও, খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনো ১৩ ছুঁই ছুঁই! অর্থনৈতিক পরিস্থিতিবিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদনের প্রদত্ত তথ্য মোতাবেক বর্তমানে প্রায় ২ কোটি লোক রয়েছেন যারা দুদিন কাজ বা আয় করতে না পারলে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে বাধ্য হবেন। পরিণতিতে জাতীয় দরিদ্রের হার পুনরায় ৪০ শতাংশে পৌঁছানোর আশঙ্কা করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র বিবেচনায় এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, নতুন করে ভ্যাট আরোপে স্বল্প আয়ের মানুষের দুর্দশা চরমভাবে বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

৪। বর্তমান উচ্চ মূল্যের জ্বালানি খরচ আরও বাড়বে।

৫। পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে বিদ্যমান টার্নওভার ট্যাক্স থ্রেশহোল্ড ৫০ লাখ থেকে ৩০ লাখ এবং ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড ৩ কোটি থেকে ৫০ লাখে নির্ধারণ করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর কমপ্লায়েন্স প্রেসার বাড়াবে এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের জন্য কোনো অবস্থাতেই মঙ্গলজনক হবে না।

৬। ব্যবসায়িক ব্যয় (কস্ট অব বিজনেস) এবং শিল্পকারখানাগুলোতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং মোট উৎপাদন হ্রাস পাবে। এতে বেকারত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। এমনিতেই বিভিন্ন পরিসংখ্যান মতে, দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৬০ হাজার। যদিও বেকারের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

৭। ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা আরও হ্রাস পাবে।

৮। নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

৯। ব্যবসায় বিনিয়োগ কমবে।

১০। রপ্তানি প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। সর্বোপরি, অর্থনীতি ও দেশের জনগণের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

সরকার নীতি সুদহার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে শুধু নীতি সুদহার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। একদিকে, নীতি সুদহার বাড়ানো ও অন্যদিকে, ভ্যাট বাড়ানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এতে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমবে, অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জাবিউল্লাহ।

কবি নজরুলের নাতি বাবুল কাজী দগ্ধ

সদস্যর মেডিকেল বোর্ড তার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভোরে বাবুল কাজীকে দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে। যতটুকু জানতে পেরেছি বনানীর বাসায় ওয়াশরুমে ধূমপানের কারণে দগ্ধের ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, গতকাল শনিবার ভোর সারে ৫টার দিকে বনানী ২৩ নম্বর রোডের ১০৯ নম্বর রোডের এ ব্লকের বাসায় দগ্ধ হন বাবুল কাজী। বিষয়টি নিয়ে বার্ন ইনস্টিটিউটে বাবুলের বড় বোন খিলখিল কাজীর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, বনানীর ২৩ নম্বর রোডে স্ত্রী কাজী নাদীরা ফারজানা ও তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে বসবাস করেন বাবুল। তিনি গার্মেন্টস ব্যবসায় জড়িত। বাবুলের ধূমপানের অভ্যাস ছিল। ভোরে ওয়াশরুমে গিয়ে সিগারেট ধরান তিনি। এ সময় বিস্ফোরণ ঘটে। তিনি আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ওয়াশরুমে মিথেন গ্যাস জমে গিয়েছিল। সেখান থেকে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। পরে পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ২০১৫ সালে তার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম নেওয়া কাজী নজরুল ইসলাম ২৫ বছর বয়সে কলকাতায় প্রমীলা দেবীকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরে চার ছেলে সন্তানের জন্ম হয়, যাদের মধ্যে অন্যতম কাজী সব্যসাচী। আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচী ও উমা কাজীর তিন সন্তানের মধ্যে সবার ছোট বাবুল কাজী। বাবুল কাজীর বড় দুই বোন খিলখিল কাজী ও মিষ্টি কাজী; তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক।

জন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যা করার রাষ্ট্র সংস্কারে আমরা তাই করছি। আপনাদের অনেকের মনে হচ্ছে, যা চাচ্ছি তা হচ্ছে কিনা? তার জবাবে বলবো, আমরা অভূতপূর্ব কাজ করছি। জন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে কমিশনের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। জুলাই আন্দোলনের ফসল কমিশনের রিপোর্ট। আপনারা এগুলো পড়ুন ও ক্যাম্পাসে এসব নিয়ে বিতর্ক করুন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের ইতিহাস সংরক্ষণে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি সকলের উচিত শহিদদের মূল্যায়ন করা। শফিকুল আলম আরও বলেন, জাস্টিস অ্যান্ড একাউন্টিবিলিটি নিশ্চিতে গুম, খুন, গণহত্যার বিচারের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আইনি প্রক্রিয়ায় শেখ হাসিনাকে দেশে এনে বিচার করা হবে। সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. রশিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাংগীর আলম ও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ ও ইবিসাসের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. হোসাইন আল মামুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক তাজমুল হক জায়িম। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, বিপ্লবের ফসল তুলতে বিপ্লবীরা স্বল্প দিনে পরিবর্তন চায়। কিন্তু রাষ্ট্র চাইলেই স্বল্প দিনে সবকিছু পরিবর্তন করতে পারে না। স্বৈরাচারের দীর্ঘ সময়ের সীমাহীন গুম, খুন, টাকা পাচার, অন্যায়, দুর্নীতি স্বল্প সময়ে পরিবর্তন করা সম্ভব না। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

লেবানন থেকে দেশে ফিরেছেন

প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত একজন বাংলাদেশি বোমা হামলায় নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে লেবানন থেকে প্রত্যাবাসন করা প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা পকেটমানি, কিছু খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক মেডিকেল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। লেবাননে চলমান সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থায় যতজন প্রবাসী বাংলাদেশি দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক তাদের সবাইকে সরকারি খরচে দেশে ফেরত আনা হবে।

টিসিবির পণ্যের দাম বাড়িয়ে এর

চেষ্টা করছি। যাতে টিসিবি যে পণ্যটা কেনে, তার মানটা ভালো হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা বলেন, গত ১৫ বছরে উন্নয়নের গালগল্প শোনানো হয়েছে। সরকারি পরিসংখানের সঙ্গে বাস্তব চিত্রের মিল নেই। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কী কী চুক্তি হয়েছে তা আমাদের জানা দরকার, আমাদের শোষণ করা হয়েছে, ভারতের অঙ্গরাজ্যে আমাদের পরিণত করা হয়েছিল। সরকার এখনো এই বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়নি। তিনি বলেন, আমলাদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে নানাভাবে, কিন্তু তারা কাঠামো নষ্ট করেছে, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। যারা টাকা পাচার করেছে, দেশের ভেতরেও আছে তাদের টাকা, সেখান থেকে টাকা উদ্ধার করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে খরচ করা উচিত বর্তমান সরকারের। বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, সরকার কোনো একটি খাতকে গুরুত্ব না দিয়ে সম্ভাবনাময় অন্যান্য খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করবে বলে আশা করি। ১০০ ইকোনমিক জোন হবে না, সরকারিভাবে সেটা পাঁচটিতে নামিয়ে এনেছি।

জমে উঠেছে বাণিজ্য মেলা পণ্যভেদে

প্রেসার কুকার, হটপট, অ্যালুমিনিয়ামের কারুকাজ করা ট্রে, মগ, গ্লাস, বাটি, বড় থালা, টিফিন বক্সসহ হরেক রকম তৈজসপত্র রয়েছে এসব দোকানকে। তৈজসপত্রগুলোর মধ্যে নতুন ও ব্যতিক্রমী পণ্যের দিকে আগ্রহ বেশি দর্শক-ক্রেতাদের। মেলা উপলক্ষে ক্রেতাদের বিশেষ অফারে ৩৩ হাজার টাকার ১২ পিস পণ্য সাড়ে ২৪ হাজার টাকায় দেওয়া হচ্ছে। ১২ পিসের মধ্যে রয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তির ইটালিয়ন চুলা, ২৮ লিটারের মাইক্রোয়েভ ওভেন, মাল্টি কুকার, কারি কুকার, রাইস কুকার, স্যান্ডউইচ মেকার, পানির ফিল্টার, ৫টি রান্নার হাঁড়ি, ব্যালেন্ডার, রুটি মেকার। এছাড়াও ক্রেতাদের পছন্দমত পণ্য পরিবর্তন করতে নিতে পারবেন। স্টিলের তৈরি কারুকাজ অ্যানোডাইস ট্রে সেট বিক্রি হচ্ছে ১৫০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকায়। প্রতিটি সেটে তিনটি করে ট্রে রয়েছে। সোনালী রঙের কারুকাজ করা টিফিন ক্যারিয়ারও পাবেন ১ হাজার থেকে ২৫শ' টাকায়। এছাড়া বিভিন্ন আকার ও ডিজাইনের চামচ সেট ৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। মেলায় ১৯৬-১৯৭ নম্বার স্টলে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়ে কুকিজি আইটেমের পণ্য বিক্রি করছে মিয়াকো। হকিস ব্র্যান্ডের ৪ পিস বিভিন্ন আকারের নন-স্টিক পেশারকুকার সাড়ে ৭ হাজার টাকা। মেলা উপলক্ষে ৫০ শতাংশ ছাড়ে বিক্রি করছি মাত্র ৩ হাজার ৭৫০ টাকায়। মিয়াকো থাইল্যান্ডের নন-স্টিক পেশারকুকার, মাইক্রোয়েভ ওভেনেও রয়েছে ৫০ শতাংশ ছাড়। এছাড়া সব ধরনের পণ্যে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ ছাড়া দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, প্রতিবারের মতো এবারও চাহিদা রয়েছে শোভাবর্ধক ফার্নিচার পণ্য। মেলায় মিলছে বাহারি রং এবং ডিজাইনের খাট, পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার, আলমারিসহ হরেক রকমের আসবাবপত্র। মেলায় ঘরে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের পাশাপাশি অফিস সাজানোর পণ্যও মিলছে প্যাভিলিয়নগুলোতে। এবারের বাণিজ্যমেলা উপলক্ষে ব্র্যান্ডগুলো যেমন নতুন ডিজাইন নিয়ে এসেছে, তেমনি বিশেষ অফারও দিচ্ছে। দৃষ্টিনন্দন এসব ফার্নিচার দেখতে ও কিনতে বরারবই আগ্রহী থাকেন ক্রেতারা। হল 'এ' এর ডান দিকে রয়েছে ফার্নিচার এবং বামদিকে রয়েছে ইলেকট্রনিকসের প্যাভিলিয়ন। এদিকে এবারের মেলা উপলক্ষে পারটেক্স, নাদিয়া, নাভানা, আকতার, রিগ্যালসহ সব প্যাভিলিয়নের ফার্নিচারে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ছাড়। মেলা উপলক্ষে সব ফার্নিচারে রয়েছে অন্তত ৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়।

মেলায় কিস্তিতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আসবাব কেনার সুযোগও আছে। বিনা সুদে ৩ থেকে ১৮ মাসের কিস্তিতে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপণ্য কেনার সুযোগ দিচ্ছে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান। তবে এ জন্য ক্রেতাদের ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে। ওক কাঠের তৈরি ফার্নিচার মেলায় নিয়ে এসেছে রিগ্যাল। হল 'এ' এর প্রবেশ মুখেই রয়েছে তাদের প্যাভিলিয়ন। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের এ প্রতিষ্ঠানের আগে থেকেই লেমিনেটেড প্লাইউড ও রড আয়রনের ফার্নিচার রয়েছে। মেলায় তাদের সব ফার্নিচারে ১০ শতাংশ মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী আসবাবপত্র তৈরি করে দেওয়া হয়। এবারের মেলায় নাদিয়া ফার্নিচার নতুন কিছু বেডরুম সেট, সোফাসেট, ডাইনিং সেট নিয়ে এসেছে। নতুন যেসব পণ্য বাণিজ্যমেলায় এসেছে সেগুলো বিভিন্ন ব্রাঞ্চে পরবর্তীতে যাবে। এসব পণ্যে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ছাড়। এ সুযোগ শুধু মেলা চলাকালীন প্রযোজ্য। হাতিম ফার্নিচারের একজন সেলসম্যান বলেন, আমরা তিন ধরনের ক্রেতা দেখি। কেউ ভিক্টোরিয়ান পছন্দ করেন, কেউ মডার্ন পছন্দ করেন, কেউ আবার একটু সিম্পল ডিজাইনের আসবাব পছন্দ করেন। আমরা সব ধরনের ডিজাইনের পণ্য আমাদের শোরুমে রাখার চেষ্টা করি। উল্লেখ্য, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা মাসব্যাপী সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। আর সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত।

পৌরসভায় কর্মরতদের বদলি

২০ গ্রেডের (চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের আন্তঃপৌরসভা বদলি করবেন।

- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকারের পরিচালক নিজ অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ একই বিভাগের মধ্যে সব শ্রেণির পৌরসভার ১০-১৩ গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণি) কর্মকর্তাদের আন্তঃপৌরসভা এবং ১৩-২০ গ্রেডের (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের আন্তঃজেলা পৌরসভায় বদলি করবেন।
- সব শ্রেণির পৌরসভার নবম থেকে এর ওপরের গ্রেডের (প্রথম শ্রেণি) কর্মকর্তাদের সব ধরনের বদলি এবং ১০-২০ গ্রেডের (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগ বদলি স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সম্পন্ন করা হবে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০০৭ সালের ৮ অক্টোবর পরিপত্রের মাধ্যমে জারি করা পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির নীতিমালা অনুসরণ করে বদলি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি, বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও আপিল শুনানি:

- জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের সব শ্রেণির পৌরসভার ১০-১৩ গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণি) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি, সাময়িক বরখাস্ত এবং বিভাগীয় মামলা রুজু ও পরিচালনা করবেন।
- কোনো কর্মকর্তা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের স্থানীয় সরকারের পরিচালকের কোনো আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি সরকারের কাছে আপিল করতে পারবেন।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সব শ্রেণির পৌরসভার নবম থেকে এর ওপরের গ্রেডের (প্রথম শ্রেণি) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি, সাময়িক বরখাস্ত এবং বিভাগীয় মামলা রুজু ও পরিচালনা করা হবে।
- পৌরসভার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী তার চাকরির শর্ত সংক্রান্ত কোনো আদেশ দিয়ে সংক্ষুব্ধ হলে ওই আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় সরকার পরিচালকের কাছে আপিল করবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দেওয়া উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন, সেই আদেশ দেবেন। তবে ?'পৌরসভার কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ১৯৯২' এর বিধি ৪১(খ) এর (আ), (ই) ও (ঈ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে অতীব জরুরি বিবেচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ যেকোনো পৌরসভার যেকোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি অভিযোগ তদন্ত, বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও আপিল নিষ্পত্তি করতে পারবে বলে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মায়ের জন্য দোয়া চাইলেন তারেক

লন্ডনে অবস্থিত দ্য লন্ডন ক্লিনিকের আশপাশের এলাকা। এ হাসপাতালেই অধ্যাপক জন প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে চিকিৎসা চলছে খালেদা জিয়ার। তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ওনার হাসপাতালে আসার আগে থেকেই সেখানে জড়ো হতে থাকেন নেতাকর্মীরা। লন্ডন ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের কিছুটা অবনতি হয়েছে। গত বুধবার রাতে হঠাৎ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। চিকিৎসকরা তার এই অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করছেন। এমন তথ্য জানিয়ে মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য গত শুক্রবার বলেছেন, ম্যাডাম সাত বছর পর লন্ডনে এসেছেন। এই হাসপাতালে এর আগে চিকিৎসা নেননি। দেশে অনেক ধকলের মধ্যে ছিলেন। এই অবস্থায় নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সময় লাগছে। লন্ডনে প্রচণ্ড ঠান্ডা চলছে। তিনি জানান, গত দুই দিন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। স্বাস্থ্যের কয়েকটি প্যারামিটার ফল করেছে। নতুন করে হার্টের কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। মেডিকেল বোর্ড এটা নিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। খালেদা জিয়ার ফিটনেস (শারীরিক সক্ষমতা) বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। ওই চিকিৎসক বলেন, লন্ডন ক্লিনিকে বললেই সবকিছু তাৎক্ষণিক হয়ে যায় না। সব প্রক্রিয়া মেনে করতে হয়। ম্যাডাম ছেলের বাসায়ও যেতে চাচ্ছেন। দীর্ঘদিন একটানা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকাও কষ্টের। এর আগে গত বৃহস্পতিবার লন্ডন ক্লিনিকের সামনে ব্রিফিংকালে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা: এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) স্বাস্থ্যগত সব পরীক্ষার প্রতিবেদন আসার পরই 'লিভার প্রতিস্থাপনের' সিদ্ধান্ত নেবে মেডিকেল বোর্ড। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

রাজধানীর ৬ স্থানে বসছে

হবে। তবে পণ্যের সরবরাহ, বাজারের নিরাপত্তা ও পণ্যের পরিমাণ যেন বেশি হয় এসব বিষয়ে নজর দেওয়ার তাগিদ দেন তারা। মতবিনিময় সভায় ঢাকা জেলা প্রশাসক তানভীর আহমেদ বলেন, ক্রেতাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, কৃষকের কাছ থেকে ভোক্তা পর্যায়ে পণ্য আসা পর্যন্ত কয়েকটি হাত বদল হয়। তাতে পণ্যের দর কয়েক গুণ বাড়ে। মধ্যস্বত্বভোগীর এই দৌরাত্ম্য কমাতে এমন উদ্যোগ ভূমিকা রাখবে। মূলত সরাসরি কৃষক ও ভোক্তাদের সংযোগ স্থাপনের জন্য এই বিশেষ বাজার স্থাপন করা হচ্ছে। এই বাজারের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সভায় জানানো হয়, নিত্যপণ্যের বাজার এখন বেশ চড়া। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতার নাগালের বাইরে চলে গেছে পণ্যমূল্য। কিছু অসৎ ব্যবসায়ী ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন জেলায় এরই মধ্যে প্রশাসনের মাধ্যমে এ ধরনের বাজার বসানো হয়েছে। এ কারণে আশপাশের বাজারেও পণ্যের দর কমতে শুরু করেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ঢাকায় বাজার বসানো হচ্ছে। জনতার বাজারে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, সবজিসহ নিত্যপণ্য সাশ্রয়ী দামে বিক্রি হবে। প্রাথমিকভাবে কামরাঙ্গীচরসহ ঢাকার ছয় স্থানে বাজার বসলেও পর্যায়ক্রমে পরিসর বাড়বে। ন্যায্য দরে পণ্য বিক্রির বাজার বসার ঘোষণায় এলাকাবাসী বেশ উচ্ছ্বসিত। রকি আহমেদ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এটি ভালো উদ্যোগ। তবে পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। সব ধরনের নিত্যপণ্য রাখতে হবে, যাতে ক্রেতার অন্য বাজারে যেতে না হয়। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে এই বাজার। এতে সহযোগিতা করবে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর ও সংস্থা। দেশের যেখানে যে পণ্যের দাম তুলনামূলক কম থাকবে, সেখান থেকে পণ্য এনে সরাসরি এ বাজারে বিক্রি করা হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বেচাকেনা ও পরিবহন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় উদ্যোক্তা, ছাত্র-জনতাকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। প্রতিটি পণ্য জেলা প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত দরে বিক্রি করা হবে। ক্রয়মূল্যের সঙ্গে প্রকৃত পরিবহন খরচ এবং উদ্যোক্তাদের প্রদেয় যৌক্তিক মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ হবে। তবে ইচ্ছা করলে যে কোনো চাষি, খামারি বা উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত পণ্য সরাসরি এনেও বিক্রি করতে পারবেন। হিসাব সংরক্ষণ ও সার্বিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার নির্মাণ করা হবে। এর মাধ্যমে পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য অনলাইনে দেখা যাবে।

স্বস্তি ফিরলেও শঙ্কা কাটেনি রেস্তোরাঁ

এ কর্মসূচির মাঝেই রেস্তোরাঁর ওপর থেকে বর্ধিত ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা জানায় এনবিআর। এনবিআরের সদস্য (মূসক বা ভ্যাট নীতি) বেলাল হোসাইন চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষ। আবার সরকারেরও রাজস্ব আয় বাড়ানো দরকার। তাই কিছু পণ্য ও সেবায় ভ্যাট বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সাধারণ ও সীমিত আয়ের মানুষ রেস্তোরাঁর খাবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই জনস্বার্থে রেস্তোরাঁর ভ্যাট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত থেকে আমরা সরে এসেছি। রেস্তোরাঁর খাবারের বিলের ওপর ভ্যাট আগের মতো ৫ শতাংশ রাখার সিদ্ধান্তে অনেকটা স্বস্তি ফিরলেও ইমরান হাসান মনে করেন, মূল্যস্ফীতির এই বাজারে অস্বস্তি তবু থাকবে, আসলে আরো অনেক পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। এলপি গ্যাসের দামও বেড়ে গেছে। বাজারে পণ্যের দাম বাড়ছে। তার প্রভাব রেস্তোরাঁ ব্যবসায় পড়ছে। কিন্তু রেস্তোরাঁয় সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে। এখন সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিরও প্রত্যাহার চান তারা।

রেস্তোরাঁ মালিকদের এই প্রতিনিধি বলেন, আমরা করোনার সময় একবার ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছি। আমাদের ব্যবসা তখন বলতে গেলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। করোনার পর আমরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলাম। এখন আবার মূল্যস্ফীতি। শিল্প গ্যাসের দাম আবার বেড়েছে। দেশে এখন একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতি, ফলে ব্যবসায় মন্দা। ইমরান হাসান জানান, ভ্যাটের বাইরে সেলস ট্যাক্সও দিতে হয় তাদের। এ কারণে বড় এক শঙ্কার কথাও উঠে আসে তার কথায়, ভ্যাটের বাইরে আমাদের সেলস ট্যাক্স দিতে হয়। বছর শেষে আমাদের বিক্রির ওপরে ৩৫ শতাংশ লাভ ধরে একটা ট্যাক্স নেয়। আর এটা এমন জটিল যে, সঠিকভাবে সেই ট্যাক্স দিতে হলে ব্যবসা তো দূরের কথা, আমাদের ঘর-বাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে।

ভোটার তালিকা হালনাগাদে

আইরিশ ও দশ আঙুলের ছাপ নিয়ে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে সংস্থাটি। হালনাগাদেরর এসব কাজে ল্যাপটপ ও স্ক্যানার কাজে দেবে।

ইউএনডিপি বরাবরই ইসিকে নানা সহায়তা দিয়ে আসছে। এর আগেও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও নির্বাচনী সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করে সংস্থাটি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদেও সংস্থাটি সহায়তা করবে। এরইমধ্যে সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তারা বৈঠক করেছে। ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, ইউএনডিপি ভোটার তালিকা হালনাগাদের পর ভোটার তালিকা সাধারণীকরণ করার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। এ ছাড়া হালনাগাদ কার্যক্রমে আমাদের কিছু উপকরণের ঘাটতি আছে, সেগুলো দেওয়ার জন্য বলেছি। তিনি বলেন, তারা ঘরে ঘরে গিয়ে তো তথ্য আনবে না। সেই তথ্য আমরা আনার পর কাস্টমাইজেশনে তারা সহায়তা করবে। কারিগরি সহায়তা। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, যোগাযোগ ইত্যাদিতে তারা সহায়তা করবে। তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তিগত বিষয়টি হচ্ছে সফটওয়্যারের কোনো উন্নয়ন যদি করা যায়। কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ সচেতনতা বাড়াতে সহযোগিতা চেয়েছি। আগামী ডিসেম্বর মাস লক্ষ্য রেখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে

সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। এছাড়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার রিভিউ আবেদন করেন। এসব রিভিউ আবেদন এক সঙ্গে শুনানি হবে বলে নির্ধারিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম সলিম উল্লাহসহ তিনজন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। ২০১১ সালের ১০ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ঘোষিত রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও গত ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তি-সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন।

অবিবেচকভাবে ভ্যাট বাড়ানো

পরিকল্পনা দেখিনি। যারা কর দেয় না তাদের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা জানা গেলো না। আমাদের এটা চিন্তিত করেছে। আগামী গরমে জ্বালানি পরিস্থিতি আরও জটিল হবে এই আশঙ্কা করছি। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিআইসিসির কার্নিভাল হলে 'শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি ২০২৪' আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে তিনি এসব কথা বলেন। দেবপ্রিয় বলেন, এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা, প্রবৃদ্ধির ধারা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা যদি নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে আমরা যারা সংস্কারকে গতিশীল করতে চাই তারা ধৈর্যহারা হয়ে যাব। সংস্কারের পক্ষের মানুষগুলো অর্থনৈতিক অস্বস্তি ও নিরাপত্তার অভাব থেকে সুষম সংস্কারের পক্ষ থেকে সরে যেতে পারে। তিনি অভিযোগ করেন, সুষম অর্ন্তভুক্তিমূলক, টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে যে ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো দরকার বা সংস্কার দরকার সেই রকমের কোনো রুপরেখা আমরা দেখলাম না। অন্তর্বর্তী সরকার কোনো সংশোধিত বাজেট দিতে পারেনি। রেকর্ড পরিমাণ আমন উৎপাদন করেও সংগ্রহ অভিযানে সাফল্য নেই বলে জানান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সংগ্রহ অভিযানে আগে যেমন দুর্নীতি ছিল, তা এখনও আছে। কৃষক তার ফসলের মূল্য পাচ্ছে না। সামাজিক সুরক্ষা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আছে। এই সরকার কী ধরনের অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার রেখে যাবে প্রশ্ন তুলেন এই অর্থনীতিবিদ। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগামী বাজেটকে কেন্দ্র করে সরকারের অর্থনৈতিক আলোচনা দরকার। প্রবৃদ্ধির ধার কমে গেছে, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ কমে গেছে, কর্মসংস্থানে সমস্যা রয়ে গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী।

বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ

। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির (সিআইইউ) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ড. ফাওজুল কবির খান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ক্রিয়েটিভ এবং কম্পিউটার স্কিলড শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাবে। ডিগ্রি একটা এন্ট্রি। কিন্তু মার্কেটে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। মূল্যবোধ, দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। এসময় তিনি কর্মমুখী শিক্ষার বিষয়ে জোর দেন। ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির পক্ষে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং শিক্ষার্থীদের সফল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নুরুন আখতার। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন শিল্পগ্রুপ ইয়ংওয়ান কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী (সিইও) কিহাক সুংধ। অনুষ্ঠানে ১৪ জন শিক্ষার্থীকে তাদের অসামান্য কৃতিত্বের জন্য 'টপ অ্যাচিভার্স' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এই শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ প্রোগ্রামে অপ্রতিরোধ্য সাফল্য অর্জন করে সম্মানিত হন। সিআইইউর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীর মোহাম্মদ নুরুল আবসার তার বক্তব্যে বলেন, সিআইইউ শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চমানের শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য, শিক্ষার্থীরা যেন একটি শিক্ষিত, দক্ষ এবং দায়িত্বশীল সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে।

সীমান্তের ঘটনা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে

করে এবং বাংলাদেশ প্রান্তের ১২ থেকে ১৫টি আম গাছ কেটে ফেলে। পরে বিজিবির টহল দল মাইকিং করে স্থানীয়দের সহযোগিতার আহ্বান জানান। এ সময় স্থানীয়রা বিজিবিকে সহযোগিতা করতে সীমান্ত এলাকায় ছুটে আসেন। দুই পাশে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিএসএফ সদস্যরা ৪টি সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। স্থানীয় ভারতীয়রা পাথক ছুড়ে মারে। এতে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। পরে ভারতীয়রা কাটা গাছ ও ডালপালা ফেলে পালিয়ে যায়। বিনোদপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান বলেন, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিজিবির সহযোগিতার মাইকিং শুনে বিজিবিকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসি। এ সময় বিএসএফ ও ভারতীয় নাগরিকরা সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল, ককটেল ও পাথর নিক্ষেপ করে। এছাড়া ভারতীয়রা জয় শ্রী-রাম স্লোগান দেয় এবং বাংলাদেশের নাগরিকরা নারে তাকবির, আল্লাহু আকবার স্লোগান দেয়। পরে আমাদের পাল্টা ধাওয়ায় তারা কাটা গাছ ফেলে পালিয়ে যায়। ৫৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাবাসীর মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সৃষ্টি হয়। পরে বিজিবির তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে ভারতীয়রা পিছু হটে এবং বিকেল ৪টার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে গাছ কাটার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ঘটা ঘটনায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছে বিএসএফ। বর্তমানে পরিস্থিতির স্বাভাবিক আছে।

সীমান্তবর্তী মানুষকে প্রয়োজনে

স্মরণে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সরকারের প্রতি এ অনুরোধ জানান তিনি। নুর বলেন, হাসিনা সরকার পতনের পর যে খেলা শুরু হয়েছে, সেটা বন্ধ করুন। অন্যথায় আপনাদের জন্য সেটা শুভ হবে না। সরকারকে অনুরোধ জানাবো, সীমান্তবর্তী মানুষকে প্রয়োজনে সামরিক ট্রেনিং দিন, বিজিবির সঙ্গে তারাও কাজ করবে। তবুও ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফের সঙ্গে গোলাগুলি হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন সীমান্তে তারা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। আমাদের কিছু ভূমি দখলের পাঁয়তারা করছে তারা। শেখ হাসিনা সরকার অনেক ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ করে দিয়েছিল। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আরও বলেন, আওয়ামী লীগকে আর রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। তারা যদি আবার কোনোভাবে ফিরে আসে তাহলে ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যে নারকীয় তাণ্ডব করেছে, সেটি শুরু হবে। ফের হাসিনাবাদ কায়েম হবে। রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সমন্বয়ক হানিফ খান সজিবের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় গণঅধিকার পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এগিয়ে চলেছে বিশ্ব ইজতেমার প্রস্তুতি

যেন বিভিন্ন দোকানপাটসহ অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়া হয়। পরিদর্শনের সময় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শফিউল আজম, গাজীপুর জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিনসহ জেলা প্রশাসন, সিটি করপোরেশন ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও তাবলিগের শীর্ষ মুরুব্বিরা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে মাদকসহ পুলিশ সদস্য ও সহযোগী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চমাত্রার আসক্তি তৈরি করা মাদক আইসসহ পুলিশের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭ এর সদস্যরা। গত শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের মেহেদীবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আলমগীর হোসেন নামের ওই পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার সহযোগী মেহেদী হাসানকেও গ্রেপ্তার করা হয়। আলমগীর হোসেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) জনসংযোগ শাখায় এএসআই হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার রাতে মেহেদীবাগ এলাকায় র‌্যাব সদস্যরা এএসআই আলমগীর হোসেনের প্যান্টের পকেট থেকে ১৬০ গ্রাম আইস উদ্ধার করেন। পরে তাকে চকবাজার থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে চকবাজার থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিএমপি'র উপকমিশনার (অপরাধ) রইছ উদ্দিন বলেন, আইসসহ গ্রেপ্তার পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হবে।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৩৩

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য বহন ও সেবনের অপরাধে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে গতকাল শনিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান হয়। ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছে। এসময় সময় তাদের কাছ থেকে ১৩ কেজি ৪৯৪ গ্রাম গাঁজা, ৪৫৬২ পিস ইয়াবার বড়ি ও ৫৪ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ১৮টি মামলা হয়েছে।

ঢাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ৩২৫১ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে গত দুইদিনে ৩২৫১টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল শনিবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ বিষয় নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার ও গত শুক্রবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযানে এসব মামলা করা হয়। এছাড়াও অভিযানে ১০২টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৪৩টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

ফরিদপুরে বিস্ফোরক মামলায় আসামি ৩ হাজার

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ ১৭০ নেতাকর্মীর নামে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আরও আড়াই থেকে তিন হাজার জনকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে আলফাডাঙ্গা থানা ওসি হারুন-অর রশীদ এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বুধবার রাতে পৌরসভার বুড়াইচ পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ইদ্রিস সর্দারের ছেলে লাভলু সর্দার বাদী হয়ে আলফাডাঙ্গা থানায় মামলাটি দায়ের করেন। লাভলু সর্দার পেশায় একজন ভ্যানচালক। এ মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে এজাহারভুক্ত ২০ নম্বর আসামি মো. ইকবাল জিহাদকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। ইকবাল জিহাদ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহ সভাপতি ও ইছাপাশা গ্রামের তফসির উদ্দীন শেখের ছেলে। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১৩ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশে ফিরছেন এমন খবরে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত আসামিরা আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আলফাডাঙ্গা সদর বাজারের চৌরাস্তায় যানবাহন ভাঙচুর করে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং ককটেল, হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া আসামিরা বিএনপির নেতাকর্মীদের খুন জখমের হুমকি দেয় বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এদিকে গ্রেপ্তার ইকবাল জিহাদের পরিবারের দাবি তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে জাতীয়তাবাদী যুবদলের আলফাডাঙ্গা পৌর শাখার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সহ সভাপতি হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করছেন। এ মামলার এজাহারে উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন, আলফাডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সাইফার, বোয়ালমারী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এম মোশাররফ হোসেন মুসা মিয়া, বোয়ালমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান মীরদাহ পিকুল, আলফাডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম সুজা,আলফাডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ইকবাল হাসান চুন্নু, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সিদ্দিকুর রহমান, বহিষ্কৃত পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ আলী বাশার, গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইনামুল হাসান, উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক হাসমত হোসেন তালুকদার তপন, আলফাডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের আলফাডাঙ্গা উপজেলা প্রতিনিধি মো. এনায়েত হোসেন, দৈনিক ঢাকা টাইমসের উপজেলা প্রতিনিধি রিয়াজ মুস্তাফিজ, দৈনিক কালবেলার উপজেলা প্রতিনিধি ও আওয়ামী নেতা মো. তারিকুল ইসলাম, টগরবন্দ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী কামরুল, আওয়ামী লীগ কর্মী মোরাদ হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী কাওছার হোসেন টিটো, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রায়হান আজিজ সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ১৭০ নেতাকর্মী। এ বিষয়ে আলফাডাঙ্গা থানার ওসি হারুন-অর রশীদ জানান, বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে থানায় একটি মামলায় হয়েছে। মামলার এজাহারভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংস্থাটির উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বে একটি টিম তাকে আদালতে হাজির করবেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, মাসুদ বিশ্বাস নিজ নামে এক কোটি ৮৭ লাখ ৭২ হাজার ৬২২ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ অর্জন করে তা ভোগদখলে রেখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে অঢেল সম্পদ ও অর্থপাচারের অভিযোগ পাওয়ার পর গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের কথা জানায় দুদক। অভিযোগ তদন্তে সংস্থাটির উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিএফআইইউয়ের সাবেক এই প্রধানের বিরুদ্ধে দুদকে আসা অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন। স্কাই ক্যাপিটাল এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ কেনায় সন্দেহজনক অনিয়মের অভিযোগটি ঘুষের বিনিময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে না পাঠিয়ে সেটির শেষ টানা, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান তমাল পারভেজের ব্যাংক থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা লুটপাটসহ আর্থিক অনিয়মের প্রতিবেদনকে গোয়েন্দা প্রতিবেদন হিসেবে না পাঠিয়ে ‘সাধারণ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন’ হিসেবে পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

আইজিপির কাছে অভিযোগের পর

ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হলে এই সুযোগে আগে থেকে ওতপেতে থাকা মনির (৩৫) মুখ চেপে ধরে যৌন হয়রানি করে। এ সময় বাধা দিলে তাকে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাড়া দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। তখন তিনি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করলে রূপগঞ্জ থানা থেকে দুই জন পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় মামলা করতে গেলে গত ১৫ দিন ধরে নিবো-নিচ্ছি বলে গড়িমসি করে আসছিলেন রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী। অন্যদিকে, মাদক ব্যবসায়ী মনির তাকে হুমকি দিয়ে বলে, এসব মামলা করে আমার কিছুই করতে পারবে না। ওসির মুখ আমি মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছি। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তাহলে থানায় করা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেও। এমতাবস্থায় তিনি নিজের এবং সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে এবং রূপগঞ্জ থানার ওসির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন আইজিপিকে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রূপগঞ্জ থানার এসআই আবুল কালাম আজাদ জানান, আসামি মনিরকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উন্নয়নের নামে বড় বড় প্রকল্পে

ফেরি চলাচল চালু করারও পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। ঢালচর লঞ্চঘাট উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টা ঢালচরের স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভা করে। পরে তিনি মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ, হাজির হাট লঞ্চঘাট পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিআইডব্লিটিএস'র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, মনপুরা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা পাঠান মো. সাইদুজ্জামান, সাবেক সচিব মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

পিরোজপুরে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে

কাউখালীর বাসায় নিয়ে আসেন। বাসায় আসার পরে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয়। নিহতের পারিবারিক সূত্র জানায়, নাজিরপুর থেকে গণ পরিবহনে পিরোজপুর যাওয়ার পথে তাকে চেতনানাশক কিছু খাওয়ানো হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নাজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অরুপ রতন সিংহ বলেন, বৃহস্পতিবার তিনি অফিস শেষে বাড়ি ফেরার পথে হয়তো কোনো ধরনের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয়।

বায়ুদূষণের প্রভাবে দেশে প্রতিবছর

বিশ্লেষক ড. জেমি কেলি বলেন, বাংলাদেশের বায়ু দূষণের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার অপরিণত শিশু, কম ওজনের শিশুর জন্ম এবং শিশু মৃত্যু ঘটছে। এই পরিস্থিতি এমন হস্তক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা সবচেয়ে অরক্ষিতদের সুরক্ষা দিতে সক্ষম। ক্যাপস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, বর্তমানে ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা শুধু মানুষের শরীরেই প্রভাব ফেলছে না, বরং বিপর্যস্ত করে তুলছে মানসিক স্বাস্থ্যকেও।

আত্মগোপনে থাকা ৩৫ মামলার

অভিযোগে একটি মামলা রয়েছে। ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, গোপন সংবাদে পুলিশ জানতে পারে গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন মন্ডল রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানাধীন রূপায়ণ সিটির একটি আবাসিক ভবনে আত্মগোপন করে আছে। গত শুক্রবার বিকালে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গাজীপুর মহানগর পুলিশের একাধিক সূত্র জানায়, মামুন মন্ডলের নামে গাজীপুরে যেসব মামলা রয়েছে, সেসব মামলায়ও তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে। এ জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাড়ছে

আইন না জানা এবং না মানার প্রবণতা তীব্র। তারা বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালিয়ে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং অন্যদেরকে আক্রান্ত করছে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার একটি বড় অংশ ঘটছে বাস এবং পণ্যবাহী ভারী যানবাহনের ধাক্কায় বা চাপায়। ওসব দ্রুত গতির যানবাহন চালকদের অধিকাংশই অসুস্থ ও অদক্ষ। তাদের বেপরোয়াভাবে যানবাহন চালানোর কারণে দক্ষ মোটরসাইকেল চালকরাও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

হোস্টেল থেকে ইডেন কলেজের

গলায় ফাঁস দিয়েছেন বলে ‘প্রাথমিক ধারণা’ করা হচ্ছে। তবে এর কারণসহ বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

নবজাতককে নদীতে ফেলে দেওয়ার

করেছেন। নবজাতকের মা ঐশী আক্তারের বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার মগড় ইউনিয়নের আমিরাবাদ গ্রামে। তিনি একই উপজেলার হয়বৎপুর তৌকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। ঐশী আক্তারের স্বামীর নাম সোহেল আহমেদ। তিনি পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। নবজাতকের বাবা সোহেল আহমেদ জানান, গত ১০ জানুয়ারি ভোরে শেবাচিম হাসপাতালে আমার স্ত্রী একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম দেন। এর দুই দিন পর স্ত্রী-সন্তানকে নগরীর বাংলাবাজার এলাকায় স্ত্রীর বড় বোনের বাসায় রেখে যাই। সেখান থেকে বুধবার দুপুরে সন্তানকে নিয়ে বের হন আমার স্ত্রী। পরে তিনি অটোরিকশায় করে দপদপিয়া সেতুতে গিয়ে সন্তানকে কীর্তনখোলা নদীতে ফেলে দেন। এ ঘটনার পর থেকে সন্তানের হদিস মিলছে না। এ ঘটনায় আমার স্ত্রী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব। নবজাতকের মামা মো. মাসুদ জানান, তার বোন শারীরিকভাবে অসুস্থ ও বিষণ্নতায় ভুগছেন। এ জন্য তাকে বুধবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে নবজাতকটি কোথায় আছে এ প্রশ্নের জবাবে তার বোন কিছুই বলতে পারছে না। হাসপাতালে দ্বিতীয়বার ভর্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন নাম ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, তার বোনের নাম রাবেয়া আক্তার ঐশী। তাই রাবেয়া লেখা হয়েছে। শেবাচিম হাসপাতালে কর্মরত নার্সরা জানান, গত শুক্রবার এই হাসপাতালেই শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়। সোমবার স্বজনরা শিশুসহ তার মাকে বাসায় নিয়ে যান। বুধবার বিকেলে ওই শিশুর মাকে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু শিশুটি তার সঙ্গে দেখা যায়নি। পরে লোকমুখে জানতে পেরেছি, শিশুটিকে নদীতে ফেলে দিয়েছেন তার মা। খবর পেয়ে পুলিশও হাসপাতালে খোঁজখবর নিয়েছে। নলছিটি থানার ওসি আব্দুস সালাম বলেন, আমাদের কাছে এখনো কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বরিশাল মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। ওই নবজাতকের মা অসুস্থ থাকায় তার কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে কিছুই জানা যাচ্ছে না।

জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী

আছর বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল জামে মসজিদে জেলা বিএনপির দোয়া মাহ-ফিল। ২০ জানুয়ারি সকাল ১০টায় জেলা যুবদলের উদ্যোগে গাবতলীর বাগবাড়িতে কম্বল বিতরণ, বাদ যোহর বগুড়া পাড়া রওশন শাহ মাদ্রাসায় শহর বিএনপির খাদ্য বিতরণ। বিকেল তিনটায় শহরের শহীদ টিটু মিলনায়তনে জেলা বিএনপির আলোচনা সভা। ২১ জানুয়ারি মহিলা দলের উদ্যোগে ফুলবাড়ি শিশু পরিবারে খাদ্য বিতরণ, বাদ আছর মহাস্থান মাজার মসজিদে সদর উপজেলা বিএনপির দোয়া মাহফিল। ২২ জানুয়ারি বাদ আছর বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল জামে মসজিদে স্বেচ্ছাসেবক দলের দোয়া মাহফিল, বাদ যোহর আদালত চত্বরে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের খাদ্য বিতরণ। ২৩ জানুয়ারি বাদ যোহর বায়তুর রহমান জামে মসজিদে কৃষক দলের দোয়া মাহফিল, বাদ যোহর দলীয় কার্যালয়ে শ্রমিক দলের শীতবস্ত্র বিতরণ। ২৪ জানুয়ারি বাদ আছর দলীয় কার্যালয়ে জিয়া পরিষদের কম্বল বিতরণ। এছাড়াও সব উপজেলা ও পৌর বিএনপি ওই কর্মসূচি পালন করবে বলে জেলা বিএনপির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

রিমান্ড শেষে কারাগারে ছাগলকাণ্ডের

আদালত। এছাড়া জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় তার স্ত্রী লায়লা কানিজকে কারাগারে পাঠানো হয় ওইদিনই। গত বছরের কোরবানির ঈদে ঢাকার সাদিক অ্যাগ্রো থেকে ১২ লাখ টাকার একটি ছাগল কিনে আলোচনার জন্ম দেন মতিউর রহমানের ছেলে মুশফিকুর রহমান ইফাত। এছাড়া কেনেন আরো কয়েক লাখ টাকার গরু। এরপর থেকে মতিউর রহমানের ছেলের দামি ব্র্যান্ডের ঘড়ি, গাড়ি, আলিশান জীবনযাপন; মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে রিসোর্ট, শুটিং স্পট, বাংলো বাড়ি, জমিসহ নামে-বেনামে সম্পত্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় মতিউর রহমানকে। এরপর গত ৩১ জুলাই তাকে স্বেচ্ছায় অবসরে পাঠায় সরকার। এদিকে দুদকের অনুসন্ধান শেষে মতিউর রহমান ও তার স্ত্রী-সন্তানদের নামে থাকা বহু জমি এবং ঢাকায় চারটি অ্যাপার্টমেন্ট (ফ্ল্যাট) জব্দের আদেশ দেন আদালত। পাশাপাশি তাদের নামে থাকা ১১৬টি ব্যাংক হিসাবে জমা থাকা ১৩ কোটি ৪৪ টাকাও অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন আদালত। সেইসঙ্গে তাদের নামে থাকা ২৩টি বিও হিসাব (শেয়ার ব্যবসার বেনিফিশিয়ারি ওনার্স অ্যাকাউন্ট) অবরুদ্ধ করারও আদেশ আসে। এছাড়া, মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে হুন্ডির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগও অনুসন্ধান করছে দুদক।

ধারাবাহিক রাজনৈতিক বক্তব্য জনগণ

সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে এবং যারা অপরাধ করেছে তাদের সঠিক বিচার করতে হবে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার জন্য ফ্যাসিস্ট রেজিম তৈরি করে দেশের সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে, এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ধ্বংস করেছে। এ সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডক্টর এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর শামীমা সুলতানা প্রমুখ।

সচিবালয়ের পুরনো আমলারা

দেশের অর্থনীতিকে কার্যত ধ্বংস করে ফেলেছে। ডিসেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী, বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ডলারে নেমে গিয়েছে, দেশের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১%, অনেক ক্ষেত্রে এটি ২৫% এরও বেশি বেড়েছে। অথচ দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত শ্রীলংকার মত দেশে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। দেশের মোট ঋণের পরিমাণ ২০ লাখ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে এবং ব্যাংকিং খাতের তারল্য সংকটের কারণে জনগণ তাদের কষ্টার্জিত আমানত ফেরত পাচ্ছে না। দেশের অর্থনীতি কার্যত ভেঙে পড়েছে। এমন বাস্তবতায় দেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক ও গতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন একটি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, দেশের শাসন ব্যবস্থায় যেই থাকুক না কেন, তাকেই সেই চ্যালেঞ্জ নিতে হবে এবং যোগ্যতা ও সাহসের সাথে তা মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এই চ্যালেঞ্জগুলোকে সঠিক উপায়ে মোকাবিলা না করে এবং একটি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ভিত্তি তৈরির দিকে মনোযোগ না দিয়ে চলতি অর্থ বছরের মাঝপথে হঠাৎ করে ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি করল, যা সহজ কিন্তু জনগণের জন্য কল্যাণকর নয়।

এসময় সরকারি অগ্রাধিকারীয় বিভিন্ন প্রজেক্ট ও পরিচালন ব্যয় কমানোর পাশাপাশি সরকার নতুন নতুন উৎস ও উপায় খুঁজে বের করার প্রতি জোর দেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্ল্যাবে ইনকাম ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি এবং সারচার্জ তথা ওয়েলথ ট্যাক্স বাড়ানোর মাধ্যমে কর আদায়ের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী হওয়া যেতে পারে। এছাড়া নবরত্নারীদের রিটার্ন সাবমিট এবং কর আদায় নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। করযোগ্য আয়কে করের আওতায় নিয়ে আসা সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। এছাড়াও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের সম্পদ, যা জব্দ করা হয়েছে বা এতক্ষণ ফ্রিজ করা হয়েছে, আইনানুগ পন্থায় সেই অর্থ ব্যবহার করা, কালো টাকা উদ্ধারের জোরালো চেষ্টা করা, ব্যাংকের লুণ্ঠিত টাকা এবং নন-পারফরম্যান্স লোনের টাকা উদ্ধারের ব্যবস্থা করা, প্রেক্ষাপটে আইএমএফ থেকে ঋণ পেতে যে সকল কঠিন শর্তগুলো শিথিল করার চেষ্টা করা, পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া কর অব্যাহতি বন্ধ করা, এবং বহু ঋণ খেলাপি অলিগার্কদেরকে অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধের এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে বাধ্য করা, রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং নজিরবিহীন দুর্নীতি প্রতিরোধ করে সরকারের রাজস্ব লক্ষমাত্রা অর্জন করার প্রতি জোর দেন তিনি। তিনি সরকারকে রাজস্ব বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে আরও বলেন, কর ফাঁকি রোধ করে এবং কর প্রশাসনের উন্নতি করেও রাজস্ব আয় বাড়ানো যায়। অর্থনীতির অন্যতম মূল উৎস কৃষির ওপর আরও জোর দিতে হবে। প্রতিদিনকার কৃষিপণ্য উৎপাদন তথা শাকসবজি উৎপাদনে বাড়ির আঙিনা থেকে শুরু করে সকল পতিত জমিই ব্যবহার করতে হবে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ঘাটতি মেটানোর সবচেয়ে সহজ উপায়, আপনি এনবিআরকে বলবেন, ঘাটতি কমাতে কি করা যায়? এনবিআর খুব সহজভাবে কর বাড়ানো ছাড়া তো আর কোন কাজ নেই সেটা বলেছে, কর বলেন। একটা সরকারের জন্য এত সহজ অপশনে না গিয়ে সেখানে যে বিকল্পের কথা আজকে বলছি, অনেকগুলো বিকল্প আছে কিন্তু। সে বিকল্পগুলো তাদের এড্রেস করতে উচিত ছিলো। বাংলাদেশের মানুষ যে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, তারা দুর্বলো থেকে পারছে না, ক্রয় ক্ষমতা ক্রমাগতে কমে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় যদি আবার কর আরোপ করলে তাদের তো তারা আরও দরিদ্র সীমার নিচে চলে যাবে, সে জিনিসটা হচ্ছে। তাই সরকারের উচিত ছিলো বিকল্প খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া।

২০২৪ সালে ৩১০ শিক্ষার্থীর

প্রবণতা দেখা গেছে। ১-১২ বছর বয়সী শিশুর আত্মহত্যার তথ্য উঠে এসেছে, যা প্রায় ৭.৪ শতাংশ। সবচেয়ে কম রয়েছে ২৬-৩০ বছর বয়স-সীমার মানুষ। এ বয়সের ২.৯ শতাংশের কাছাকাছি। ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আত্মহত্যার প্রবণতার সব লিঙ্গের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, তবে নারীদের মধ্যে এটি তুলনামূলকভাবে বেশি। মোট ৩১০ জন আত্মহত্যা করেছেন, এর মধ্যে নারী মোট আত্মহত্যার প্রায় ৬১ শতাংশ। এদিকে পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হারও কম নয়: প্রায় ৩৮.৪ শতাংশ পুরুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। তৃতীয় লিঙ্গের এবং ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে ১ জন করে আত্মহত্যা করেছেন, যা মোট সংখ্যার যথাক্রমে প্রায় ০.৩ শতাংশ এবং প্রায় ০.৩ শতাংশ। এ পরিসংখ্যানটি নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার উচ্চ প্রবণতা এবং এর সম্ভাব্য সামাজিক ও মানসিক কারণগুলোর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নারী শিক্ষার্থীরা সাধারণত আত্মহত্যার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সহযোগিতা নারীদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজন। প্রতিবেদনে দেখা যায়, এসএসসি বা সমমান অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। ২০২৪ সালে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ৪৬.১ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী। এর পরই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। এ হার ১৯.৪ শতাংশ। তাছাড়া, স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। তথ্যমতে ২০২৪ সালে এ পর্যায়ে আত্মহত্যার হার ১৪.৬ শতাংশ। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝেও আত্মহননের বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ স্তরের ৭.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া স্নাতকোত্তর ১.৯ শতাংশ, ডিপ্লোমা ০.৬ শতাংশ, সদ্য পড়াশোনা শেষ করা শিক্ষিত তরুণ ০.৬ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহননের ঘটনা সবচেয়ে বেশি, যা ৮৩.৫ শতাংশ আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ঘটে। অন্যদিকে, বিষপানে আত্মহত্যার হার প্রায় ৮.৭ শতাংশ। ৪.৬ শতাংশ মানুষ অন্যান্য পদ্ধতিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, যেমন: ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পানিতে ডুব দিয়ে, ট্রেনে কাটা পড়ে, ছুরি দিয়ে আঘাত, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ইত্যাদি। আত্মহত্যার ধরন বিবেচনায় নিয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করা সহজতর হতে পারে। দড়ি, বিষ, ছুরি ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি পরিবারের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সায়েদুল ইসলাম সায়েদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক ড. মো. জামাল উদ্দীন, আইনজীবী ও লেখক ব্যারিস্টার নওফল জামির, আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তানসেন রোজ। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সুস্থ দেহে সুন্দর মন অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিক আনন্দ ও সুস্থতার জন্য দেহ ও মন পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু মনের খবর ঠিক রাখা হয়ে উঠে না আমাদের। যার ফলে খুব সহজেই আমরা হতাশা-বিষণ্ণতার মতো জটিল মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। আর এ হতাশা ও বিষণ্ণতার অশুভ চক্র থেকে বের হতে না পেরে বেছে নেই আত্মহত্যার পথ। আত্মহত্যা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন শেষ করার একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ। মানুষের মানসিক যন্ত্রণা, হতাশা এবং অসহায়ত্বের এক মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ এটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করেন, যা প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজনের মৃত্যুর সমতুল্য। বাংলাদেশেও আত্মহত্যা একটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ এবং ঘৃণার চোখে দেখা হলেও প্রতিবছরই আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ অপসংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশি প্রকট। এর প্রেক্ষিতে এ বছরও আঁচল ফাউন্ডেশনের ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ইউনিট’ এর সদস্যরা দেশের জাতীয় ও স্থানীয় ১০৫টিরও বেশি সংবাদপত্রে প্রকাশিত আত্মহত্যার সংবাদের তথ্য খুঁজে পায়। আত্মহত্যা প্রতিরোধে আঁচল ফাউন্ডেশনের বেশকিছু সুপারিশ দিয়েছে। সেগুলো হলো- মানসিক স্বাস্থ্য অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম; বন্ধু সহযোগিতা গ্রুপ; লাইফ স্কিলস ওয়ার্কশপ; গেমিফিকেশন টেকনিক; ফিলিংস অ্যালার্ম সিস্টেম চালু; পারিবারিক কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম; সৃজনশীল থেরাপি ক্লাস; ডিজিটাল মেন্টাল হেলথ ক্যাম্পেইন; ইত্যাদি।

বাজারে উর্ধ্বমুখী চালের দাম

বিক্রির জন্য এক হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা এবং চাল আমদানির জন্য তিন হাজার ৩৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। অথচ গত এক সপ্তাহে রাজধানীতে মোটা চালের দাম কেজি প্রতি তিন-চার টাকা বেড়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি মোটা চাল ৬০-৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ৫৪-৫৫ টাকা। এ প্রসঙ্গে খাদ্য অধিদফতরের সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগের পরিচালক আব্দুস সালাম জানান, মন্ত্রণালয় থেকে যেভাবে নির্দেশনা আসবে সেভাবেই বাস্তবায়ন করা হয়। নির্দেশনা আসেনি, তাই চাল সরবরাহ করা হয়নি।

বগুড়ায় পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি নওগাঁয় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ায় পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া ছিনতাই মামলার আসামি শাহাদত হোসেন কলমকে (৩৪) নওগাঁ থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানার মহাদেবপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বগুড়ার আদমদীঘি থানা পুলিশ। আদমদিঘী থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই আসামি পালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে জয়পুরহাটের তিলকপুর বাজারের এক ফ্লেক্সিলোড ব্যবসায়ীর টাকাসহ ব্যাগ ছিনতাই করে পালাচ্ছিলেন মোটরসাইকেলে করে আসা তিনজন। এ সময় আদমদীঘি উপজেলার আমইল গ্রামে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে শাহাদত হোসেন কলম (৩৪) রাজু পালোয়ান (৩০) ও বাঁধন (২৬) নামের তিনজনকে জনগণ আটক করে। পরে তাদের গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ তিনজনকে হেফাজতে নিয়ে চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। জনগণের হাতে আটক তিনজনই আদমদীঘি উপজেলার ছাতিয়ানগ্রাম চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা। এ ঘটনায় তিনজনের নামে আদমদিঘী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে বগুড়া সদর থানার ওসি এস এম মঈনুদ্দীন জানান, পুলিশি হেফাজতে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের পাহারার দায়িত্বে ছিলেন পুলিশ লাইন্সের একজন এসআই এবং দুজন কনস্টেবল। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে হাতকড়া পরা অবস্থায় শাহাদত হোসেন কলম নামের একজন শৌচাগারে যাওয়ার কথা বলে কৌশলে পালিয়ে যায়।

বরগুনায় হত্যার হুমকি দিয়ে শিশুকে ধর্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার : বরগুনার আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের কুলাইরচর গ্রামের পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে (১১) হত্যার হুমকি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালক মো. নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে (৪০)। নুরুল ইসলাম আমতলী পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের চান্দু গাজীর ছেলে। তিনি কুলাইরচর গ্রামের রফিক হাওলাদারের মেয়েকে চতুর্থ বিয়ে করে সেখানে ঘরজামাই থাকেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, নির্যাতিতা মেয়েটির বাবা-মা আমতলী উপজেলার কুকুয়া ইউনিয়নের রায়বালা গ্রামের বিবিসি নামের একটি ইট ভাটায় শ্রমিকের কাজ করেন। মেয়েটি হলদিয়া ইউনিয়নের উত্তর তক্তাবু-নিয়া গ্রামের নানা বাড়ি থেকে পড়াশুনা করে। এ বছর সে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। মঙ্গলবার সকালে সে বাবা-মা এবং অসুস্থ ছোট ভাইকে দেখার জন্য ইট ভাটায় আসে। সারাদিন তাদের সঙ্গে কাটানোর পর রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে প্রতিবেশী জামাই নুরুল ইসলামের (৪০) ভাড়ার মোটরসাইকেলে তুলে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় সড়কের এক নির্জন স্থানে নামিয়ে চালক নুরুল ইসলাম মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এসময় মেয়েটি তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে এবং বাধা দেয়। একপর্যায়ে নুরুল ইসলাম মেয়েটির মুখে তার গায়ের ওড়না ঢুকিয়ে দেয় এবং হত্যার হুমকি দিয়ে ধর্ষণ করে বাড়ির দরজার সামনে ফেলে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা কাউকে জানালে তাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকে তুলে নিয়ে খুন করা হবে বলে শাসায়। ভয়ে ওই রাতে মেয়েটি এ ঘটনা কাউকে জানায়নি। পরের দিন বুধবার মেয়েটি তার শরীরের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঘরে তার দাদিকে ঘটনা খুলে বলে। মেয়ের বাবা ধর্ষণের খবর পেয়ে বুধবার বিকেলে বাড়ি এসে মেয়েকে নিয়ে আমতলী হাসপাতালে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। আমতলী হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান বলেন, শিশুটির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনা জানাজানির পর ধর্ষক নুরুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। ভুক্তভোগী মেয়েটি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে, মোরে খারাপ কথা কওয়ার পর মুই চিৎকার দেওয়া ধরছি হেইআর পর মোর গার ওড়না খুইল্যা মুহে (মুখে) ঢুকাইয়া দেয়। আবার মোরে খুন কইর‍্যা হালাইবে এই রহম ভয় দেহাইয়া মোর সঙ্গে খারাপ কাম করে। মুই এইয়ার বিচার চাই। মেয়েটির মা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, মোগো বাড়ির পাশের জামাই নুরুল ইসলাম। অরে বিশ্বাস কইর‍্যা ভাড়া টাহা দিয়া মাইয়াডারে বাড়ি পাডাইছি। হেইয়ার মধ্যে মোর মাইয়ার এরহম সর্বনাম হরছে। মুই অর ফাঁসি চাই। মেয়েটির বাবা বলেন, মোরা স্বামী-স্ত্রী দিনমজুর ইটভাটায় কাম হইর‍্যা খাই। মাইয়াডা অর নানা বাড়ি থাইক্যা ফাইবে লেহাপড়া করে। অনেক দিন পর মাইয়াডায় আইছে মোগে দ্যাখতে। রাইতে মোগো পরিচিত বাড়ির পাশের জামাই নুরুই ইসলামের মোটরসাইকেলে বাড়ি পাডাই হেইয়ার মধ্যে মোগো এরহম সর্বনাশ করা অর ঠিক অয় নাই। মুই হেইআর কঠিন বিচার চাই। কুলাইরচর গ্রামের বাসিন্দা মো. চুন্নু মাতুব্বর বলেন, ধর্ষক নুরুল ইসলাম একজন খারাপ প্রকৃতির লোক। প্রতারণা করে বিয়ে করা এবং খারাপ কাজ করাই তার নেশা। আমাদের প্রতিবেশী রফিক হাওলাদারের মেয়ে পারভীনকে চতুর্থ বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি ঘর জামাই থাকে। এর আগেও সে বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণা করে তিনটি বিয়ে করেছে। আমরা এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আমতলী থানার ওসি মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, ধর্ষণের খবর পেয়ে মেয়েটিকে হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএনপির কমিটিতে আ. লীগ কর্মীদের নাম, অসন্তোষ

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের মোংলার সুন্দরবন ইউনিয়ন বিএনপির ওয়ার্ড কমিটিতে আওয়ামী লীগের কর্মীদের নাম থাকায় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে স্থানীয় বিএনপির মাঝে। এতে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতা-কর্মীরা এ কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে মোংলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় এ সংবাদ সম্মেলনে সুন্দরবন ইউনিয়নের ২ নম্বর ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডসহ অন্যান্য ওয়ার্ডের নেতা-কর্মীদের একাংশ পূর্ব ঘোষিত শনিবারের ভোট বর্জন করার ঘোষণা দেন। এসময় অভিযোগ করে সুন্দরবন ইউনিয়ন বিএনপির একাংশের নেতৃবৃন্দ বলেন, অগঠনতান্ত্রিকভাবে ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকায় ভোটাধিকার প্রয়োগে স্থান পেয়েছেন ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের দোসররা। ৫ আগস্টের পরে কৌশলে বিএনপি সেজে দলে ঢুকে পড়েছেন আওয়ামী লীগ কর্মীরা। পূর্বে স্থানীয় পর্যায়ে কথা ছিল ৫১ সদস্য করে ভোটার তালিকা করা হবে, সেখানে প্রতি ওয়ার্ডে অনিয়ম করে ২০০ থেকে ২৫০ জনকে ভোটার তালিকায় রাখা হয়েছে এবং বিএনপির দলীয় কোন্দলে ত্যাগী নেতা-কর্মীদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারা আরও বলেন, আওয়ামী লীগের দোসর ও চাঁদাবাজ দিয়ে সুন্দরবন ইউনিয়নের ওয়ার্ড কমিটির সদস্য গঠন করা হয়েছে। আমরা বিএনপির নির্যাতিত নেতা-কর্মী এর তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ জানাই এবং ত্যাগী নেতা-কর্মীদের যেন মূল্যায়ন করে পুনরায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয় এজন্য সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি পদপ্রার্থী মো. ফজলু খাঁন, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আনোয়ার হোসেন, ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আ. ওয়াদুদ শেখ, সভাপতি পদপ্রার্থী ওয়াজেদ আলী শেখ ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী নজরুল ইসলাম শেখ।

বিস্ফোরক মামলা বার বার পেছানো ষড়যন্ত্রের অংশ: মাহিন

স্টাফ রিপোর্টার : বিডিআর বিদ্রোহের সময় হওয়া বিস্ফোরক মামলার শুনানি বার বার পেছানো বড় ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিযোগ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মাহিন সরকার। গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত এক বিডিআর সদস্যের সঙ্গে দেখা করার পর প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ দাবি করেন। মাহিন সরকার বলেন, বিডিআর বিদ্রোহের সময় হওয়া বিস্ফোরক মামলার কোনও ভিত্তি নেই। এরপরও বার বার এই মামলার শুনানি পেছানো হচ্ছে। আমার চাই, বিচার বিভাগ ও কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে। আগের বিচার যদি মাথায় রেখেই চলে তাহলে কীভাবে দেশ স্বাধীন হলো? বার বার শুনানি পেছানো হচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই একটি বড় ষড়যন্ত্রের অংশ। ব্রিফিংয়ের পর দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি লেখেন, কাল (আজ রোববার) ন্যায় বিচার না পেলে সবাই মাঠে নামবে। ওই পোস্টে মাহিন সরকার লেখেন, ভিত্তিহীন বিস্ফোরক আইনে এখনও জেলবন্দ বিডিআর সদস্যকে দেখলাম আজ। গিয়ে দেখলাম জেল কর্তৃপক্ষের লাগানো হাতকড়া এখনও তার হাতে। দুইবার স্ট্রোক করে প্যারালাইজড, নড়াচড়ার ক্ষমতাটুকুও নেই। বিডিআর সদস্য এবং জেলবন্দি বিডিআর সদস্যদের পরিবারের পক্ষ থেকে তার বড় মেয়ের সামনে দাঁড়াতেই চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু ঝরছিল। শুধু বললেন, আমরা খুব অসহায়। বেশিকিছু বলতে পারেননি। শহীদ পরিবারের সদস্যরাও ন্যায় বিচার চায় জানিয়ে তিনি আরও লেখেন, কাল শুনানি আছে। কেরানীগঞ্জেই কোর্ট বসবে হয়তো। সেখানে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দাঁড়াবেন ক্ষতিগ্রস্ত বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবার। শহীদ পরিবারের সদস্যরাও চান, যেন তারা ন্যায়বিচার পান। তাদের সঙ্গে থাকবে পুরো বাংলাদেশ। কাল ন্যায়বিচার না পেলে ময়দানে সবাই নামবে। সব রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষকে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিচার বিভাগের শুনানি এবং সরকারের কমিশনকে মনিটরিং করার অনুরোধ করছি। পিলখানায় বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুটি মামলা হয়। এর একটি হত্যা মামলা নিম্ন আদালতে রায়ের পর এখন আপিল বিভাগে ডেথ রেফারেন্সের শুনানি চলছে। অন্যটি বিস্ফোরক দ্রব্য মামলার বিচার এখনও শেষ হয়নি। আজ রোববার এই মামলার শুনানির দিন ধার্য রয়েছে।

বাসচাপায় স্ত্রীর মৃত্যু, হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হলো আহত শিশুসহ সেনাসদস্যকে

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় এক সেনাসদস্যের স্ত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সেনাসদস্য ও তার শিশুসন্তানসহ চার জন আহত হন। সেনাসদস্য ও তার সন্তানকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহী হোসনে আরা বেগম (৩২) লেবুখালী সেনানিবাসের ল্যান্স করপোরাল মো. বুলবুলের স্ত্রী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাকেরগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, গত শুক্রবার রাত ১১টা দিকে সেনাসদস্য বুলবুল স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে লেবুখালী ক্যান্টনমেন্ট বাজার থেকে বাসায় যাচ্ছিলেন। দুধল মৌ বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন সাইনবোর্ড নামক স্থান অতিক্রমকালে পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী সাকুরা পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান সেনাসদস্যর স্ত্রী হোসনে আরা। স্থানীয়রা আহত সেনাসদস্য বুলবুল ও তার ছেলে আদিয়ানকে (২ বছর ৬ মাস) উদ্ধার করে লেবুখালী সেনানিবাসের সিএমএইচ নিয়ে যায়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে ঢাকা সিএমএইচ প্রেরণ করা হয়। ওসি শফিকুল বলেন, সাকুরা পরিবহনের বাসটি জব্দ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর পলাতক বাসচালক, হেলপার ও সুপারভাইজারকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কুমিল্লায় ডেঙ্গু আক্রান্ত শিবির নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হাফেজ ইখতিয়ার উদ্দিন (২০) নামে এক শিবির নেতার মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নের লুদিয়ারা গ্রামে। গতকাল শনিবার সকাল পৌনে ৯টায় কুমিল্লার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ছাত্রশিবিরের কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা সভাপতি মহিউদ্দিন রনি। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. মাহাবুবুল ইসলাম মজুমদার বলেন, ইখতিয়ার ডেঙ্গু আক্রান্ত ছিলেন। গতকাল শনিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। ইখতিয়ার উদ্দিন চৌদ্দগ্রাম নজমিয়া কামিল মাদ্রাসার ফাজিল (ডিগ্রি) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী এবং দৈয়রা নুরানি হাফেজি ইবতেদায়ি মাদ্রাসা থেকে কোরআনের হাফেজ হন। তিনি চৌদ্দগ্রাম নজমিয়া কামিল মাদ্রাসার ছাত্রশিবিরের অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ইখতিয়ারের বড় ভাই বোরহান মজুমদার বলেন, আমার ভাই তিন-চার দিন ধরে ডেঙ্গু জ্বরে ভুগছিল। আজ (গতকাল শনিবার) সকালে তিনি আমাদের ছেড়ে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন।

নির্বাচন ছাড়া দেশে স্থিতিশীলতা আসবে না: এ্যানি

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার কিছু সময়ের জন্য। এ সরকার পার্মানেন্ট নয়। জনগণের সরকার হলে ৫ বছরের জন্য একটা দায়িত্ব পেয়ে যাবে। এতে দেশ স্থিতিশীল থাকবে। স্থিতিশীলতা ব্যবসার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি নির্বাচন দিয়ে দেশটাকে স্থিতিশীলতায় নিয়ে আসুন। নির্বাচন ছাড়া দেশে স্থিতিশীলতা আসবে না। গত শুক্রবার বিকালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লী কালিদাস উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন কৃষক দল আয়োজিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করতে হলে তার পূর্বশর্ত হলো নির্বাচন। হাসিনার আমলে গণতন্ত্রের আগে উন্নয়নের ব্যবসা করেছে, লুটপাট করেছে। কিন্তু বিএনপির ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন। বিএনপি জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করার দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিচ্ছে। এ্যানি বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান বিএনপিসহ জাতিকে একত্রিত করেছেন। নিজে কিংবা দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য একত্রিত করেন নাই। মানুষ তারেক রহমানকে নিয়ে গর্বিত এবং নির্ভরশীল। এজন্য একটা নেতা দেখান, আগামীতে বাংলাদেশ কার নেতৃত্বে চলবে। জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়ার পর সারা বাংলাদেশে তারেক রহমানের মতো কোনও নেতা আছে? তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, আমরা এককভাবে সরকার গঠন করবো না। এক ব্যক্তির শাসনে ফ্যাসিবাদ, কর্তৃত্ববাদ সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। যার কারণে তারেক রহমান দেশে নতুন করে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলেছেন। এতে সাধারণ সদস্য নিচের কক্ষে এবং ওপরের কক্ষে থাকবে শ্রেণিভিত্তিক। যার মাধ্যমে পাওয়ার ব্যালেন্স থাকবে। এ পাওয়ার ব্যালেন্সের নতুন উদ্ভাবনা দেশে তারেক রহমান নিয়ে এসেছেন। এ্যানি তার বক্তব্যে বলেন, জিয়াউর রহমান কৃষকদের জন্য খাল খনন করেছেন, পানি দিয়ে ফসল উৎপাদন হতো। অর্ধেক বিদেশে রফতানি করে এবং বাকি অর্ধেক দেশের চাহিদা মেটাতো। একটা খাল খননের সঙ্গে অনেকগুলো রাজনীতি জড়িত। খাল খননের সঙ্গে রাজনীতি, জীবন-জীবিকা জড়িত। আত্মনির্ভরশীলতা জড়িত। এগুলো জিয়াউর রহমানের কারিশমা তিনি হঠাৎ করেই নেতা হননি। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য আছেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন না, হাসিনা তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার জন্য সে প্রক্রিয়াতে গেছেন। কিন্তু হাসিনা উড়াল দিয়ে চলে গেছে। আর খালেদা জিয়া ওনার জায়গায় আছেন। মানুষের কাছে খালেদা জিয়ার সম্মানিত হয়েছেন। বিএনপির এই নেতা বলেন, হাসিনা নাকি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার বাবা অনেক পুরনো রাজনীতিবিদ। হাসিনা গত ১৭ বছর প্রকৃত রাজনীতি করেননি। স্বাধীনতার পরও তার বাবা প্রকৃত রাজনীতি করেননি। আমরা রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার দেখেছি। গত ১৭ বছর মানুষ রক্ষীবাহিনীর চেয়েও থেকে নির্যাতন-অবিচার দেখেছে। সমাবেশে ইউনিয়ন কৃষক দলের আহ্বায়ক মো. খালেদ হোসেন সেলিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, বিএনপি নেতা নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. রবিউল হাসান পলাশ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুব আলম মামুন, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সোহেল, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি এম এ হাশেমসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

পঞ্চগড়ে আবারও জেঁকে বসেছে শীত, কুয়াশায় হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : মাঘের শুরুতে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে আবারও জেঁকে বসেছে শীত। তাপমাত্রার পারদ ১১ থেকে ১২ ডিগ্রির ঘরে ওঠানামা করলেও পাহাড়ি হিম বাতাস ও ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে জেলার চারপাশ। দিনের আলোতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে সাবধানে চলাচল করছে যানবাহন। এদিকে, বেলা বাড়লেও নেই সূর্যের দেখা। এতে কনকনে ঠান্ডার তীব্রতা বাড়ায় ব্যস্ততম রাস্তাঘাটে মানুষের উপস্থিতি অনেকটা কম লক্ষ করা গেছে। বরাবরের মতো দুর্ভোগ বেড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষের। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকার পাশাপাশি আকাশে মেঘ থাকায় জেলায় কুয়াশার তীব্রতা বেড়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। রাশেদুল ইসলাম নামে এক পথচারী বলেন, সকালে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করি। গেলো কয়েকদিন তেমন ঠান্ডা অনুভূত না হলেও গতকাল শনিবার অনেকটা বেশি অনুভূত হচ্ছিল। বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়তে দেখা গেছে। প্রথম শ্রেণির তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ বলেন তেঁতুলিয়ার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের পর্যবেক্ষক রোকনুজ্জামান রোকন বলেন, গতকাল শনিবার সকাল ৬টায় ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড হলেও সকাল ৯টায় তা কমে ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। তবে ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে আকাশে মেঘ থাকায় কুয়াশা বেড়েছে জেলাজুড়ে।

ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ, থানায় হট্টগোল করায় ৪ কর্মী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জেরে গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানায় অনধিকার প্রবেশ করে হট্টগোলের ঘটনায় সংগঠনের চার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) ৮৫ ধারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ফ?রিদুল ইসলাম। গ্রেপ্তাররা হলেন- এনামুল হক মণ্ডল, সাইদ ব্যাপারী, অন্তর আহমদ জাকির ও ইব্রাহিম খলিল। পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি টঙ্গীর ছাত্রদল নেতা আল আমিন ইসলাম স্বাধীনের বিরুদ্ধে একটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর জেরে বৃহস্পতিবার রাতে তার সমর্থক কিছু নেতাকর্মী থানায় আসেন। তারা স্বাধীনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন। ওই নেতাকর্মীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হন পুলিশ কর্মকর্তারা। উল্টো তারা থানার ভেতর ঢুকে হট্টগোল শুরু করেন। একপর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টাকালে চার জনকে আটক করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে টঙ্গী পূর্ব থানার এসআই শফিউল আলম বাদী হয়ে জিএমপির ৮৫ ধারায় মামলা করেন। এতে গ্রেপ্তার দেখানো হয় চার জনকে।

জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে যে কেউ অভিমত জানাতে পারবেন

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় সংলাপের পরবর্তী কর্মপন্থা হিসেবে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলসহ সব অংশীজনের কাছ থেকে অভিমত নেওয়া হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রেস উইং জানিয়েছে, আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত চিঠি মারফত পাঠাতে পারেন- ‘মাহফুজ আলম, উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়’ এই ঠিকানায়।

সম্পাদকীয়

অর্থপাচার

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি জরুরি

বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৭৪ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা পাচার হয় বলে ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইনটেগ্রিটি বা জিএফআইয়ের তথ্য। আর শুধু বাণিজ্যের আড়ালে নয়, অন্য অনেক উপায়েও অর্থপাচার হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, নিকট অতীতে দেশ থেকে অন্তত ১৭ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। দেশ থেকে অর্থপাচার রোধে বেশ কিছু সংস্থা কার্যক্রম চালায়, কিন্তু তাদের ভূমিকা বা দায়িত্ব পালন নিয়েও রয়েছে অনেক প্রশ্ন। অর্থপাচারের অভিযোগ আগেও পাওয়া গেছে। পেগাসাস, পানাম পেপারসসহ আন্তর্জাতিক অনেক প্রতিবেদনেও অনেক বাংলাদেশির নাম এসেছে। অর্থপাচার রোধে নিয়োজিত সংস্থাগুলোও অনেকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে ধরেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সেসব অভিযোগ রহস্যজনক কারণে চাপা পড়ে গেছে। ফলে অর্থপাচারের অভিযোগে কারো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। আর শাস্তি হয়নি বলেই পাচারকারীরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গত ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। আর তখনই পাচারের অভিযোগগুলো জোরেশোরে আলোচনায় আসতে শুরু করেছে। জানা যায়, কয়েক বছরের মধ্যে দুবাইয়ের সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় বাংলাদেশি ১৩৪ জন ব্যক্তি মোট ৮৪৭টি ফ্ল্যাট, ভিলাবাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, যার দাম ন্যূনতম সাড়ে তিন কোটি থেকে শতকোটি টাকা পর্যন্ত।

গত ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। আর তখনই পাচারের অভিযোগগুলো জোরেশোরে আলোচনায় আসতে শুরু করেছে। জানা যায়, কয়েক বছরের মধ্যে দুবাইয়ের সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় বাংলাদেশি ১৩৪ জন ব্যক্তি মোট ৮৪৭টি ফ্ল্যাট, ভিলাবাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, যার দাম ন্যূনতম সাড়ে তিন কোটি থেকে শতকোটি টাকা পর্যন্ত। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয় ১০টি দেশে

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয় ১০টি দেশে। এগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কেইমান আইল্যান্ড ও ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কিংবা অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে হলে অর্থপাচার রোধে কঠোর হতেই হবে। যত অভিযোগ আসছে, দ্রুততম সময়ে সেগুলোর তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। কিছু পাচারকারীরও যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়, তাহলে পাচারের গতি রোধ হবে বলে আমরা মনে করি।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন প্রয়োজন

সাম্প্রতিক সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা, ভয় ও শঙ্কা কাজ করছে অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে প্রায় সবাই তটস্থ। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। নিরাপদে বসবাস করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, মানুষের নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের মুখে পড়ে। কাজেই সংকটকালীন অবস্থা থেকে উত্তরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে মানুষের স্বার্থেই রাষ্ট্রের সব আয়োজন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যে। শিল্পাঞ্চলে প্রায়ই শ্রমিক বিক্ষোভ, অবরোধ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন রপ্তানিমুখী শিল্প উদ্যোক্তারা। তাঁরা সময়মতো তাঁদের পণ্য রপ্তানি করতে পারছেন না। বেশ কিছু ক্ষেত্রে কার্যাদেশ বাতিলের ঘটনাও ঘটেছে। উদ্বেগের খবর হলো, সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রহরাধীন অবস্থায় একজন ব্যবসায়ীকে মারধর করার ঘটনা। ব্যবসায়ীরা শিল্পাঞ্চল ও পরিবহনে পূর্ণ নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের আরেকটি উদ্বেগের কারণ, ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে হত্যা মামলার আসামি করার ঘটনা। চলমান পরিস্থিতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখতে পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদেশি বিনিয়োগসহ অর্থনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু তাই নয়, নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতেও বাধা সৃষ্টি হবে। যতই দিন যাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্যা বাড়ছে। এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে বারবার আশ্বাস পাওয়া গেলেও বাস্তবে সহায়তা মিলেছে সামান্যই। শ্রম অসন্তোষের কয়েকটি ঘটনায় মালিকরা সরে আসছেন, তখন একটা স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি খাতকেও যুক্ত হতে হবে।

যারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, তারা শ্রমিকদের টার্গেট করছেন। আইনশৃঙ্খলাকে জিরো টলারেন্সে আনতে হবে, অর্থনীতির জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। গত কয়েকদিন আগে মাহমুদ ডেনিমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালককে বেদম মারধর করা হয়েছে। এই অবস্থা হয়েছে কারণ শ্রমিকরা জানে তাদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো ব্যবস্থা নেবে না। দেশের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব আইনশৃঙ্খলা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করার বিকল্প নেই।

আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করুন

পাঠ্যবই ছাপানোর ক্ষেত্রে গত এক যুগে দুর্নীতি ও নিম্নমানের কাজের যে তথ্য উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর মধ্যে ২০২৩ সালেই ২৬৯ কোটি টাকার অনিয়মের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং গত ১২ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা লোপাটের পরিসংখ্যান জনমনে প্রশ্ন তুলেছে সরকারের দায়িত্বশীলতা ও প্রশাসনিক তদারকির বিষয়ে। বইয়ের মান ও আকার কমিয়ে এবং নিউজপ্রিন্টে ছাপিয়ে লোপাট করা হয় ২৪৫ কোটি টাকা, আর অযাচিত বিল, অতিরিক্ত সম্মানী, আয়কর কর্তন না করা, অগ্রিম সমন্বয় না করাসহ নানা কারণ দেখিয়ে আরও প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এবার সময়মতো পাঠ্যবই ছাপানো ও মানে আপস না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ৪০ কোটি ১৪ লাখ ৯৫ হাজার ৮৪১টি পাঠ্যবই ছাপানোর কাজ চলমান। গতবারের চেয়ে এবার কাগজের পুরুত্ব ও উজ্জ্বলতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর কাগজের পুরুত্ব ছিল ৭০, আর উজ্জ্বলতা ছিল ৮০। এ বছর কাগজের পুরুত্ব ৮০ এবং উজ্জ্বলতা ৮৫ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বার্স্টিং ফ্যাক্টর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ১৬। এক সংবাদপত্রের খবরে জানা যায়, এনসিটিবি বলে দিয়েছে, জানুয়ারির এক তারিখেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই চলে যাবে। যদি কোনো ছাপাখানা মালিক এর ব্যত্যয় করেন কিংবা মান ঠিক না থাকে, তাহলে ডিপিএমের (ডিরেক্ট পারচেজ ম্যানেজমেন্ট) মাধ্যমে আর্মি প্রিন্টিং প্রেস বই ছাপিয়ে বই সরবরাহ করবে। এদিকে অভিযোগ উঠেছে, টেন্ডারের সব শর্ত মেনে পাঠ্যবই ছাপার ঠিকাদারি নিলেও এবারও কাগজের টেকসই ক্ষমতা (বার্স্টিং ফ্যাক্টর) কমানোর অপচেষ্টা করছেন একশ্রেণির মুদ্রাকর। বেশি মুনাফার লোভে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে চাপ দিয়ে বার্স্টিং ফ্যাক্টর ১৬ থেকে নামিয়ে ১০ করতে চান তারা। জানা গেছে, বইয়ে ব্যবহৃত কাগজের বার্স্টিং ফ্যাক্টর কমাতে পারলে শত কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা হবে। এই কারণে কমানোর এই তদবিরে কিছু ছাপাখানার মালিকরা রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। রাজধানীর প্রেসপট্টি হিসেবে খ্যাত মাতুয়াইলে দেখা গেছে, অধিকাংশ প্রেসে বই মুদ্রণের কাজ চলছে। ছাপাখানায় দরপত্রে উল্লিখিত কাগজের উজ্জ্বলতার শর্ত অনুযায়ী পাঠ্যবই ছাপাচ্ছে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান। তবে কয়েকটি ছাপাখানায় নিম্নমানের (নিউজপ্রিন্ট) কাগজে বই ছাপানো হচ্ছে। বই প্রিন্টের পর এর উজ্জ্বলতা আরো কমে যাচ্ছে। এই ঘটনাগুলো দেশের শিক্ষা খাতে দুর্নীতির গভীর সংকটকে চিহ্নিত করে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এ ধরনের অব্যবস্থাপনা ও লুটপাট অগ্রহণযোগ্য। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এসব সমস্যার সমাধানে কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অনিরাপদ সড়ক, সমাধান কোথায়?

শামীউল আলীম শাওন

ফুটপাত দিয়ে হাঁটার মতো স্থান অবশিষ্ট নাই। হাঁটতে হবে সড়ক দিয়ে। সেখানেও হাঁটা সহজ নয়। কেননা ফুটপাত তো বটেই সড়কের অর্ধেকও দখল করেছেন ব্যবসায়ীরা। বাকি অর্ধেকের বড় একটা অংশ দখল করে চলে অবৈধ পার্কিং। যেখানে চলে গাড়ি রাখা আর অবশিষ্ট সড়কে যত্রতত্র যানবাহন থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা করার প্রতিযোগিতার মধ্যে 'কষ্ট' করে চলাচল করে যানবাহন। হেঁটে যাবেন কী করে? এমন দৃশ্য এখন বরেন্দ্র অঞ্চলের পদ্মাপাড়ের প্রাচীন নগরী রাজশাহীর। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী ৯৭ বর্গকিলোমিটারের এ নগরীতে জনসংখ্যা ৫ লাখ ৫৩ হাজারের মতো। শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ আধুনিক নাগরিক সুবিধার কারণে আশপাশের জেলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ আসেন পদ্মাপাড়ের এ জনপদে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী রাজশাহীতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬ হাজার মানুষের বসবাস। প্রতি বছর সাড়ে নয় হাজার মানুষ এখানে নতুন করে বসতি গড়েন। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) তথ্যমতে নগরীর আয়তন বাড়িয়ে ১৩২ বর্গকিলোমিটারে উন্নীত করতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে সিটি করপোরেশন। রাসিকের সূত্র দিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য বলছে রাজশাহীতে ব্যাটারিচালিত দুই শ্রেণীর অটোরিকশা চলে। এর মধ্যে ৮ জন যাত্রীবাহন ক্ষমতার অটোরিকশা রয়েছে প্রায় ৩০ হাজার এবং দুজন যাত্রীবাহী ছোট অটোরিকশা রয়েছে আরও প্রায় ৫০ হাজার। সবমিলিয়ে অন্তত ৭০-৮০ হাজার শুধু অটোরিকশা চলাচল করছে মাত্র ৯৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের নগরীতে। এছাড়া রয়েছে অন্য যানবাহন। ২০২১ সালের নিবন্ধনের তথ্যমতে ৮ হাজার ৯০০টি অটোরিকশা রাসিক নিবন্ধিত।

রাসিক সূত্রে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য বলছে রাজশাহী মহানগরে প্রায় ২৭১ কিলোমিটার ফুটপাত পাকা করে টাইলস বসানো হয়েছে। এ খাতে খরচ হয়েছে ৭২ কোটি টাকার বেশি। একটি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য বলছে রাজশাহীর তালাইমারী মোড় থেকে কাঁটাখালী বাজার পর্যন্ত সড়কটি নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার। ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের এই ৪ দশমিক ১০ কিলোমিটার অংশ ছয় লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। তবে জমি অধিগ্রহণ করতে না পারায় পরিকল্পনামতো সড়ক প্রশস্ত হচ্ছে না। সরকারের অর্থায়নে রাসিকের সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। ৯৩ কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে কাজটি ২০২১ সালের ২০ অক্টোবর শুরু হয়। তবে রাস্তার কাজ পুরোটা শেষ না হলেও নতুন করে ফুটপাত দখল শুরু হয়েছে। রাজশাহীজুড়ে নির্মিত ফুটপাতগুলো প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীবান্ধবও নয় সেই অভিযোগও রয়েছে। অন্য একটি জাতীয় গণমাধ্যমের তথ্য বলছে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) মেইন ফটকের সামনে থেকে বিনোদনপুর বাজার পর্যন্ত মহাসড়কের পাশের ফুটপাতে বাঁশ ফেলে দখল করে রেখেছেন ব্যবসায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ দোকানিরা। এতে ঝুঁকি নিয়ে মহাসড়কে চলাচল করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় পথচারীরা। দখলের এমন পরিস্থিতি শুধু সেখানকার নয়; কোথাও বালুর স্তূপ, কোথাও ইটের খামাল, কোথাও পাথরের স্তূপ, আবার কোথাও রাস্তা বা ফুটপাতের উপরই চলছে নির্মাণযজ্ঞ। এর বাইরে যেটুকু ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে গড়ে উঠেছে অবৈধ দোকানপাটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। রাস্তার মাঝখানে চুলা বসিয়ে ভাজা হচ্ছে পেঁয়াজু-সিঙাড়া-পুরি। বিক্রি হচ্ছে আপেল, কমলাসহ নানা ধরনের ফল। রয়েছে কাপড় বিক্রির দোকান। রাস্তার প্রায় অর্ধেকজুড়ে বসেছে এসব দোকানপাট। ফলে গনকপাড়া দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ। এ রাস্তাটি রাজশাহী নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট থেকে উত্তর দিকে রাজশাহী প্রেসক্লাবের সামনের। এই রাস্তা দিয়ে সাহেব বাজারের মূল সড়কে উঠতে হয়। সম্প্রতি এই রাস্তায় হকারদের বসিয়েছে পুলিশ। প্রায় এক বছর ধরে এই রাস্তার অর্ধেক ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ একমুখী করে দিয়েছে। পুলিশের ব্যারিকেডের ভেতরেই বসেছে দেড় শতাধিক দোকানপাট। হেঁটে চলাচলের সময় ভোগান্তি পোহাচ্ছেন পথচারীরাও। আর সাহেব বাজারের আশপাশ এলাকার চিত্র তো আরও ভয়াবহ। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ফুটপাতের ওপরে একধরনের টাইলস বসানো হলেও ফুটপাতগুলো ব্যবহারের সুযোগ পথচারীদের নেই। সাহেব বাজারসহ আশপাশের সব এলাকার ফুটপাত ব্যবসায়ীদের দখলে। এমনকি দোকানপাটের ভিড়ে ধাপ ফেলানোরও জায়গা পাওয়া যায় না। নগরীর অনেক জায়গায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ও গড়ে তোলা হয়েছে ফুটপাত-রাস্তা দখল করে। নগরজুড়েই ফুটপাত আর সড়কের উপর চলছে ফলমূল, জুতা-স্যান্ডেল, গেঞ্জি-লুঙ্গি, ভাজা-পোড়া, আলু-পটোল, মাছ-মাংস– সবই কেনাবেচা চলছে। সড়ক আর ফুটপাতই এখন যেন ব্যবসার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে মূল শহরের সড়কের উপর প্রাইভেট গাড়ি পার্কিং এখন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাহেব বাজারে ঢুকলেই দেখা যায় সড়কে গাড়ি পার্কিং করে কেউ মার্কেটিং করছেন, নয় তো কারো না কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জিরোপয়েন্ট হতে মণিচত্বর পর্যন্ত প্রাইভেট কারের লম্বা পার্কিং। অথচ পাশেই ট্রাফিক দাঁড়িয়ে থেকেও দেখে না দেখার ভান করে চলে যায়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের সড়কের দুই পাশের ফুটপাত আবার দখলে নিয়েছে লাশবাহী গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। গড়ে তোলা হয়েছে মাইক্রো- কার স্ট্যান্ড। মেডিকেল হাসপাতালের বিপরীতে বিএড কলেজের দেয়ালঘেঁষে ফুটপাতের গোটাটাই দখলে নিয়ে বসানো হয়েছে সারি সারি ভাতের হোটেল। যারা ফুটপাত তো বটেই রাস্তার কিছু অংশও নিজেদের কাজে ব্যবহার করেন। মেডিকেল হাসপাতালের উত্তরসংলগ্ন ফুটপাত দখলে নিয়ে বসানো হয়েছে ৫০টি দোকান। ফলে চিকিৎসা নিতে আসা হাজার হাজার মানুষকে চরম ভোগান্তিতে চলাচল করতে হচ্ছে। বেপরোয়া দখলের কারণে নগরীর গ্রেটার রোডের ফুটপাতের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। এই সড়কের কাদিরগঞ্জে স্টিলের ফার্নিচার ব্যবসায়ীরা ফুটপাতের উপর মালামাল সাজিয়ে প্রদর্শন করছে। এদিকে রাজশাহী নগরীর বিভিন্ন রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে রাস্তার উন্নয়ন হলেও সরকার পতনের পর তা যেন অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। রাজশাহী নগরীর সড়কগুলো প্রশস্ত করার সঙ্গে ড্রেনও নির্মাণ করেছে সিটি করপোরেশন। তারপর ড্রেন পরিষ্কারের মুখে লোহার স্ল্যাবও বসানো হয়েছিল। কিন্তু এখন এই স্লাবগুলো রাতারাতি চুরি হয়ে যাচ্ছে। ফলে ফুটপাতের ড্রেনে পড়ে আহতের ঘটনা ঘটছে। এতে রাজশাহীর নতুন সড়কর ধারের নতুন ড্রেনে ঢাকনা নেই। ফলে ফুটপাত পরিণত হয়েছে মরণফাঁদে। রাজশাহী শহরজুড়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য সড়কের দুই পাশে মাইলের পর মাইল করা হয়েছে বড় বড় ড্রেনও। কিন্তু চুরির কারণে এসব ড্রেনের ওপর স্ল্যাব ও ঢাকনা থাকছে না। বসানোর পর রাত হলেই এগুলো গায়েব হয়ে যাচ্ছে। ফলে ফুটপাত পরিণত হচ্ছে মরণফাঁদে। রাজশাহীর ফুটপাত-সড়ক দখল আর অরক্ষিত হয়ে যাওয়ার ফলে পথচারীদের যাতায়ত করার ক্ষেত্রে পোহাতে হচ্ছে ভোগান্তিতে। আর হতে হচ্ছে দুর্ঘটনার শিকার। এমন অবস্থায় রাজশাহীতে বসবাসকারীরা হয়ে গেছেন নিরুপায়। হেঁটে যাবেন কী করে? উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান মিলবে কোথায়? এমনটাই প্রশ্ন তাদের মনে।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

পুলিশের ব্যারিকেডের ভেতরেই বসেছে দেড় শতাধিক দোকানপাট। হেঁটে চলাচলের সময় ভোগান্তি পোহাচ্ছেন পথচারীরাও। আর সাহেব বাজারের আশপাশ এলাকার চিত্র তো আরও ভয়াবহ। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ফুটপাতের ওপরে একধরনের টাইলস বসানো হলেও ফুটপাতগুলো ব্যবহারের সুযোগ পথচারীদের নেই। সাহেব বাজারসহ আশপাশের সব এলাকার ফুটপাত ব্যবসায়ীদের দখলে। এমনকি দোকানপাটের ভিড়ে ধাপ ফেলানোরও জায়গা পাওয়া যায় না। নগরীর অনেক জায়গায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ও গড়ে তোলা হয়েছে ফুটপাত-রাস্তা দখল করে। নগরজুড়েই ফুটপাত আর সড়কের উপর চলছে ফলমূল, জুতা-স্যান্ডেল, গেঞ্জি-লুঙ্গি, ভাজা-পোড়া, আলু-পটোল, মাছ-মাংস– সবই কেনাবেচা চলছে। সড়ক আর ফুটপাতই এখন যেন ব্যবসার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে মূল শহরের সড়কের উপর প্রাইভেট গাড়ি পার্কিং এখন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাহেব বাজারে ঢুকলেই দেখা যায় সড়কে গাড়ি পার্কিং করে কেউ মার্কেটিং করছেন, নয় তো কারো না কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জিরোপয়েন্ট হতে মণিচত্বর পর্যন্ত প্রাইভেট কারের লম্বা পার্কিং। অথচ পাশেই ট্রাফিক দাঁড়িয়ে থেকেও দেখে না দেখার ভান করে চলে যায়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের সড়কের দুই পাশের ফুটপাত আবার দখলে নিয়েছে লাশবাহী গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। গড়ে তোলা হয়েছে মাইক্রো- কার স্ট্যান্ড। মেডিকেল হাসপাতালের বিপরীতে বিএড কলেজের দেয়ালঘেঁষে ফুটপাতের গোটাটাই দখলে নিয়ে বসানো হয়েছে সারি সারি ভাতের হোটেল। যারা ফুটপাত তো বটেই রাস্তার কিছু অংশও নিজেদের কাজে ব্যবহার করেন। মেডিকেল হাসপাতালের উত্তরসংলগ্ন ফুটপাত দখলে নিয়ে বসানো হয়েছে ৫০টি দোকান। ফলে চিকিৎসা নিতে আসা হাজার হাজার মানুষকে চরম ভোগান্তিতে চলাচল করতে হচ্ছে। বেপরোয়া দখলের কারণে নগরীর গ্রেটার রোডের ফুটপাতের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। এই সড়কের কাদিরগঞ্জে স্টিলের ফার্নিচার ব্যবসায়ীরা ফুটপাতের উপর মালামাল সাজিয়ে প্রদর্শন করছে। এদিকে রাজশাহী নগরীর বিভিন্ন রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে রাস্তার উন্নয়ন হলেও সরকার পতনের পর তা যেন অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। রাজশাহী নগরীর সড়কগুলো প্রশস্ত করার সঙ্গে ড্রেনও নির্মাণ করেছে সিটি করপোরেশন

চাই দৃশ্যমান পরিবর্তন

মোহাম্মদ আবু নোমান

দেশের-প্রবাসের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের রক্ত ও ঘামে ভেজানো টাকা পাচার করে কেউ বিদেশে এখন শীর্ষ ধনীর তকমা অর্জন করেছেন। প্রবাসী-রা ঘামঝরা কষ্টের আয় দেশে পাঠান ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতা ও প্রশাসনের মসনদে বসে রাষ্ট্রীয় সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চুরি ও লুটপাট করে দেশের টাকায় বিদেশে বউ-সন্তান নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছেন ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি লুটেরারা। কেউ পাচারের টাকা দিয়ে বিদেশে আলাদা সাম্রাজ্য গড়েছেন। এরা সরাসরি আওয়ামী লীগ দলীয় ও শেখ পরিবারের প্রশ্রয়ে দেশ ফোকলা করেছে বলে পাবলিসিটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইনটেগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য অনুসারে, গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় দেশ থেকে অন্তত ১৪ হাজার ৯২০ কোটি বা ১৪৯.২০ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ১৭ লাখ ৮২ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা। জীবনে একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনতে বা পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে দেশের বাইরে পাহাড়সম শত প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে বছরের পর বছর ধরে স্বদেশ ছেড়ে অচেনা-অজানা বিদেশে পরে থাকেন বাংলাদেশের তরুণ ও যুবকরা। ১০ ঘণ্টা, ১২ ঘণ্টা বা এর চেয়েও বেশি লম্বা সময় হাড়ভাঙা ঘামঝরা শ্রম দেন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়ে। ছুটির প্রয়োজন নেই, আরাম নেই, অবসর নেই, শুধু খোঁজেন কাজ আর কাজ। দেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর চাবিকাঠি দীর্ঘকাল ধরেই প্রবাসীদের নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশ ব্যাংক বছর ঘুরে গুনছে হাজার কোটি ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা! অথচ এই রেমিট্যান্সযোদ্ধা একটু একটু করে জমানো টাকায় মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীর জন্য টুকটাক কিছু মার্কেটিং করে বাংলাদেশের বিমানবন্দরে নেমে দেখেন তার লাগেজ গায়েব! ঢাকার বিমানবন্দরে লাগেজ হারিয়ে শিশুদের মতো গড়াগড়ি ও চিৎকার করে কান্না করতে দেখেছি আমাদের রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের। এছাড়া বিমানবন্দরে বেশুমার হয়রানির কথা লিখতে গেলে তো বড় একটি কিতাব হয়ে যাবে। জমানো টাকা, জমি বিক্রয়, কিস্তিতে ঋণ নিয়ে অথবা মায়ের ও স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে পরিবার-পরিজনকে টানাটানির সংসারে রেখে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে আজ লাখো শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের নিদারুন দুঃখ-কষ্টের কথা দেশের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা-কামলারা কতটুকুই উপলব্ধি করে থাকেন। বেশির ভাগ শ্রমিক সামান্য বেতনের চাকরি করে থাকে, এক রুমে ১৫-২০ জন করে বসবাস করতে হয়। আজকের রান্না করা ভাত-তরকারি কালকেও খেতে হয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিন-ার আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপরই পতিত সরকারের দুর্নীতির নানা দিক বের হতে থাকে। তথ্য-উপাত্ত বলছে, দলটি ক্ষমতায় থাকাকালে গত ১৫ বছরে অনিয়ম-দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যাংকের টাকা লোপাট, আমদানি-রপ্তানির আড়ালে কর ফাঁকি দিয়ে; কিংবা ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে ৮৪৭টি ফ্ল্যাট, ভিলাবাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট ও বাণিজ্যিক স্পেস কেনার তথ্য গণমাধ্যমে এসেছে। ফরেন রিয়েল অ্যাস্টেট ইনভেস্টমেন্টের প্রতিবেদনে এসেছে, গত কয়েক বছরের মধ্যে দুবাইয়ের সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় বাংলাদেশি ১৩৪ জন ব্যক্তি মোট ৮৪৭টি ফ্ল্যাট, ভিলাবাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, যার একেকটি দাম শতকোটি টাকা পর্যন্ত! এদের মধ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নামেই কেনা হয়েছে ১৩৭টি ফ্ল্যাট ও হোটেল অ্যাপার্টমেন্ট। তথ্য-উপাত্ত বলছে, দেশের টাকা পাচার করে ওই চক্রটি দুবাইয়ের শুধু বুর্জ খলিফাতেই কিনেছে ৭৭টি ফ্ল্যাট। বাংলাদেশ দুবাই না হলেও দুবাই ঠিকই বাংলাদেশ হয়ে গেছে! আমাদের প্রিয় বাংলাদেশতো শুধু লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছিল তা নয়, অন্যদিকেও চলে যাচ্ছিল। এখন সবার দায়িত্ব বাংলাদেশকে লাইনে তোলা। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে বিরাট একটা সমস্যা এখনও রয়েছে, সেটা স্থিতিশীল অবস্থায় আনতে হবে। আওয়ামী সরকার অনেক বেশি টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছেড়েছে। একদিকে পণ্যের পরিমাণ কম, অন্যদিকে বাজারে অনেক বেশি টাকা। ফলে জিনিসপত্রের উচ্চমূল্য এখনো অব্যাহত রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে। মানুষ তো চায় দৃশ্যমান পরিবর্তন। এটা ঠিক যে, আমাদের অর্থনীতি একটা শকের মধ্যে রয়েছে, সে শকটা কাটিয়ে উঠতে হবে। অর্থনীতির লাইনচ্যুত ট্রেনকে লাইনে তুলতে হবে। আওয়ামী সরকার জনবিচ্ছিন্ন সরকারে পরিণত হয়েছিল, তা শুধু বিনা ভোটের বিবেচনা থেকেই নয়; পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল কয়েকজন রাজনীতিবিদ, তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং কতিপয় ব্যবসায়ী ও আমলার হাতে। সামিট গ্রুপের মালিক এখন শুধু বাংলাদেশের ধনী হিসেবেই নন, তিনি এখন সিঙ্গাপুরেরও অন্যতম সেরা ধনী। বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বসের তথ্যমতে, সামিট গ্রুপ ১.১২ বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে সিঙ্গাপুরের ৪১তম শীর্ষ ধনীর তালিকায় আছেন। অথচ এই টাকা তারা বাংলাদেশ থেকে কোনো বৈধ উপায়ে নিয়েছেন বলে কোনো তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নেই; বরং এ পর্যন্ত দেশের ২০টি প্রতিষ্ঠানের ২৪টি ভেঞ্চারকে সর্বসাকূল্যে ৬৯.৫ মিলিয়ন বা প্রায় সাত কোটি ডলার বিদেশে বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাহলে এত বিপুল অঙ্কের টাকা সামিট গ্রুপ কীভাবে সিঙ্গাপুরে নিয়ে শীর্ষ ধনী হলেন? গত এক দশকের বেশি সময় ধরে দেশের ব্যাংক খাতে ঋণের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটের ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি ব্যাংক খাতকে কৃষ্ণগহ্বরের (ব্ল্যাকহোল) সঙ্গে তুলনা করেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিবিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি। কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ব্যাংক খাতে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণের পরিমাণ এখন ৬ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা, যে অর্থ দিয়ে ১৩টি মেট্রোরেল বা ২২টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যেত। কমিটি আরও জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহায়তায় ব্যাংক দখল করা হয়েছে। কেবল একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতেই সাতটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়া হয়েছিল। এরপর বড় অঙ্কের অর্থ দেশের বাইরে পাচার করা হয়। মোটাকথা পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী সরকার বিধ্বস্ত করে গেছে আমাদের ব্যাংক খাত। দেশের ব্যাংকগুলোতে গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে যে অর্থ বের করে নেয়া হয়েছে, তা এখন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। ফলে ব্যাংক থেকে বিতরণ করা ঋণের প্রায় ১৭ শতাংশই বর্তমানে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে খেলাপি ঋণ ৩০ শতাংশ হবে বলে অর্থনীতিবিদরা হুঁশিয়ারি করেছেন। অর্থনীতিবিদরা অনেক দিন ধরেই অভিযোগ করছেন, আওয়ামী সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় ব্যাংক থেকে বিপুল অর্থ লুটপাট হয়েছে, যার একটা বড় অংশই পাচার হয়েছে বিদেশে। নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে এস আলম গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ৭৩ হাজার ১১৩ কোটি টাকার ঋণ বের করে নিয়েছে।

এই অর্থ ব্যাংকটির মোট ঋণের প্রায় ৫০ শতাংশ। সবাই দুর্নীতিতে লিপ্ত হলে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ঝুঁকি কমে যায়, দুর্নীতির স্বাভাবিকীকরণ করতে সুবিধা হয়। সবাই মিলে দুর্নীতি করলে এককভাবে কারও ধরা পড়ার ভয় থাকে না, ধরা পড়লেও একদল আরেক দলকে সমর্থন জোগাতে পারে। সবাই মিলেমিসে ঠিক এমনই যৌথ দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে আওয়ামী সরকারের আমলে। এতবড় কারসাজি করে লাখ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে বের কওে নিলো অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন রেগুলেটরি অথরিটির চোখে পড়ল না, তারা কিছুই করতে পারলো না? এই অর্থ কেলেঙ্কারির সঙ্গে সরকার এবং সহযোগী– সবাই জড়িত; সুতরাং এদের সবাইকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের সবার দেশ-বিদেশের সম্পদ তালিকা করে বাজেয়াপ্ত করে জনগণের টাকা আদায় করে আইনের আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

কানন পুরকায়স্থ

এরিক হফার, একজন আমেরিকান দার্শনিক– একবার প্রস্তাব করেন যে, ভবিষ্যৎকে গঠন করার ক্ষমতা থাকলেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। এই ক্ষমতা সীমিত কারণ আমরা বিশৃঙ্খলার তত্ত্ব থেকে জানতে পারি, নাসিম নিকোলাস তালেবের ভাষায়, 'যদি বিশ্ব সম্পর্কে একটি নিখুঁত মডেল থাকত ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য, তাহলে এই মডেলের অসীম নির্ভুলতা প্রয়োজন। তাছাড়া আর্থ-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঘটনা বিবেচনা করে মডেলের ব্যবহার করা সম্পর্কে আমাদের সেরকম কিছু নেই।' যাই হোক, প্রতি বছর আমরা বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়ে থাকি। ২০২৫ সালে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ সম্পর্কে কেমন উন্নয়ন দেখতে পাব, সেই সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করব। মহাকাশ শিল্পে আমরা ২০২৫ সালে কিছু অগ্রগতি দেখতে পাব। নভোচারীরা অর্ধ শতাব্দী পর ২০২৫ সালে চাঁদে ফিরে আসার পরিকল্পনা করছেন। এটি ২০২৪ সালে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওরিয়ন মহাকাশযানের হিট শিল্ড এবং লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের কারণে প্রোগ্রাম বিলম্বিত হয়েছে। ২০২৫ সালে ভারত দেশীয়ভাবে তৈরি রকেটে মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠাতে রাশিয়া, আমেরিকা এবং চীনের সাথে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আর্টেমিসের মতো, ভারতের মহাকাশ সংস্থা ওঝজঙ রিপোর্ট করেছে যে, গঙ্গায়ন মানব মহাকাশ ফ্লাইট প্রোগ্রামের আওতায় পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে মহাকাশচারী পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড স্থানীয়ভাবে ক্রু মডিউল তৈরি করেছে। চীন একটি গ্রহাণুকে অনুসরণ করার জন্য একটি ক্রুবিহীন মিশনের পরিকল্পনা করেছে, যা ২০২৫ সালের মে মাসে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি প্রদক্ষিণ করবে। ডিসেম্বর ২০২৫ সালে বুধ গ্রহে অনুসন্ধান চালানোর জন্য 'বেপিকলোম্বো' নামে একটি যৌথ ইউরোপীয়-জাপান মিশনের পরিকল্পনা রয়েছে। ইউরোপীয় মহাকাশ এজেন্সি (ইএসএ) মহাকাশে একটি 'স্পেস রাইডার' পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে, যা মহাকাশে বিভিন্ন পরীক্ষা চালানোর জন্য একটি রোবোটিক স্পেস ল্যাবরেটরি। একটি বেসরকারি-পাবলিক অংশীদারিত্ব ২০২৫ সালে নতুন গতি অর্জন করবে। স্পেস এক্স, একটি নতুন প্রাইভেট স্পেস কোম্পানি আরও পরীক্ষামূলক ফ্লাইট পরিচালনা করবে এবং মহাকাশে হাজার হাজার উপগ্রহের একটি নক্ষত্রম-ল স্থাপন করবে, যা পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করতে পারে। স্পেস এক্স দ্বারা ব্যক্তিগত অর্থায়নে চাঁদে সাধারণ মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের উদ্যোগের কারণে ২০২৫ সালে ফিউশন জ্বালানি বাস্তবতার কাছাকাছি আসবে বলে ধারণা করা যায়। এমআইটিভিত্তিক কোম্পানি ইতোমধ্যে হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ, ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়ামের ফিউশন ব্যবহার করে কিছু অগ্রগতি করেছে, যা হিলিয়াম, নিউট্রন এবং প্রচুর শক্তিকে মুক্ত করে। যদি একটি মেশিন এমন একটি বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে একটি চুল্লি শক্তি ব্যবহারের চেয়ে বেশি শক্তি নির্গত করে, তবে সাফল্য শীঘ্রই আসবে। এই ক্ষেত্রে আরেকটি চীনা উদ্যোগ হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং বোরন ব্যবহার করে একটি ফিউশন চুল্লি তৈরি করা। আমরা ২০২৫ সালে এই ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি দেখতে পাব। জলবায়ু মডেল থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা এখন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মডেলটি চরম আবহাওয়ার ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারে, যা প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুইডিশ বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস প্রথম পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এবং বায়ুম-লে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। যাইহোক, সম্প্রতি আন্তঃসরকারি প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ওচঈঈ) রিপোর্ট করেছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বিগুণ হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাওয়ার 'খুবই সম্ভাবনা' রয়েছে। ২০২৫ সালে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে জলবায়ু বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হবে, যা জলবায়ু মডেলের অনিশ্চয়তা কমাতে সাহায্য করতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা জানি যে বেশিরভাগ অনিশ্চয়তা অ্যারোসল এবং মেঘের আচরণ থেকে উদ্ভূত হয়, কারণ উভয়ের ক্ষেত্রেই হয় সূর্যালোক প্রতিফলিত করে শীতল প্রভাব বা তাপ শোষণ করে উষ্ণতার প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে, যা ভালোভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে এবং অনিশ্চয়তার মাত্রা কমাতে পারবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গবেষণা বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। ২০২০ সালে, গুগল-এর মালিকানাধীন ডিপ মাইন্ডের তৈরি একটি মডেল আলফা ফোল্ড মানবদেহের প্রতিটি প্রোটিনের গঠন সম্পর্কে সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসে আলফা ফোল্ড-৩ অন্যান্য অণু যেমন ডিএনএ, আরএনএ এবং ছোট অণুর গঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এআইয়ের আরও অগ্রগতি এবং ২০২৫ সালে ওষুধ আবিষ্কার সম্পর্কিত গবেষণায় এর ব্যবহার দেখতে পাব। ওপেন এআই-এর এচঞ-৫ প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে এচঞ মানে, জেনারেটিভ প্রাক-প্রশিক্ষিত ট্রান্সফরমার, যা একটি বড় ভাষার মডেল। মানুষ যেভাবে চিন্তা করতে সময় নেয় এবং সমস্যার উত্তর দেয় সেভাবে এআই কাজ করবে বলে ধারণা করা যায়। এআই গবেষকরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন যে প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে দেওয়া যায় তা দেখার জন্য যুক্তির প্রয়োজন। নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফে ইনস্টিটিউটের গবেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, 'আমাদের কী যুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এ বিষয়ে একটি শক্তিশালী উপায় এআই এখনো জয় করেনি।' মেসেঞ্জার আরএনএ প্রযুক্তি হলো একটি অণুর অনুলিপি ব্যবহার করে একটি অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে এবং রোগ প্রতিরোধ বা চিকিৎসা করার জন্য ব্যবহার করা। ২০২৫ সালে আমরা ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরি করতে গজঘঅ এর ব্যবহার দেখতে পাব। গড়ফবৎহধ এবং গবৎপশ দ্বারা ইতিমধ্যেই তৈরি করা মেলানোমা ভ্যাকসিন এখনও পর্যন্ত পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালে যদি আমেরিকান ড্রাগ রেগুলেটর ভ্যাকসিনটি অনুমোদন করে, তবে এটি ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যুক্তরাজ্যে বায়োএনটেকের লক্ষ্য গজঘঅ ভিত্তিক ব্যক্তিগত ভ্যাকসিনের পরীক্ষা শুরু করা। ব্যক্তিগত ভ্যাকসিন মানে এটি একটি রোগী-নির্দিষ্ট মিউটেশনের জন্য তৈরি। যাইহোক, একটি সাধারণ ভ্যাকসিন তৈরির প্রক্রিয়া চলছে যা একটি 'অফ দ্য শেলফ' ভ্যাকসিন যা সাধারণ টিউমার চিহ্নিতকারীকে লক্ষ্য করে কাজ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন দেখতে পাব, তা হলো ইলন মাস্কের মালিকানাধীন 'নিউরালিংক' নামে ব্রেন-কম্পিউটার ইন্টারফেস কোম্পানির কার্যকলাপ। কোম্পানিটি ছোট ইমপ্লান্টেবল চিপ তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে; যা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের তাদের মন দিয়ে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। উল্লেখ্য, আমরা যখন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে সমর্থন করি, তখন আমাদের নৈতিক অগ্রগতিকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। কারণ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানবজাতির শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সেই শক্তির অপব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। তাই বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের আগামী বছরগুলোতে বিজ্ঞানের নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

[লেখক : বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ও অধ্যাপক, যুক্তরাজ্য]

৪২ দিনের যুদ্ধবিরতিতে ৩৩ জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস: ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: কাতারের রাজধানী দোহায় চূড়ান্ত করা হচ্ছে গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায়টি ৪২ দিন স্থায়ী হবে এবং এ সময় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস তাদের হাতে বন্দি থাকা ৩৩ জিম্মিকে মুক্তি দেবেন। গত সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন। ইসরায়েলের ধারণা, মুক্তি পেতে যাওয়া জিম্মিদের বেশিরভাগই জীবিত আছেন। গত সোমবার এক জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তা সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। তবে যারা মুক্তি পাবেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন নিহত জিম্মিও থাকবেন–অর্থাৎ, তাদের মরদেহ ইসরায়েলের কাছে হস্তান্তর করবে হামাস। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণ সীমান্তে হামলা চালায় হামাস। সে সময় ২৫১ ব্যক্তি জিম্মি হন। তাদের মধ্যে এখনো ৯৪ জন হামাস ও তাদের মিত্রদের কাছে বন্দী আছেন বলে ধারণা করা হয়। ইসরায়েলি সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ৯৪ জনের মধ্যে অন্তত ৩৪ জন ইতোমধ্যে নিহত হয়েছেন। নিহতদের মরদেহ হস্তান্তরকেও জিম্মি মুক্তির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে এবং এর শর্তগুলো খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য ইসরায়েল প্রস্তুত আছে। সোমবারের এক বক্তব্যে একই ধরনের আশাবাদ প্রকাশ করেছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পররাষ্ট্রনীতির ওপর দেওয়া এই বক্তব্যে তিনি জানান, 'এই চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বড় আকারে চাপ অব্যাহত রেখেছে। আমরা যে চুক্তির কাঠামো তৈরি করেছি, তাতে জিম্মিরা মুক্তি পাবে, যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং ইসরায়েল নিরাপত্তা পাবে। এর ফলে আমরা হামাসের শুরু করা যুদ্ধে ভয়াবহ পর্যায়ের দুর্ভোগ পোহানো ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মানবিক সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে পারব। তাদেরকে কার্যত নরক-যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে।'

এই আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছেন এমন এক কূটনীতিবিদ সিএনএনকে জানান, গতকাল মঙ্গলবার দোহায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে চুক্তির সব বিষয়গুলো চূড়ান্ত করা হতে পারে। পাশাপাশি, গতকাল মঙ্গলবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কয়েকজন জিম্মির পরিবারের সদস্যদের দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যা চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে। আসন্ন যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্যায়ে এই ৩৩ জিম্মি মুক্তি পাবেন। প্রথম চুক্তি চালুর ১৬তম দিবস থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু হবে। সংশ্লিষ্টদের আশা, দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধবিরতিতে স্থায়ীভাবে গাজার সংঘাতের অবসান হবে।

চুক্তির শর্ত

সর্বশেষ প্রস্তাব মতে, ইসরায়েলি বাহিনী ফিলাডেলফি করিডরে সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখবে। মিশর-গাজা সীমান্তের এই অপ্রশস্ত ভূখণ্ডে চুক্তির প্রথম পর্যায়ে ইসরায়েলি সেনারা এই করিডর ছাড়বেন না। সেপ্টেম্বরের সর্বশেষ রাউন্ডের যুদ্ধবিরতি আলোচনা এই শর্তের কারণেই ব্যর্থ হয়েছিল বলে মত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা। হামাসের জোর দাবি ছিল যুদ্ধবিরতির শুরু থেকেই গাজা থেকে ইসরায়েলি সামরিক উপস্থিতি পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়া। তবে এবার হামাস এই শর্ত মেনে নেওয়ার আভাস দিয়েছে। পাশাপাশি, ইসরায়েল গাজার ভেতর একটি বাফার জোন তৈরি করবে বলে জানান ইসরায়েলি কর্মকর্তা। ইসরায়েল-গাজা সীমান্ত নিরাপদ রাখতেই এই উদ্যোগ। তবে এই বাফার জোন কতটুকু জায়গা জুড়ে স্থাপন করা হবে, তা জানাননি তিনি। এ বিষয়টিও চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। ৭ অক্টোবরের হামলার আগে এই বাফার জোনের আকার ছিল ৩০০ থেকে ৫০০ মিটার। তবে সেপ্টেম্বরে ইসরায়েল বাফার জোন বাড়িয়ে দুই হাজার মিটার করার দাবি জানালে হামাস তাতে সম্মতি দেয়নি। ইসরায়েল জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির মাঝে উত্তর গাজার বাসিন্দারা নিরাপদে গাজার উত্তরাঞ্চলে ফিরতে পারবেন। তবে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা দাবি করেন, যথাযথ 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা' মেনেই তাদের ফেরানো হবে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তারিত জানাননি কর্মকর্তা। ইসরায়েলি জিম্মি মুক্তির বিপরীতে মুক্তি পাবেন ইসরায়েলি কারাগারে আটক থাকা ফিলিস্তিনিরা। তবে যাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি হত্যার অভিযোগ রয়েছে, তাদেরকে পশ্চিম তীরে মুক্তি দেওয়া হবে না। তারা গাজা উপত্যকায় অথবা আলোচনা সাপেক্ষে দেশের বাইরে মুক্তি পাবেন। এ বিষয়ে হামাসের কাছে মন্তব্য চেয়েছে সিএনএন।

চুক্তি আসন্ন

এক জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তা গত সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, রোববার রাতে দোহায় মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের পরিচালক ডেভিড বারনিয়ার আলোচনায় তারা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। কর্মকর্তা বলেন, 'খুব শিগগির চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে–তবে কয়েক ঘণ্টা না কয়েকদিনের মধ্যে, তা বলা সম্ভব নয়।' তিনি জানান, চুক্তির শর্তগুলো শিগগির বাস্তবায়নের জন্য ইসরায়েল প্রস্তুত, তবে তা শুরুতে নিরাপত্তা ক্যাবিনেট ও সরকারের পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেটের অনুমোদন পেতে হবে। এক আরব কর্মকর্তা বলেন, 'অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আমরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য বেশি প্রস্তুত আছি। তবে এখনো দোহার মধ্যস্থতাকারীরা উভয় পক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক জবাবের অপেক্ষায় আছে।' ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে অতর্কিত হামলা চালায় হামাস। এতে এক হাজার ২০০ মানুষ নিহত হন ও হামাসের হাতে জিম্মি হন ২৫০ ব্যক্তি। সেদিনই গাজায় প্রতিশোধমূলক, নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল যা গত ১৫ মাস ধরে অব্যাহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত গাজায় ৪৬ হাজার ৫৬৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

পরিত্যক্ত সোনার খনিতে মৃতদেহের ছড়াছড়ি!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার একটি পরিত্যক্ত সোনার খনিতে কয়েক মাস ধরে আটকে থাকার পর অন্তত ১০০ জন মারা গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ভুক্তভোগীরা অনাহারে ও ডিহাইড্রেশনে মারা গেছেন। গত সোমবার খনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল এই তথ্য জানিয়েছে। খবর এপি ও সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের। প্রতিনিধিত্বকারী দলটি জানিয়েছে, এখনো খনিতে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক আটকা পড়ে আছেন। পুলিশ তাদের বের করে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত সম্পর্কে জানা যায়, দুই মাস আগে এই খনি ঘিরে দেশটির পুলিশ ও খনি শ্রমিকদের ঝামেলা শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ খনিটি সেইসময় সিল করে দিয়েছিল এবং শ্রমিকদের বের করে আনার চেষ্টা চালায়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্রেপ্তারের ভয়ে শ্রমিকরা খনি ছেড়ে বের হতে চায়নি। এরপর থেকে সেখানেই তারা রয়ে যায়। খনি শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা সংস্থা মাইনিং অ্যাফেক্টেড কমিউনিটিস ইউনাইটেড ইন অ্যাকশন (ম্যাকুয়া) গোষ্ঠীর মুখপাত্র সাবেলো মঙ্গুনি জানান, উদ্ধার করা কিছু শ্রমিকের সঙ্গে একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে। সেই ফোনের ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু মৃতদেহ একটি ব্যাগে মোড়ানো আবস্থায় রয়েছে। দ্বিতীয় ভিডিওতে কিছু খনি শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখা যাচ্ছে, তবে তারা এখনো জীবিত। তবে বিবিসি-সর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা এই ভিডিও এর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। বিবিসি বলছে, খনিতে এখনো শত শত লোক আটকে আছে। জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কার্স অফ সাউথ আফ্রিকা (গিউসা) নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন এনিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শার্টবিহীন অনেক পুরুষ নোংরা মেঝেতে বসে আছেন। তাদের মুখ ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরার বাইরে একজনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমরা ক্ষুধার্ত এবং আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, আমরা আপনাদের মাটির নিচে মারা যাওয়া লোকদের মৃতদেহ দেখাচ্ছি। আর এখানেই সব নয়... আপনারা কী দেখতে পাচ্ছেন মানুষ কীভাবে সংগ্রাম করছে? দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। আরেক ভিডিওতে এক ব্যক্তি বলছেন, এখানে মানুষ ক্ষুধার কারণে মারা যাচ্ছে। তিনি ভিডিওতে মৃতের সংখ্যা ৯৬ বলে উল্লেখ করেন এবং খাবার ও জরুরি সেবা সরবরাহের আবেদন করেন। ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ভিডিও গত শনিবার রেকর্ড করা হয়েছে।

রাশিয়াকে ছয় হাতির বাচ্চা উপহার দিল মিয়ানমার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রাশিয়াকে উপহার হিসেবে ছয়টি হাতির বাচ্চা পাঠিয়েছে মিয়ানমার। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনে মস্কো স্টেট সার্কাস নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে এই উপহার দেয়া হয়েছে। রুশ সংবাদ সংস্থা তাস ও মিয়ানমারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতী এ খবর জানিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করেছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় এবার দেখা গেল 'হাতি কূটনীতি'। সংবাদ সংস্থা তাস জানায়, গত শুক্রবার একটি বিশেষ বিমানে করে তিনজন প্রশিক্ষক এবং একজন পশুচিকিৎসকসহ হাতির বাচ্চাগুলোকে মিয়ানমার থেকে রাশিয়ার মস্কোতে নেয়া হয়। গন্তব্যে পৌঁছাতে বিমানটির পুরো একদিন সময় লাগে এবং পথে অন্তত দুইবার জ্বালানি ভরার জন্য থামতে হয়। বাচ্চা হাতি হওয়ার এগুলোর পরিবহন একটা বড় চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। গ্রেট মস্কো স্টেট সার্কাসের মহাপরিচালক এডগার্ড জাপাশনি বলেন, 'আমরা পুরো যাত্রাপথে হাতিদের সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। সময় ও অঞ্চলের ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা পরিস্থিতির সাথে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিল।'

এর আগে ২০১৮ সালেও একইভাবে রাশিয়াকে কয়েকটি হাতি উপহার দিয়েছিল মিয়ানমার। প্রায় ছয় বছর পর আবারও হাতি উপহার দেয়া হল। এ ব্যাপারে রাশিয়ায় নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত উ থিত লিন ওন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মিন অং হ্লাইং নিজে থেকে হাতিগুলো বাছাই করে দিয়েছেন।' রুশ সংবাদমাধ্যমের খবরে আরও বলা হয়েছে, মিয়ানমার থেকে হাতিগুলো মস্কো সার্কাসে নিয়ে আসার পুরো তত্ত্বাবধানে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। হাতিগুলো মস্কোয় পৌঁছার পর পুরো প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা। জাখারোভা মস্কো সার্কাসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মিয়ানমার থেকে হাতির বাচ্চাগুলো মস্কোয় আনার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার জন্য প্রায় দুই বছর সময় লেগেছে। কারণ আমাদের প্রচুর সংখ্যক নথিপত্রের কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। হাতিগুলো উপহার দেয়ায় মিয়ানমারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চীনের রেড অ্যালার্ট মোডে ভারতীয় সেনারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পূর্ব লাদাখের হাড় কাঁপানো শীত ও চরম আবহাওয়ার মধ্যে চীনের ড্রাগন ফৌজের যুদ্ধ মহড়া শুরু হয়েছে।যেটিকে ভারত বলছে চীনের যুদ্ধের উস্কানি।ভারতের গণমাধ্যম গুলোর দাবি,লাদাখ সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চীনের! ভারতীয় গণমাধ্যমের বিভিন্ন সূত্রের খবর দাবি করছে, বরফে ঢাকা এলএসিতে অত্যধিক উচ্চতায় পিপল লিবারেশন আর্মির ঝিংজিয়ান সেনা কমান্ডোর একটি রেজিমেন্ট যুদ্ধ মহড়া সম্পন্ন করেছে। লাদাখের মতো চরম আবহাওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের প্রস্তুত করতেই এই অনুশীলন। ভারতীয় এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই সতর্ক অবস্থানে চলে গেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ২০২০ সালের গালোয়ান ঘাঁটিতে ভারত ও চীনের সেনার সংঘাতের জেরে প্রাণ হারান দুই দেশের বহু সেনা জওয়ান। এর পর সীমান্তের পরিস্থিতি সামাল দিতে চার বছর ধরে ধফায় দফায় বৈঠক করেন দুই দেশের সেনা কমান্ডাররা।

শক্তিশালী আমেরিকা রেখে যাচ্ছি বিদায়বেলায় বাইডেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: বিদায়বেলায় নিজের প্রশাসনের বৈদেশিক নীতির পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, 'এ চার বছরে আমরা সংকটের মুখোমুখি হয়েছি, আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আমি মনে করি, আমরা যে অবস্থায় পরীক্ষা শুরু করেছিলাম, তার চেয়ে শক্তিশালী রূপে বের হয়ে এসেছি।' খবর ব্লুমবার্গের। গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ভাষণে বাইডেন এসব কথা বলেন। ২০ জানুয়ারি নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে এটিই ছিল বাইডেনের শেষ ভাষণ। ভাষণে বাইডেন বলেন, 'আমরা একটি বাঁকবদলের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। শীতলযুদ্ধ-পরবর্তী যুগের অবসান হয়েছে। একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। সামনের মাস ও বছরগুলোতে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে। তবু এটা স্পষ্ট, আমার প্রশাসন পরবর্তী প্রশাসনকে খুব শক্তিশালী অবস্থানে রেখে যাচ্ছে।' বাইডেন নিজ প্রশাসনের প্রশংসা করলেও সমালোচকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রশাসনকে খুব কমই নম্বর দিয়েছেন, বিশেষ করে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে অন্ধভাবে সমর্থন দিয়ে যাওয়া নিয়ে। বাইডেন বলেন, তিনি যখন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেছিলেন, সেই সময়ের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র এখন বেশি শক্তিশালী এবং শত্রুরা এখন বেশি দুর্বল। তিনি দাবি করেন, 'আমরা এমন এক আমেরিকাকে রেখে যাচ্ছি, যার বেশি বন্ধু ও শক্তিশালী জোট রয়েছে। শত্রুরা আরও দুর্বল হয়েছে এবং বেশি চাপে রয়েছে। এমন এক আমেরিকা রেখে যাচ্ছি, যা আবার নেতৃত্ব দিচ্ছে, দেশগুলোকে (মিত্রদের) একত্র করছে, এজেন্ডা ঠিক করছে এবং নিজস্ব পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের পেছনে অন্যদের জড়ো করছে।' ট্রাম্প এবারের নির্বাচনী প্রচারের সময় বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির কড়া সমালোচনা করেছিলেন। ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল, ইউক্রেন ও

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ দিয়ে ডেমোক্র্যাটরা বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দ্রুত দুর্বল করছেন। কিন্তু গত সোমবার বাইডেন ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাত, অর্থনীতি ও চীনের বিপরীতে মার্কিন কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে।রাশিয়া আক্রমণ করার পর ইউক্রেনের জন্য ন্যাটোর সমর্থন জোগাড় করতে তাঁর প্রশাসন যে ভূমিকা রেখেছে, সেটিরও প্রশংসা করেছেন বাইডেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু করে রাশিয়া।

বিনোদন

মুক্তির আগেই রেকর্ড বইয়ে ক্যাপ্টেন আমেরিকা ৪

বিনোদন ডেস্ক : চলতি বছরে হলিউডে বেশ কিছু বিগ বাজেটের সিনেমা মুক্তি পাবে। ছবিগুলো নিয়ে দর্শকের আগ্রহের শেষ নেই। বহুল প্রতিক্ষীত সেসব সিনেমাগুলোর একটি 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা : ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'। এটি আগামী মাসে মুক্তি পাবে। দীর্ঘদিন ধরেই মার্ভেল সিনেমার ভক্তরা এই ছবির অপেক্ষায় দিন গুনছেন। বছরের প্রথম সিনেমা হিসেবে এটি ১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাবে। ধারণা করা হচ্ছে মার্ভেল স্টুডিওসের নতুন সিনেমাটি মুক্তির প্রথম চারদিনেই ১০০ মিলিয়ন ডলার আয় করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেব্রুয়ারি ১৪ থেকে ১৭ তারিখের প্রেসিডেন্টস ডে উইকএন্ড হিসেবে ধরা হয়। এই চারদিনে দেশটি উৎসবমুখর হয়ে উঠে। ছুটির আমেজে চারদিকে দেখা যায় নানা উৎসব ও কনসার্টের আয়োজন। এসময় সিনেমা মুক্তির দারুণ উপযোগী সময় বলে পরিচিত। এইসব বিবেচনা করেই ডেডলাইন মনে করছে, ক্যাপ্টেন আমেরিকার নতুন পর্বটি ১০০ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে। এটা ৮৬ মিলিয়ন থেকে ৯৫ মিলিয়ন ডলারও হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্টস ডে উইকএন্ডে সর্বোচ্চ আয়ের ইতিহাসে মার্ভেল স্টুডিওসের সুনাম রয়েছে। ২০১৮ সালের তাদের 'ব্ল্যাক প্যান্থার' আয় করেছিল ২৪২.১ মিলিয়ন ডলার, 'ডেডপুল' ১৫২.১ মিলিয়ন এবং 'অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়াস্প: কোয়ান্টামেনিয়া' সিনেমাটি ১২০.৩ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। এর মধ্যে 'ব্ল্যাক প্যান্থার' সিনেমাটি ৩ দিনে ২০২ মিলিয়ন আয় করেছিল। 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' ছবিও সেই পথে হাঁটার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পূর্বাভাসে সিনেমাটির কাস্ট পরিবর্তন এবং পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন রূপের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আসন্ন এই কিস্তি ২০১৪ সালের 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: উইন্টার সোলজার' সিনেমার মতো বাস্তববাদী গল্পে নির্মিত। সেই ছবিটি ৯৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। ট্র্যাকিং সার্ভিস কুয়েরাম জানায়, 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' আগামী মাসে মুক্তি পেতে যাওয়া সিনেমাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ অর্জন করেছে। যার স্কোর ৫৮। এটি ইউনিভার্সালের উলফ ম্যান (৪৪), লাইন্সগেটের ফ্লাইট রিস্ক (৩৭) এবং সনি স্টুডিওর প্যাডিংটন ইন পেরু (৩৬) সিনেমাগুলোর চেয়ে বেশি।

লস অ্যাঞ্জেলেস দাবানলে পুড়ছে অস্কার!

বিনোদন ডেস্ক : লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা যায় পুড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের উপর একটি অস্কার স্ট্যাচু পড়ে আছে। স্খলিত সোনালি অস্কারটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত এবং এর ব্রোঞ্জ ও সোনালী প্লেটিং উধাও। এর নিচে থাকা কালো ফিল্ম রিলটি গলে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটারে ভাইরাল হয়েছে ছবিটি। সবাই এটিকে চলচ্চিত্র জগতের জন্য ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখছেন। অনেকে আবার এটিকে লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলে দাবানালে ধ্বংসযজ্ঞে অনেক জীবনের সম্ভাবনা-সাফল্য ও স্বপ্ন পুড়ে যাওয়ার শৈল্পিক প্রতীক হিসেবে দেখছেন। ছবিটি দাবানলে হলিউডের চরম বিপর্যয়েরও প্রতিনিধিত্ব করছে। দাবানলে হলিউডের অনেক তারকার ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সেইসব তারকার কোনো একজনের পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকেই ছবিটি তোলা হয়েছে। ইটালিয়ান-আমেরিকান অভিনেত্রী ইসাবেলা রোসেলিনির মতো তারকারা ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। চলচ্চিত্রপ্রেমীরা ছবিটি দেখে বেদনার অনুভূতি প্রকাশ করছেন। তবে প্রচুর মিথ্যা তথ্য এবং এআই প্রযুক্তিতে ভুয়া ছবি অনলাইনে ছড়ানোর ফলে পোড়া অস্কারের এই ছবিটি আসল নাকি প্রতারণামূলক, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখন পর্যন্ত ছবিটির সত্যতা যাচাই করা যায়নি। গণমাধ্যম গোল্ড ডার্বি জানায়, অস্কার কর্তৃপক্ষও এই ছবির বিষয়ে নিশ্চিত নয়। একাডেমি থেকে একটি সূত্র গোল্ড ডার্বিকে জানিয়েছে, 'ছবিটি যদি সত্যি হয় তবে ওই অস্কারটির মালিকের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা আবার তাকে সেটি নতুন করে দেবো। এই ভয়াবহ দাবানলে অনেক তারকাই ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। হয়তো সেখানকার কোনো তারকারই হবে অস্কারটি। সব যাচাই বাছাই করে আমরা আবারও সেটি প্রতিস্থাপন করবো।

শাহরুখের 'ইন্সপেক্টর গালিব' নিয়ে মুখ খুললেন পরিচালক

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড বাদশা শাহরুখ খান ও বক্স অফিস বাজিমাত করা নির্মাতা মধুর ভাণ্ডারকর- এ দুই মহারথী এক হলে আলোড়ন সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। খ্যাতিমান এ নির্মাতা নাকি কিং খানকে পুলিশ রূপে তুলে বড়পর্দায় ধরতে চান। শুরুতে বলা হয়েছিল এটি গুঞ্জন। এবার পরিচালক নিজেই এ নিয়ে কথা বলেছেন। বেশ বছর কয়েক আগে শোনা গিয়েছিল, 'ইন্সপেক্টর গালিব' চরিত্রটির জন্য মধুর ভাণ্ডারকরের পছন্দ ছিল শাহরুখ খানকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি সেই সিনেমা। সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মধুর ভাণ্ডারকর এ বিষয়ে কথা বলেন। তার ভাষ্য, 'সেই সিনেমাটি এখনো আমার হাতে আছে। এর চিত্রনাট্যটা দারুণ ছিল। সিনেমাটি বানানোর খুবই ইচ্ছা ছিল। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের ঘটনা নিয়ে সিনেমাটির গল্প। কিছু শেষমেশ হয়ে উঠল না। ২০১৮ সালে ভেবেছিলাম। কিন্তু তারপর তো করোনা মহামারি হানা দিল। এরপর আর যোগাযোগ করা হয়নি।' সিনেমাপ্রেমীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, তাহলে কি আর কখনোই 'ইন্সপেক্টর গালিব' রূপে দেখা যাবে না শাহরুখকে? এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ করেননি নির্মাতা মধুর। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কোনো একদিন নিশ্চিতভাবেই সিনেমাটি করব। অ্যাকশনে ভরপুর একটা ছবি হবে। যেদিন হবে, এটাই সঠিক সময়, সেদিন বানাবোই।' বর্তমানে দুটি চিত্রনাট্যের কাজ চলছে পরিচালকের। একটি মুম্বাইয়ের অন্ধকার দিকটা নিয়ে এবং অন্যটি বলিউডের বধূদের নিয়ে। যদিও দুই সিনেমার কলাকুশলীদের নাম ফাঁস করেননি তিনি। তবে আপাতত যে 'জওয়ানে'র সঙ্গে জুটি বাঁধার যে কোনো সম্ভাবনা নেই, সেটা নির্মাতা কথায় পরিষ্কার বোঝা গেছে।

শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের ওয়েবসাইটে জারা!

বিনোদন ডেস্ক : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে ইউটিউবে ভিডিও বানাতেন জারা দার। সেইসঙ্গে নিজের উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, পিএইচডি করছিলেন তিনি। তবে সম্প্রতি জারা জানান, পিএইচডি ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে ভিডিও বানানোকে নিজের পেশা হিসাবে বেছে নিতে চলেছেন। ইউটিউবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মেশিন লার্নিং ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ভিডিও করতেন জারা দার। লেখাপড়াই ছিল তার ভিডিওর প্রধান বিষয়বস্তু। নিজেও পিএইচডি করছিলেন। ভবিষ্যতে অধ্যাপিকা হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝে আচমকাই সিদ্ধান্তের ব্যাপক বদল। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে ভিডিও বানানো শুরু করেন। এবার সেটাই পাকাপাকিভাবে নিজের পেশা বানাতে চলেছেন জারা। অ্যাডাল্ট ওয়েবসাইটে ছবি এবং ভিডিও বানিয়ে ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে আট কোটি টাকার বেশি উপার্জন করেছেন এই তরুণী। বর্তমানে জারার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা লক্ষাধিক। বিভিন্ন গাণিতিক সমাধান, মেশিন লার্নিং এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত ভিডিও নিজ চ্যানেলে আপলোড করতেন তিনি।

অবশেষে চুম্বনদৃশ্যের জন্য নায়িকা পেয়েছেন সৃজিত

বিনোদন ডেস্ক : ২০১২ সালে নির্মিত 'হেমলক সোসাইটি'র সিকুয়েল বানাতে চলেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। এবার সেই ছবির নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে–'কিলবিল সোসাইটি'। অবশ্য এ খবর অনেক দিন আগে থেকেই টালিপাড়ায় গুঞ্জন। আর সেই ছবির নায়ক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে চূড়ান্ত করেছেন নির্মাতা। কিন্তু এর বিপরীতে একজন নায়িকা খুঁজছিলেন পরিচালক। সেই নায়িকাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সেই নায়িকা খুঁজে পেলেন কি সৃজিত? শোনা গিয়েছিল, চুম্বনদৃশ্যে আপত্তির কারণেই নাকি পরিচালক খুঁজে পাচ্ছিলেন না মনের মতো কোনো নায়িকা। এর আগের ছবির নায়িকা ছিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। কিন্তু এখন তিনি সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের মা, আর তাই সেই সন্তানকে নিয়েই তিনি এখন ব্যস্ত। অবশেষে কেটেছে চুম্বনের গেরো। সব ঠিক থাকলে প্রথমবার কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে।

শীতের সকালে উষ্ণ রুপে ধরা দিলেন জয়া আহসান

বিনোদন ডেস্ক : কারও কাছে 'লাল গোলাপ', কারও কাছে 'রেড ভেলভেট'! এত মোহনীয় লুকে ধরা দিলে অনুরাগীরা কি আর থেমে থাকতে পারে? শীতের সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতায় চোখ আটকে গেল চার ছবির কোলাজে। সে ছবি আর কারও নয়, জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল জয়া আহসানের! তার দারুণ সব ফ্যাশন সেন্স নিয়মিতই মুগ্ধ করে অনুরাগীদের। এবারও যেন তার ব্যতিক্রম হলো না। তাই তো অনুরাগীদের এমন মন্তব্যই জায়গা করে নিল শুরুতেই! চার ছবির এই কোলাজে মোট আটটি ছবি ভাগ করে নেন জয়া আহসান। এদিন ম্যাট রেড টপস পরেন এই বিউটি কুইন। সঙ্গে আর তেমন কিছু নেই। অর্থাৎ, না পরেছেন ভারী জুয়েলারি, না ছিল অতিরিক্ত মেকআপ এর ছোঁয়া। খুবই ছিমছাম এই লুকে ভক্তদের চমকে দিতে জয়ার কাছে যেন ছিল মাত্র এক তুড়ির কাজ। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'এক সন্দেহের ছায়া'! মাঝে মাঝেই সাহসী অবতারে নিজেকে ধরা দিতে অভ্যস্ত জয়া। এই রেড টপসেও খানিকটা খোলামেলা লেগেছে তাকে। সঙ্গে তার মোহনীয় লুকের অনেকগুলো পোজ। ফলস্বরূপ, নিজেদের ধরে রাখতে পারেননি তার ভক্ত-অনুরাগীরা; উত্তপ্ত অবস্থা তৈরি করায় তারাও বলছেন, 'আগুন সব ছবি'। শুধু কী তাই? বয়সও পঞ্চাশের এর কোটায় জয়া আহসানের। এমন সময়েও নিজের রূপ-লাবণ্য ও ফ্যাশন সেন্স ধরে রাখায় রীতিমতো প্রশংসিত তিনি। তাদের কেউ একজন তো মজা করে লিখেই ফেলেছেন, 'বয়সের ছাপটা ধরে রাখার টিপস টা জানাবেন প্লিজ?' ব্যক্তিজীবনে পোশাক-আশাকে অনেকটাই শৌখিন জয়া আহসান। প্রায়শই ভিন্ন রূপে-অবতারে নিজেকে মেলে ধরেন তিনি। এইতো, মাস কয়েক আগে ভারতের এক ফিল্মফেয়ার অনুষ্ঠানে ভিন্নভাবে জামদানি পরে শাড়ির ফ্যাশনে নতুনত্ব তুলে ধরেছিলেন। তা নিয়ে অবশ্য সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল জয়াকে। সম্প্রতি '২ষ' সিরিজের 'বেসুরা' নামের একটি পর্বে ক্যামিও চরিত্রে কাজ করেছেন জয়া। সেখানে ডাইনির চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। মেকআপের গুণে ডাইনি চরিত্রে তাকে বোঝাই ছিল কষ্টসাধ্য। গল্পের প্রয়োজনে শেষভাগে নিজের রূপে ধরা দেন অভিনেত্রী। বলা বাহুল্য, রূপ- কিংবা অভিনয়; উভয় দিক থেকেই দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় জয়া আহসান।

সুখে থাকার সিক্রেট টিপস দিলেন অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। ক্যারিয়ার নিয়ে হোক কিংবা ব্যক্তিগত জীবন, ভালো-খারাপ দুইয়ের মধ্য দিয়েই কাটিয়েছেন তিনি। কখনো ভক্তদের ভালোবাসা পেয়েছেন, আবার কখনো তার নানান কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করেছে সমালোচনার। শুধু তাই নয়, এই নায়িকার জীবনেও আর সাধারণদের মতোও সুখ-দুঃখ এসেছে। বলা বাহুল্য, ঢালিউড কিং শাকিব খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর অপু বিশ্বাসের সুখের ঘাটতি হতে শুরু করে, তা অনেকটাই অনুমেয় তাদের অনুরাগীদের কাছে। তবে এই নায়িকা মনে করেন, জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সুখে থাকতে হলে যেকোনো ব্যাপারেই প্রত্যাশা থামাতে হবে। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে অপু বিশ্বাসের এক সাক্ষাৎকারের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে অপুকে সুখে থাকার করণীয় কি, সে প্রসঙ্গে কথা বলতে শোনা যায়। এই ঢালিউড কুইন তখন বলেন, 'আমার কাছে মনে হয় যে সুখে থাকার জন্য একটা মানুষকে যেকোনো জায়গায় মানিয়ে নিতে হয়। তাহলেই সুখটা সম্পূর্ণভাবে চলে আসে। প্রত্যাশাটা না বাড়িয়ে কিংবা প্রত্যাশাটা না রাখাই ভালো।

তিস্তার চরে আলুখেতে সেচ দিতে নৌকায় করে সেচযন্ত্র নিয়ে এসেছেন চাষি। এরপর নদী থেকে পানি সেচের মাধ্যমে খেতে দেওয়া হবে। বালাপাড়া, কাউনিয়া, রংপুর।

রাজবাড়ীতে হালি পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত কৃষকরা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : সারাদেশের মোট উৎপাদিত পেঁয়াজের ১৪ ভাগ উৎপাদন হয় রাজবাড়ী জেলায়। তাই হালি পেঁয়াজ রোপণে এই মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন জেলার কৃষকরা। অনেকেই আবার রোপণ শেষে ব্যস্ত ক্ষেত পরিচর্যায়। এ বছর বিএডিসির সরবরাহকৃত প্রণোদনার পেঁয়াজ বীজে চারা না গজানোয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জেলার প্রায় চার হাজার কৃষক। যে কারণে শেষ সময়ে বেশি দামে বীজ কেনার পাশাপাশি সার-কীটনাশক ও শ্রমিক মজুরি-সেচের দাম বেশি হওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে বলে দাবি কৃষকদের। সরকারের কাছে পেঁয়াজের মূল্য নির্ধারণের দাবি তাদের। আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক থেকে দেড় হাজার হেক্টর বেশি জমিতে হালি পেঁয়াজের আবাদ হবে বলে আশা কৃষি বিভাগের। সদর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের কৃষক ছলেমান শেখ বলেন, এ বছর কৃষি বিভাগ থেকে আমাদের প্রণোদনার মাধ্যমে যে বীজ দেওয়া হয়েছিল তা থেকে চারা গজায়নি। যে কারণে শেষ সময়ে আমাদের পাঁচ হাজার টাকা কেজি দরে পেঁয়াজের বীজ কিনে চারা উৎপাদন করতে হয়েছে। এছাড়া সার-কীটনাশক ও শ্রমিক মজুরি-সেচের দাম বেশি হওয়ায় পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। বড় ভবানীপুর গ্রামের কৃষক আমিন মোল্লা বলেন, জমি প্রস্তুত, বীজ, সার, সেচ ও শ্রমিক খরচসহ প্রতিবিঘা জমিতে (৩০ শতাংশে এক বিঘা) হালি পেঁয়াজ চাষে খরচ হবে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। তিন মাস পরেই এ পেঁয়াজ বাজারে তোলা যাবে। প্রতিমণ পেঁয়াজ যদি তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা বিক্রি করা যায় তাহলে আমাদের লাভ থাকবে। এর কমে বিক্রি হলে আমাদের লোকসান হবে। আর লোকসান হলে কৃষকরা পেঁয়াজ আবাদের আগ্রহ হারাবে। তাই সরকার যেন কৃষকের মুখের দিকে তাকিয়ে পেঁয়াজের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। কৃষকরা যাতে লোকসানের মুখে না পড়েন। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক ড. মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, পেঁয়াজ উৎপাদনে রাজবাড়ী জেলা সারাদেশের মধ্যে তৃতীয়। এ বছর রাজবাড়ী জেলায় ৩০ হাজার ৪৪০ হেক্টর জমিতে হালি পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন। আশা করা যাচ্ছে এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক থেকে দেড় হাজার হেক্টর বেশি জমিতে পেঁয়াজ আবাদ হবে।

চাঁদপুরে এক বাড়িতেই ৭শ’ পরিবার, ১০ হাজার লোক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : ভাতারা খালের তীরে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণে এক বাড়িতেই ৭শ’ পরিবারে প্রায় ১০ হাজার লোক বসবাস করছে। এদের ভোটেই একটি ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয় এবং এরাই অখন্ড গ্রামটির হর্তাকর্তা। এটি হচ্ছে ২নং নায়ের গাঁও দক্ষিণ ইউনিয়ন ৯নং ওয়ার্ডের প্রকৃতিঘেরা মেহারণ গ্রাম। সম্প্রতি গ্রামটি সম্পর্কে এসব তথ্য জানা যায়। স্থানীয়রা জানান, ধনাগোদা নদী থেকে বেরিয়ে বোয়ালজুরী খালের পেটেই ভাতারা খালটির উৎপত্তি। আর এর তীর ঘেঁষেই মেহারন বিলের সাথে মিশে দু’টি প্রাচীন জমিদার বাড়ীর ওপর নির্ভর করে ঘনবসতিময় বাড়ী হিসেবে পরিচিত পেয়েছে মেহারন দালাল বাড়ী। যেখানে ভোটার রয়েছে প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি। সুবল দাস বলেন, মেহারন দালাল বাড়ির সঠিক ইতিহাস নিয়ে নানামুখী বক্তব্য থাকলেও কথিত রয়েছে আনুমানিক ৪শ’ বছর আগে মতলবের কাশিমপুর এলাকার জমিদার ও কুমিল্লার গৌরীপুর এলাকার জমিদারের মধ্যে বিবাদ থেকে রণক্ষেত্র তৈরি হয়। সেই রণক্ষেত্র শব্দটি ‘মহারণ’ নামেও পরিচিত আর এই মহারণ থেকেই মেহারন নামের উৎপত্তি। তিনি আরও বলেন, এক সময় কুমিল্লার লাকসামের জমিদার এসে এই মতলবের আলীয়ারা গ্রামে বসে খাজনা আদায় করতেন। তবে অনেকটা দূরের হওয়ায় ওই জমিদারদের এখানকার চাষিরা খাজনা দিতে চাইতেন না। তখন লাকসামের জমিদার কালীবাবু মেহারণ গ্রামের জমিদার দ্বারিকানাথ দাস ও বৈকুণ্ঠ দাসকে খাজনা তোলার দায়িত্ব দেন। এর পর থেকে মেহারনের জমিদাররা আলীয়ারা ও নারায়ণপুর গ্রামের খাজনা উঠাতেন। এর ভাগ লাকসামের জমিদারকেও দিতেন। জমিদারদের ব্রিটিশরা উপাধি দেয় দালাল বলে। এ জন্য এ বাড়ির নাম মেহরন দালাল বাড়ি। কথিত রয়েছে জমিদার দ্বারিকানাথ দাস, বৈকুণ্ঠ দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস যখন খাজনা আদায় করতেন, তখন স্থানীয় লোকজন তাঁদের “দালালচবলে ডাকতেন। সে থেকে মেহারনের জমিদারদের নামের সঙ্গে “দালালচতকমাটি যুক্ত হয়। বর্তমানে মেহারণবাসীর অনেকেই সেই জমিদারদের বংশধর। রিপন দাস বলেন, দ্বারিকানাথ দাসরা ৪ ভাই হলেও বুদ্ধি ও মেধার দাপটে ক্ষমতাধর ব্যাক্তি হয়ে উঠে ছিলেন দ্বারিকানাথ দাস। তিনি তার চার ছেলের জন্য ২টি ভবন করেন ১২৭ বছর আগে। দুতলা ওই ২টি ভবনের প্রতি তলায় ১ জন করে মোট ৪ ভাইয়ের পরিবার সেখানে থাকতেন। এর একটি ১৩৩৫ এবং অপরটি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়েছিলো। যেখানে দালালদের ৪র্থ প্রজন্ম এখনও বাড়িটিতে বসবাস করছে।

কাপড় বোনার জন্য রঙিন সুতা ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিচ্ছেন এক তরুণী। ওয়াগগা মহাজনপাড়া, কাপ্তাই, রাঙামাটি।

কালকিনিতে ৩৫ বছরের বাঁধ রক্ষার্থে স্থানীয় কৃষকদের মানববন্ধন

মাদারীপুর প্রতিনিধি : মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার শিকারমঙ্গল ও এনায়েতনগর ইউনিয়নের মাঝেরকান্দি নুরুল হক বয়াতীর বাড়ির সামনে খালের মধ্যে ৩৫ বছরের পুরনো বাঁধ রক্ষার্থে স্থানীয় কৃষকদের মানববন্ধন। উপজেলার শিকারমঙ্গল ও এনায়েতনগর ইউনিয়নের কৃষকদের আয়োজনে কালকিনি-খাসেরহাট সড়কে বাঁধ রক্ষার্থে ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করা হয়। স্থানীয় কৃষকরা জানায়, কালকিনি উপজেলার শিকারমঙ্গল ও এনায়েতনগর ইউনিয়ন মধ্যেবর্তী মাঝেরকান্দি গ্রামের নুরুল হক বয়াতী বাড়ী সংলগ্ন খালের মধ্যে ৩৫ বছর আগে থেকেই বাঁধ দিয়ে প্রায় ৬ হাজার বিঘা জমি কৃষি কাজ করে আসছে এই দুই ইউনিয়নের প্রায় তিন হাজার কৃষক। প্রায় ৩৫ বছর পর প্রশাসন থেকে নির্দেশনা দেয়া হয় দ্রুত সময়ের মধ্যে খালের বাঁধ কেটে খাল পরিস্কার করার জন্য। এই খবরের পর স্থানীয় কৃষকরা খালের বাঁধ রক্ষার্থে মানববন্ধন করে শতাধিক কৃষকের স্বাক্ষরীত একটি আবেদন পত্র কালকিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রদান করেন। কৃষক এমদাদ হোসেন বলেন, আমরা ৩৫ বছর যাবত খালে এই বাঁধটি দিয়ে ৩ টি ইরি ব্লকে ৬শত বিঘা জমিতে ইরিধানের চাষাবাদ করি। কিন্তু এখন শুনতাছি এই বাঁধ নাকি কেটে ফেলা হবে। আমাদের দাবি কৃষককে বাঁচাতে চাইলে আমাদের এই বাঁধ রাখতে হবে। কারণ আমরা সাধারণ কৃষক কৃষি কাজ করেই আমাদের সংসার চলে। এই বাঁধ যদি কেটে ফেলে তাহলে আমাদের কৃষি কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা প্রায় তিন হাজার কৃষক কৃষি কাজ নিয়ে বিপদে পড়বো। আরেক কৃষক বেল্লাল হোসেন বলেন, সরকার এই বাঁধ কাটার আগে নদী থেকে যেনো পানি আসে, আগে সেই নদী খনন করে পানি আনার ব্যবস্থা করুক তারপর পানি আসলে বাঁধ কাটুক। এরআগে যেন বাঁধ না কাটে এজন্য আমরা সাধারণ কৃষক সরকারের কাছে আকুল আবেদন করছি। এব্যাপারে কালকিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার উত্তম কুমার দাস বলেন, কৃষকের দাবি যদি যুক্তিক হয় তাহলে তাদের দাবির বিষয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবো। অন্যথায় খালে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করবে কিংবা খাল পরিত্যক্ত হবে এমন কার্যক্রম গ্রহন করলে আমরা প্রশাসনিক ভাবে ব্যবস্থা নিবো।

গোমস্তাপুরে দুইদিনব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্বোধন

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : ‘‘জ্ঞান-বিজ্ঞানে করবো জয়, সেরা হবো বিশ্বময়’’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে দুইদিনব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্বোধন করা হয়েছে।রহনপুর আহমদী বেগম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়। মেলার উদ্বোধন ও অনুষ্ঠিত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন গোমস্তাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিশাত আনজুম অনন্যা। এ সময় অন্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) কৃষ্ণ চন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মুসাহাক আলি, সমাজসেবা কর্মকর্তা নূরুল ইসলাম, জাতীয় ফুটবল টিমের কোচ আব্দুর রাজ্জাক, রহনপুর আহমদি বেগম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জাকির হোসেন, উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি আতিকুল ইসলাম আজম। দুইদিনব্যাপি এই মেলায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২১ টি স্টল অংশ নিচ্ছে।

কম্বল নিয়ে শীতার্ত মানুষের সন্ধানে দিঘলিয়ার ইউএনও

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : গভীর রাতে কম্বল নিয়ে অসহায় মানুষের দ্বারে দ্বারে ছুটে চলেছেন দিঘলিয়া উপজেলার মানবিক নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম। এবার চাহিদার তুলনায় শীতবস্ত্রের বরাদ্দ কম কিন্তু দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। তাইতো প্রকৃত দুঃস্থদের কাছে কম্বল পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়েছেন এমন উদ্যোগ। গভীর রাতের দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলামকে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রকৃত অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করতে দেখা গেছে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এভাবে কম্বল বিতরণ করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম। তিনি শীতার্ত মানুষের দুর্দশা লাঘবে রাতের আঁধারে দুঃস্থ অসহায়দের মাঝে বিতরণ করছেন কম্বল। আবার উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে নিজ হাতে ইয়াতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, হাফিজিয়া মাদ্রাসায় শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করছেন। কম্বল পাওয়া উপজেলার সেনহাটি চন্দনীমহল এলাকার আঃ রাজ্জাক, রেণু বেগম, আব্দুর রহমানসহ একাধিক শীতার্ত ব্যক্তি এ প্রতিবেদককে জানান, এই শীতের রাতে ইউএনও স্যারের দেওয়া কম্বল তাদের অনেকটাই শীত থেকে রক্ষা করছে। এ বিষয়ে দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম বলেন, উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নে বিতরণের জন্য মাত্র ১ হাজার ৪৯৬টি কম্বল শীতবস্ত্র হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু এ উপজেলায় নিঃস্ব ও দুঃস্থদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। সে কারণে প্রকৃত গরীব, বৃদ্ধ ও অসহায়দের হাতে শীতবস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার একটি জনবান্ধন সরকার।

রায়গঞ্জে ৯টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ

রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ৯ টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে রায়গঞ্জ থানা পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝাপড়া হরিণচরণ গ্রামের মোঃ হবিবর রহমানের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় ঐ বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে ৯ টি চোরাই গরু উদ্ধার করে। রায়গঞ্জ থানার উপ পরিদর্শক (এস আই) নীল কমল, হারুন অর রশিদ, এ এস আই পলাশ, আবু হাসান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযানটি পরিচালনা করেন। উদ্ধার শেষে গরু ৯টি থানায় নিয়ে এলে ভুক্তভোগীরা খবর পেয়ে থানায় এসে স্ব-স্ব গরুর মালিকগণ মালিকানা দাবি করে। এর মধ্যে বগুড়া জেলার ধনুট উপজেলার গোবিন্দপুর পশ্চিম পাড়া গ্রামের নওয়াব আলী সেখের পুত্র মোঃ শহিদুল ইসলামের একটি গাভী ও গাভীর বাচ্চাসহ দুটি, রায়গঞ্জ উপজেলার আবুদিয়া মিয়াপাড়া গ্রামের মৃত এনায়েত আলীর পুত্র মোঃ আব্দুর রহমানের ১ টি গাভীর বাচ্চাসহ একটি গাভী, একই উপজেলার ঝাপড়া হরিণচরণ গ্রামের মৃত আব্দুল মালেক মীরের পুত্র নুরুল ইসলাম মীরের ১ টি বকনা গরু, উপজেলার ঝাপড়া রাজিবপুর গ্রামের শাহাবুদ্দিন সেখের পুত্র শাহ আলম সেখের সাদা কালো ১ টি বকনা গরুসহ ৯ টির অধিক মালিকানা দাবি করছে। রায়গঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আসাদুজ্জামান জানান,তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই নজরুল ইসলাম গরুর মালিকানা যাছাই -বাছাই অন্তে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। আদালত থেকে গরুগুলি সঠিক মালিকানা প্রমান দিয়ে জামিন নামা নিয়ে আসবেন। সে পর্যন্ত গরু ৯ টি থানা নিজ খরচে লালন পালন করবে। এ ব্যাপারে রায়গঞ্জ থানায় চোরাই সিন্ডিকেটের হোতা হবিবর রহমানের পুত্র আবু হোসেন (হাশেম) সহ অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের নামে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মামলা নম্বর ৯। তারিখ ১৪/০১/২০২৫ইং। আবু হোসেনকে গ্রেফতারের জন্য থানা পুলিশ জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

সুন্দরগঞ্জে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি হাটের উন্নয়ন কাজ চলছে

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি হাট বাজারের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। জানা গেছে, উপজেলার বেলকা, বাজারপাড়া ও ময়েজ মিয়ার হাটে সাধারণ হাটুরে ও দোকানীদের দূর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে এর উন্নয়নের জন্য ইফাদ (ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট) ২ কোটি ৭ লাখ ৮২ হাজার ৭৭৫ টাকা বরাদ্দ দেয়। এর মধ্যে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সহ বেলকা হাটে ৪টি সেড নির্মাণে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ৮০ লাখ ৫৯ হাজার ৫৮৪ টাকা, বাজারপাড়ায় ৩টি সেডের জন্য ৭৯ লাখ ৪৯ হাজার ৫৬৫ টাকা এবং ময়েজ মিয়ার হাটে ২টি সেডের জন্য ৫৭ লাখ ৭৩ হাজার ৬২৬ টাকা। উপজেলা এলজিইডি সরাসরি সেডগুলো নির্মাণ ও তদারকি করছে। সেডগুলো নির্মাণের জন্য এলজিইডি প্রভাতি (এলজিইডির একটি প্রকল্প) নামের মাধ্যমে ১৯২ জন নারীকে স্বাবলম্বি করে গড়ে তুলতে লটারীর মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ দেয়। নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা সেড অনুপাতে বিভক্ত হয়ে কাজগুলো করছেন। এতে করে হাট-বাজারগুলোতে নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সেড নির্মাণে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের দৈনিক খোরাকি হিসেবে জন প্রতি ২০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সমভাবে তাদের মাঝে বিভাজন করে দেয়া হবে। ফলে একবারে নারী শ্রমিকরা মোটা অঙ্কের অর্থ হাতে পাবে বলে ধারনা করা হচ্ছে যা দিয়ে তারা নিজেদের স্বাবলম্বি করার সুযোগ পাবে। সেডগুলো নির্মাণ কাজে সরাসরি মনিটরিং সম্পৃক্ত এলসিসি মরিটরিং কাম লাভলিহুড অফিসার কামরুন্নাহার লিপি জানান, প্রভাতির আওতাভুক্ত যে সকল নারী শ্রমিক কাজ করছেন তারা ভবিষ্যতে ভালো একটা অর্থ হাতে পাবেন বলে আশা করছি। এছাড়া হাট-বাজারগুলোতে হাটুরে দোকানীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কেনাকাটা করতে পারবেন।

দিঘলিয়ায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিনের মাধ্যমে ধান চাষের শুভ উদ্বোধন

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : কৃষিই সমৃদ্ধি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার ব্রক্ষগাতি গ্রামে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতের আওতায় রবি মৌসুমে বোরো ধানের উফশি জাত সমলয়ে চাষাবাদের (synchronised cultivation) ব্লক প্রদর্শনীর চারা রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপন করা হয়। ধানের চারা রোপনের শুভ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দিঘলিয়ার আয়োজনে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি খুলনার উপ-পরিচালক কাজী জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম। উপজেলা কৃষি অফিসার কিশোর আহমেদের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সমলয়ে কৃষি আবাদের উপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তারা বলেন, ইতিমধ্যে সমলয়ে কৃষি আবাদের উপরে অত্র এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। আশা করা যায় তারা এ ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে সমলয়ে কৃষি আবাদ করে লাভবান হবেন। এ সময়ে উপস্থিত ব্রক্ষগাতি গ্রামের কৃষক বিজয় কৃষ্ণ দাস সহ আরো দুই একজন কৃষক তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। সমলয় পদ্ধতিতে কৃষি আবাদ করা বিষয়টি এ অঞ্চলে একেবারেই নতুন। তাহলেও এই পদ্ধতিতে বোরো আবাদ করে কৃষকরা লাভবান হবে বলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এতদঞ্চলের কৃষকগণ। ধান চাষের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে একই জাতের বীজ দিয়ে ট্রেতে বীজতলা তৈরি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে চারা রোপণ এবং কম্বাইন্ড হারভেস্টারের মাধ্যমে কর্তন করার পদ্ধতিই হচ্ছে ‘সমলয়’। ধান চাষে শ্রমিক সংকট নিরসন, উৎপাদনে অতিরিক্ত খরচ ও সময় বাঁচায় এ পদ্ধতি। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে দিঘলিয়া উপজেলার দিঘলিয়া ইউনিয়নের ব্রক্ষগাতী গ্রামে ৫০ একর জমিতে ৬০০ কেজি উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের বীজ দিয়ে ৪ হাজার ৫০০ প্লাস্টিকের ট্রেতে ধানের বীজ বপন করা হয়েছে। জমির উপরিভাগের মাটির সাথে জৈব সার সংমিশ্রণে প্লাস্টিকের ট্রেতে ধান বীজ বপন করা হয়। ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে এই বীজ চারা রোপণের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে। এতে করে বাড়তি সারের প্রয়োজন হয় না। ট্রেতে চারা উৎপাদনে জমির পরিমাণ কম লাগে। রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন দিয়ে চারা একই গভীরতায় সমানভাবে লাগানো যায়। ফলে ফলনও বৃদ্ধি পায়। একসঙ্গে চারা রোপণ করায় ধান একসঙ্গে পাকে এবং তা একসঙ্গে কম্বাইন্ড হারভেস্টারের মাধ্যমে কর্তন করায় কৃষকরা ফসল ঘরে তুলতে পারে। বিষয়টি তাদের জন্য নতুন হলেও উপজেলা কৃষি অফিস থেকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর তাদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এতে শ্রমিক সংকট নিরসন হওয়ার পাশাপাশি সময় ও খরচ এবং রোগবালাইও কম হয় বলে জানান তারা। স্বাগত বক্তব্যে উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ কিশোর আহমেদ বলেন, আমরা শুরুতে এই চাষে কৃষক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরবর্তীতে সমলয় পদ্ধতি নিয়ে তাদের সাথে বিস্তর আলোচনার পর তারা আগ্রহী হয়। পরে বিষয়টি আমার ঊর্ধতনদের সাথে কথা বলে এই সময় চাষের কাজ শুরু করি। স্থানীয় কৃষকদের কাছে নতুন হলেও এ নিয়ে এখন ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে সাড়া ফেলেছে বলে জানান উপজেলা কৃষি অফিসার। প্রথম বীজতলা তৈরিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও তা ভালো ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা নিয়মিত মাঠ মনিটরিং করছি। কোনো সমস্যা পেলেই দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করছেন বলেও জানান এই উপজেলা কৃষি অফিসার। সমলয় চাষের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাই আমরা যেন কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে আমাদের ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি, সে কারণেই কৃষকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা। এ পদ্ধতিতে ধান বীজতলা করা হয় যন্ত্রের মাধ্যমে। এছাড়াও ধান রোপণ করা হয় রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে এবং তা কম্বাইন্ড হারভেস্টারের মাধ্যমে কর্তন করা হয়।

সাইকেলে করে গৃহস্থালির জিনিসপত্র বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এক ফেরিওয়ালা। নওয়াপাড়া, বাগেরহাট,

বরগুনায় বন্দর ক্লাবের আয়োজনে কম্বল বিতরণ

বরগুনা প্রতিনিধি : প্রবাসী বাংলাদেশী ও বন্দর ক্লাবের সহায়তায় ২য় ধাপে বরগুনা বন্দর ক্লাব মিলনায়তনে দেড় শতাধিক অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বরগুনা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও পৌর প্রশাসক অনিমেষ বিশ্বাস ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো.শামীম মিঞা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বরগুনা পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন মন্টু, সাবেক চেয়ারম্যান জহিরুল হক পনু, সাবেক পৌর কাউন্সিল মোশারেফ হোসেন খান, বরগুনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি জাকির হোসেন মিরাজ, প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি প্রেসক্লাবের সহ- সভাপতি . হাফিজুর রহমান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুরাদ খান, আবুল কালাম আজাদ হাওলাদার, মনিরুজ্জামান মনির প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বন্দর ক্লাবের আহবায়ক শামসুল আলম শানু।

কলমাকান্দায় শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার কলমাকান্দায় দুস্থ, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আইএফআইসি ব্যাংক কলমাকান্দা উপশাখার কার্যালয়ে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উপশাখার অফিসার ইন ইনচার্জ পল্লব কুমার পাল ও ট্রানজেকশন সার্ভিস অফিসার মো. রাকিবুল ইসলাম , কলমাকান্দা প্রেসক্লাবের সভাপতি শেখ শামীম, সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম মামুন ও প্রান্ত সাহা বিভাস প্রমুখ।

গফরগাঁও সরকারি কলেজে তারুণ্যের উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ময়মনসিংহের গফরগাঁও সরকারি কলেজে তারুণ্যের উৎসব- ২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা আয়োজন করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কলেজ হলরুমে এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গফরগাঁও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুক আহাম্মদ। তারুণ্যের উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ. শিহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মিঞা ও কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান। প্রধান অতিথি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুক আহাম্মদ বলেন, তারুণ্য একটি অনুভূতি এবং প্রেরণা যা সাহসিকতা, অদম্য শক্তি এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষমতা দেয়।

দিঘলিয়ায় দুঃস্থ ও এতিমদের মাঝে কম্বল বিতরণ

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। বিএনপির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারি হেলাল এর পক্ষ থেকে ১৩টি মাদ্রাসার দুস্থ ও এতিমদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। সেনহাটি ইউনিয়ন বিএনপির আহবায়ক শেখ মোসলেম উদ্দিনের সভাপতিত্বে দেলোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা জিয়া পরিষদের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মনিরুল হক বাবুল, উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক মোল্লা মনিরুজ্জামান, সেনহাটি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এস এম মেহেদী হাসান, ইউপি সদস্য আলেয়া পারভীন, শহিদুল মল্লিক প্রমূখ। এ সময় অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বতীপুরে দুইদিন ব্যাপী বিজ্ঞান ও তারুণ্য মেলা শুরু

পার্বতীপুর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ৪৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ' ২০২৫ ও দুইদিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা ও ৯ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-২০২৫ এবং তারুণ্য মেলা ২০২৫ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বাজারে শীতকালীন সবজির দামে এ বছর লোকসান গুনছেন কৃষক। জমিতে লাগানো শালগম বা ওলকপির দাম প্রথম অবস্থায় ভালো পেলেও এখন অনেক কমে গেছে। আড়তে পাঠানোর জন্য বস্তাবন্দী করা হয়েছে এসব সবজি। দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা।

টাইব্রেকারে আর্সেনালকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় ইউনাইটেড

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথমার্ধে গোলশূন্য লড়াই শেষে দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সমতায় ফিরতে অবশ্য খুব বেশি সময় নেয়নি আর্সেনাল। তবে বাকি সময় ইউনাইটেডকে ১০ জনের দল পেয়েও গোল করতে পারেনি তারা। এরপর অতিরিক্ত সময়ে ড্রয়ের পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ব্যবধান গড়ে দেয় ইউনাইটেড। এমিরেটস স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে ১-১ ব্যবধানে আর্সেনালের সঙ্গে ড্র করে ইউনাইটেড। অতিরিক্ত সময়েও থাকে এই ফলাফল। টাইব্রেকারে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে এফএ কাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করে আমুরির দল। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ৫২তম মিনিটে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ডান দিক থেকে আক্রমণে গিয়ে আলেহান্দ্রো গার্নাচো খুঁজে নেন ব্রুনো ফের্নান্দেসকে। একজনকে কাটিয়ে সহজেই জাল খুঁজে নেন পর্তুগিজ তারকা। নয় মিনিট পর মিকেল মেরিনোকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড ও লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ইউনাইটেডের দিয়েগো দালতকে। দশ জনের ইউনাইটেডের বিপক্ষে সুযোগ নিতে বেশি সময় নেয়নি আর্সেনাল। ৬৩তম মিনিটে তাদের এগিয়ে নেন গাব্রিয়েল মাগালেস। ইউনাইটেডের বক্সের মধ্যে জটলায় বল খুঁজে নিয়ে জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান এই ডিফেন্ডার।

অতীত ‘ভুলে’ বার্সার বিপক্ষে ‘প্রতিশোধ’ নিতে চায় রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে আগামীকাল রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার। আগের বার লা লিগায় যখন মুখোমুখি হয়েছিল তারা, সেবার রিয়াল হেরেছিল ৪-০ ব্যবধানে। দুঃস্বপ্নের সেই রাত এখনও ভুলেননি কার্লো আনচেলত্তি। তাইতো সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ফাইনালে বার্সাকে হারানোর ছক কষছেন তিনি। ফাইনালের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি বলেন, ‘আমাদের ভাবতে হবে প্রথম ম্যাচে কী হয়েছিল। কারণ, তারা আমাদের হারিয়েছে। আমরা সবকিছু পরিষ্কারভাবে মূল্যায়ন করেছি। তাই আমাদের ভালো কাজ করতে হবে এবং ভুলগুলো এড়াতে হবে। ক্লাসিকো সবসময়ই ক্লাসিকো, তবে ফাইনাল কিছুটা বেশি চাপ সৃষ্টি করে। পরিসংখ্যান বলছে সুপার কাপ জিতলে মৌসুম ভালো কাটে রিয়ালের। সবশেষ দুবার সুপার কাপ জিতে বাকি মৌসুমে তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা নিতে চান রিয়াল কোচ। তিনি বলেন, ‘যখন আমরা এটি জিততে পারিনি, তখন মৌসুম ভালো কাটেনি। এটি এমন একটি প্রতিযোগিতা, যা অনেক বেশি অনুপ্রেরণা জোগায়। বার্সেলোনা ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের বিপক্ষে ম্যাচটি অনেক প্রতিযোগিতামূলক হয়। তাই এটা আমাদের এবং তাদের জন্য কঠিন। ম্যাচের ফল আগেই বলা সম্ভব নয়।

গত আসলে সুপার কাপের শিরোপা নিজেদের করে নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। ফাইনালে বার্সেলোনাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা।

সৌদি আরবে উত্ত্যক্তের শিকার মায়োর্কার ফুটবলারের স্ত্রী

স্পোর্টস ডেস্ক : সৌদি আরবে স্প্যানিশ সুপার কাপের ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল মায়োর্কা। ম্যাচ শেষে দলটির দুই ফুটবলারের পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় সমর্থকদের দ্বারা উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছেন। মায়োর্কার মিডফিল্ডার দানি রদ্রিগেজ পরে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম পালাভরা এসপোর্টস আইবি৩-কে জানিয়েছেন, তার ও গোলকিপার ডমিনিক গ্রেইফের স্ত্রীকে স্থানীয় সমর্থকদের একটি দল উত্ত্যক্ত করেছে। দানি রদ্রিগেজ বলেন, '(স্টেডিয়াম থেকে) বের হওয়া বেশ কঠিন ছিল। আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বের হচ্ছিলাম এবং সেখানে কোনো নিরাপত্তা ছিল না। সত্যি বলতে, সেখানকার কয়েকজন পুরুষ সমর্থক আমাদের একদম কাছে এসে ছবি তুলতে শুরু করে এবং তারা হয়রানিও করছিল। তিনি আরও বলেন, 'একই ঘটনার শিকার হয়েছে গ্রেইফের স্ত্রী নাতালিও। আমার মেয়ে তখন ঘুমাচ্ছিল। আমরা খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমাদের কোনো সুরক্ষা ছিল না। গ্রেইফের স্ত্রী নাতালিও পরে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা'-কে বলেন, 'স্টেডিয়াম থেকে বের হওয়ার সময় পুরুষরা আমাদের মুখে ফোন ঠেকিয়ে ভিডিও করছিল এবং ধাক্কা দিচ্ছিল। মার্কা ওই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যায়, রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি পরিহিত কয়েকজন পুরুষ সমর্থক মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও করার পাশাপাশি হাসতে হাসতে তাদের উত্ত্যক্ত করছে। বিষয়টি নিয়ে মায়োর্কার ক্লাব কর্মকর্তারা এসপোর্তস আইবি৩ টিভিকে বলেছেন, 'স্টেডিয়াম থেকে বের হওয়ার সময় প্রায় ২৫০ মানুষ হয়রানির শিকার হয়েছেন। নারীদের অযাচিতভাবে স্পর্শ করা হয়েছে, যা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। ঘটনাটি জানার পর স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, তাদের নিরাপত্তারক্ষীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পিএসএলেও দল পাননি সাকিব-মোস্তাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক : সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেটের দুই পরিচিত মুখড়সাকিব আল হাসান ও মোস্তাফিজুর রহমানের। সাকিব নানান কারণে মাঠের বাইরে থাকলেও বর্তমানে ২২ গজে আলো ছড়াতে পারছেন না মোস্তাফিজ। তাই আইপিএলের নিলামে দল পায়নি দুজনের কেউই। এবার সে তালিকায় যুক্ত হয়েছে পিএসএলও। পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দশম আসরকে সামনে রেখে লাহোর ফোর্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্লেয়ার্স ড্রাফট। যেখানে প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে আছেন বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমান ও সাকিব আল হাসান। এই দুজনই প্রথম ডাকে অবিক্রিত থেকেছেন। তবে এখনই সুযোগ শেষ হয়নি। ড্রাফটের শেষের দিকে সাপ্লিমেন্টারি ক্যাটাগরিতে তাদের দলে নেওয়ার সুযোগ থাকবে পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের। মূলত, বোলিং অ্যাকশনে নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সাকিবের চাহিদা কমেছে। কারণ, বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার ব্যাটিংয়ে সঙ্গে বোলিংটাও ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিকে চলমান বিপিএলে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি মোস্তাফিজুর রহমান। তার দল ঢাকা ক্যাপিটালস আছে টেবিলের তলানিতে। ৭ ম্যাচ খেলে মোস্তাফিজ শিকার করেছেন মাত্র ৭ উইকেট, যার প্রভাব পড়েছে পিএসএলের ড্রাফটেও। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে দল পেয়েছেন রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা ও লিটন রানা। সিলভার ক্যাটাগরি থেকে রিশাদকে দলে ভিড়িয়েছে লাহোর ক্যালান্দার্স। এই ক্যাটাগরির ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ ২৫ হাজার ডলার। আর গোল্ড ক্যাটাগরি থেকে দল পেয়েছেন নাহিদ রানা। তার পারিশ্রমিকের পরিমাণ ৫০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি এই স্পিড স্টারকে দলে ভিড়িয়েছে পেশোয়ার জালমি। এ ছাড়াও সিলভার ক্যাটাগরি থেকে দল পেয়েছেন চ্যাম্পিয়ন ট্রফি থেকে বাদ পড়া লিটন দাস। তার পারিশ্রমিকের পরিমাণ ২৫ হাজার ডলার। এই উইকেটকিপার ব্যাটারকে দলে ভিড়িয়েছে করাচি কিংস।

রিয়ালকে লজ্জার হার উপহার দিয়ে সুপার কাপ জিতলো বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : গত বছর স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনাকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবার তারই শোধ নিয়েছে কাতালানরা। সুপার কাপের এবারের আসরে শুরু থেকেই সেই প্রতিশোধের স্পৃহা দেখা গিয়েছে তাদের চোখেমুখে। করেও দেখাল শেষ পর্যন্ত। জিতে নিয়েছে শিরোপা। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হওয়া ম্যাচটিতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ ব্যবধানে হারিয়েছে বার্সেলোনা। শুরুতে রিয়ালকে এমবাপ্পে এগিয়ে নেওয়ার পর বার্সাকে সমতায় ফেরান লামিনে ইয়ামাল। প্রথমার্ধে কাতালানদের হয়ে গোল পান রবের্ত লেভানদোভস্কি, রাফি-নিয়া ও আলেহান্দ্রে বালদেও। বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়ান রাফিনিয়া। তবে কিছুক্ষণ পর রিয়ালের ব্যবধান কমান রদ্রিগো। জেদ্দায় শুরুটা দারুণ হয় বার্সেলোনার। দ্বিতীয় মিনিটেই সুযোগ পায় তারা। তবে ইয়ামালের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া বাঁকানো শট ঝাপিয়ে ঠেকান থিবো কোর্তোয়া। দুই মিনিট পর ফের সুযোগ পায় তারা। এবার রাফিনিয়ার হেড ঠেকিয়ে বিপদমুক্ত কেরন কোর্তোয়া। পরের মিনিটে অবশ্য এগিয়ে যায় রিয়াল। ভিনিসিয়ুস থেকে পাওয়া বল একজনকে কাটিয়ে জালে পাঠান কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২২তম মিনিটে বার্সাকে সমতায় ফেরান ইয়ামাল।

আইটি

উন্নত গেমিং চিপ নিয়ে আসছে এনভিডিয়া

আইডি ডেস্ক : এ বছরের সিইএস ২০২৫ সম্মেলনে, বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি জায়ান্ট এনভিডিয়া তার নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছে। এই উদ্ভাবনগুলোতে রয়েছে রোবট ও স্বয়ংচালিত গাড়ির উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উন্নততর গেমিং চিপ এবং তাদের প্রথম ডেস্কটপ কম্পিউটার। এনভিডিয়া এর সিইও জেনসেন হুয়াং এই সম্মেলনে প্রদর্শিত প্রযুক্তিগুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এনভিডিয়া “কসমস” নামে একটি নতুন ফাউন্ডেশন মডেল প্রকাশ করেছে, যা ফটো-রিয়ালিস্টিক ভিডিও তৈরি করতে সক্ষম। এই ভিডিওগুলি রোবট ও স্বয়ংচালিত গাড়ির প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যাবে। বর্তমান পদ্ধতিতে গাড়ি বা রোবট প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে বাস্তব ভিডিও সংগ্রহ করতে হয়, যা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। কসমস মডেলের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা টেক্সট বর্ণনার মাধ্যমে এমন ভিডিও তৈরি করতে পারবেন, যা বাস্তব বিশ্বের পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে। এই পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক সস্তা এবং কার্যকর। কসমস মডেলের আরও একটি বিশেষ দিক হলো এটি ওপেন লাইসেন্সে উপলব্ধ করা হবে, ঠিক যেমন মেটা প্ল্যাটফর্ম-এর লামা-৩ মডেল। ওপেন লাইসেন্সের মাধ্যমে কসমস বিভি-ন্ন প্রযুক্তি সংস্থা ও গবেষকদের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠবে। এনভিডিয়া আশা করছে, কসমস রোবোটিক্স এবং শিল্প ক্ষেত্রে এমন প্রভাব ফেলবে, যেমন লামা-৩ এন্টারপ্রাইজ এআই-এ ফেলেছে। গেমিং প্রযুক্তিতে এনভিডিয়া এর নেতৃত্ব দীর্ঘদিনের। এবারের সিইএস-এ তারা আরটিএক্স ৫০ সিরিজের নতুন গেমিং চিপ প্রকাশ করেছে। এই চিপগুলিতে এনভিডিয়া এর “ব্ল্যাকওয়েল” এআই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন চিপগুলো গেমিং জগতকে চলচ্চিত্রের মতো বাস্তব অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম। বিশেষ করে “শেডার্স” নামক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি এমন ছবিও তৈরি করতে পারে যেখানে একটি সিরামিকের পাত্রে আঙুলের ছাপ বা ক্ষুদ্র দাগ দেখা যাবে। এই চিপগুলো মানুষের মুখের মতো সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুও আরও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, যা গেমারদের অভিজ্ঞতাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করবে। আরটিএক্স ৫০ সিরিজের চিপগুলোর মূল্য ৫৪৯ থেকে ১,৯৯৯ ডলারের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সিরিজের শীর্ষ মডেল ৩০ জানুয়ারি এবং নিম্ন-মূল্যের মডেল ফেব্রুয়ারি মাসে বাজারে আসবে। প্রযুক্তি বিশ্লেষক বেন বজারিন মনে করেন, এই চিপগুলো এনভিডিয়া এর বিক্রিতে স্বল্পমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এনভিডিয়া তাদের প্রথম ডেস্কটপ কম্পিউটার “প্রজেক্ট ডিজিটস” উন্মোচন করেছে। এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য নয়, বরং সফটওয়্যার ডেভেলপারদের জন্য তৈরি। এই ডেস্কটপটি ৩,০০০ ডলার দামের এবং এনভিডিয়া এর লিনাক্স-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে চলবে। এই কম্পিউটারটি এনভিডিয়া এর ডেটা সেন্টারের চিপের সমান শক্তিশালী। তবে, এটি ছোট আকারের প্যাকেজে আসবে এবং এটি সফটওয়্যার ডেভেলপারদের দ্রুত তাদের এআই সিস্টেম পরীক্ষা করতে সাহায্য করবে। প্রজেক্ট ডিজিটস মার্চ মাসে বাজারে আসবে। সিইএস ২০২৫-এ, এনভিডিয়া ঘোষণা করেছে যে জাপানের টয়োটা মোটর তাদের ওরিন চিপ এবং অটোমোটিভ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করবে উন্নত ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম (অউঅঝ) এর জন্য। তবে, কোন মডেলগুলোতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। টয়োটা এর শেয়ারের মূল্য এই ঘোষণার পর ১.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এনভিডিয়া এর সিইও জেনসেন হুয়াং পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, ২০২৬ অর্থবছরে তাদের অটোমোটিভ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় হবে। এই বছর এই খাত থেকে ৪ বিলিয়ন ডলার আয়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সিইএস ২০২৫-এ এনভিডিয়া এর প্রদর্শিত উদ্ভাবনগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গেমিং এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট খাতে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা রোবটিক্সের ক্ষেত্রে বাজারে এর বিস্তার নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন, তবে গেমিং চিপ এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাফল্যের আশা করা হচ্ছে। এনভিডিয়া এর এই উদ্ভাবনগুলো প্রযুক্তি খাতকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

অনাকাঙ্ক্ষিত ফোন কল থেকে যেভাবে মুক্তি পাবেন

আইটি ডেস্ক : ফোনে অপরিচিত নম্বর থেকে কল আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই সঙ্গে বিরক্তিকর স্প্যাম, রোবোকল বা স্বয়ংক্রিয় প্রমোশনাল কলের সংখ্যাও বাড়ছে। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই চলছে বহু প্রতারণা চক্র। না বুঝে অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ফোন রিসিভ করেও অনেক মানুষ প্রতিদিন বিপদে পড়েন। অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ফোন রিসিভ করলে কেউ লোন নেওয়ার প্রস্তাব দেন। কেউ আবার চাকরি বা অন্য কিছুর অফার দেন। অনেককে লোন সংক্রান্ত ফোন করে রীতিমতো কড়া বার্তা দেওয়া হয়। এই ফোনগুলোর নেপথ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে প্রতারকরা। সব সময় অপরিচিত নম্বর দেখলেই তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাহলে কীভাবে মুক্তি পাবেন এদের হাত থেকে? সবার আগে নজর রাখতে হবে, কোন নম্বর থেকে ফোন আসছে। যদি দেখেন কান্ট্রি কোডে +৯১ (ভারত) ছাড়া অন্য কিছু রয়েছে, তাহলে সেই ফোন এড়িয়ে যান। বেশকিছু নম্বর যা দেখলেই বোঝা যায় যে আর পাঁচটির থেকে তা আলাদা, সেগুলোও এড়িয়ে যান। ভুলেও কল ব্যাক করবেন না। তবে আগেই বলা হয়েছে এড়িয়ে যাওয়া সবসময় সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ট্রু কলার অত্যন্ত উপযোগী। এই অ্যাপে মুহূর্তেই দেখে নিতে পারবেন যে নম্বর থেকে ফোন আসছিল, সেটি কার। সেটি স্প্যাম নম্বর হলে তাও দেখতে পারবেন। এরপর ব্লক বা রিপোর্ট তো আপনারই হাতে।

মোবাইল ফোনের নেশা কাটাতে যা করবেন

আইটি ডেস্ক : মোবাইল ফোন ধরে বসে থাকাটা আজকাল আর অভ্যাস নয়, রীতিমতো ‘খারাপ অভ্যাসে’ পরিণত হয়েছে। কিন্তু উপায়ান্তরই বা কোথায়ড় অচেনা এলাকা চিনতে হোক কিংবা বেড়াতে যাওয়ার টিকিট কাটা, অফিসের প্রজেক্ট সময়ের মধ্যে পাঠানো হোক কিংবা সিনেমা দেখাড় সবই তো করতে হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এমনকি অ্যালার্ম দেওয়ার প্রয়োজন হলেও হাত বাড়িয়ে দিই মোবাইল ফোনের দিকে। তা হলে ফোন থেকে নজর এড়িয়ে চলবেন কী করে? এ বিষয়ে ব্রুকলিনের ‘বেস্টসেলিং’ লেখিকা লিজ মুডির গবেষণায় যা উঠে এসেছে। আমাদের সামাজিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ডিজিটাল দুনিয়া থেকে সরে আসার কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছেড় মোবাইল ফোনে আসক্তি বা ডিজিটাল আসক্তি থেকে শরীর ও মেধার ক্ষতি হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় চিকিৎসকরাও মোবাইল আসক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অথচ ডিজিটাল সমাজের রাশ হাতে রেখেও কীভাবে আসক্তির মুশকিল আসান হবে, তা জানা যায়নি। এ বিষয়ে ব্রুকলিনের ‘বেস্টসেলিং’ লেখিকা লিজ মুডি অবশ্য বলেছেন, সমাধান মিলেছে। একটি গবেষণাতেই উঠে এসেছে সেই ‘কার্যকরী’ উপায়। যার সাহায্যে মাত্র ৬ মিনিটেই মোবাইলের আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লেখিকা লিজ। আবার তার নিজস্ব পডকাস্টের চ্যানেলও রয়েছে। সেই চ্যানেলেই তিনি বিস্তারিত জানিয়েছেন। লিজ বলেছেন, একটি গবেষণায় দেখা গেছেড় মাত্র ৬ মিনিট বই পড়লেই আমাদের মানসিক চাপ ৬৮ শতাংশ কমে যায়। শুধু তা-ই নয়, পড়ার অভ্যাস মনকে হালকা করার পাশাপাশি মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

তিনি বলেন, স্মার্টফোন আসার আগে বই পড়ার অভ্যাস ছিল। কিন্তু ইদানীং সেই অভ্যাস অধিকাংশই মানুষ ভুলতে বসেছেন। গবেষণার কথা মেনে দিনের একটা সময় মোবাইল ফোন থেকে ৬ মিনিটের জন্য চোখ সরালে চাপমুক্তির পাশাপাশি আরও একটা ভালো কাজ হবে। মন একমুখী বা বলা ভালোড় ফোনমুখী না হয়ে অন্য পথে চালিত হবে। আর কে বলতে পারে, মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি পড়ার অভ্যাস হয়তো আমাদের মোবাইল আসক্তিকেও দূর করবে। লিজ যে গবেষণার কথা বলছেন, সেই গবেষণা করা হয়েছিল সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাইন্ডল্যাব ইন্টারন্যাশনালের গবেষকরা কগনিটিভ নিউরোসাইকোলজিস্ট চিকিৎসক ডেভিড লুইয়ের নেতৃত্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। পরে সেই গবেষণা বিজ্ঞানবিষয়ক পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি বহু আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। গবেষণাটি প্রসঙ্গে ডেভিড অবশ্য বলেছিলেনড়বই পড়লে যে আমাদের মন অন্য পথে চালিত হয়, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তার চেয়েও বড় বিষয় হলোড় সাদা পাতায় ছাপার অক্ষরগুলো আমাদের কল্পনাশক্তির সঙ্গে জুড়ে আমাদের মধ্যে থাকা সৃষ্টিশীলতাকেও জাগিয়ে তুলতে পারে।

জাল কিউআর কোড থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

একটি কিউআর কোডের মাধ্যমে যেকোনো পেমেন্ট করার সময়ে প্রথমে যে বিবরণ দেওয়া থাকে, তা ভালো করে পড়ুন। সাধারণত, পেমেন্ট করার আগে যাকে টাকা পাঠানো হবে তার নাম দেখা যায়। লেনদেন করার আগে সেই নামটি ক্রস-চেক করে নেওয়া উচিত। কিউআর কোডগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেমেন্টের অঙ্ক পূরণ করে নিতে পারে। ফলে সব সময়ে পেমেন্ট করার আগে একাধিকবার যাচাই করুন। যদি কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো কাছে অর্থ চলে যায়, তাহলে অবিলম্বে আপনার ব্যাংকের সাহায্য নিন। যেকোনো জায়গায় কিউআর কোড স্ক্যান করা একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নয়। আপনি স্ক্যান করে পেমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব সময়ে কিউআর কোডের উৎস পরীক্ষা করুন। এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত অজানা-অচেনা কিউআর কোড কখনো স্ক্যান করবেন না। এতে আপনার ডেটা চুরি করার জন্য ক্ষতিকারক সফটওয়্যার থাকতে পারে। একটি কিউআর কোড স্ক্যান করার পরে এবং একটি ওয়েবসাইট বা অ্যাপে ঢোকার পরেও ইউআরএলটি ভালোভাবে পড়ুন। নিশ্চিত করুন, এটি বৈধ। ফিশিং ওয়েবসাইট নয়। স্ক্যান করার আগে কিউআর কোড পরীক্ষা করুন। ভালোভাবে দেখুন তাতে কোনো টেম্পারিংয়ের লক্ষণ আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখুন। যদি দেখতে পান কিউআর কোডের সঙ্গে টেম্পার করা হয়েছে, তাহলে সেই নির্দিষ্ট কোডটি কোনো মতে স্ক্যান করবেন না। এছাড়া, যদি কোনো লোভনীয় অফার আসে তা হলে অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অফারগুলো মিথ্যা এবং প্রতারণা করার একটি পদ্ধতি। আপনার অপারেটিং প্ল্যাটফর্ম এবং পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে সর্বশেষ সফটওয়্যার আপডেটগুলো পরীক্ষা করুন।

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া ছবি ধরার সহজ উপায়

আইটি ডেস্ক : জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করছে। যা ব্যবহারকারীদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আরো ভালো করছে। তাই ব্যবহারকারীদের কথা ভেবে সম্প্রতি নতুন আপডেট এনেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এ ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজে ভুয়া সংবাদ বা মিথ্যা ছবি শনাক্ত করতে পারবেন। এমনকি সেগুলোর আসল উৎস সম্পর্কেও জানতে পারবেন। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই অ্যান্ড্রয়েডে বিটা টেস্টিং ফিচার শুরু করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ওই টিপস্টার এই ধাপগুলো ভাগ করে নিয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাট স্ক্রিনের একদম উপরে ডান দিকে একটি নতুন থ্রি-ডট মেন্যু অপশন পাওয়া যাবে। যেকোনো ছবিতে ব্যবহারকারীকে ক্লিক করতে হবে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান! হাত মেলালো স্যামসাং ও অ্যাপল

আইটি ডেস্ক : ফোনের ব্যাটারি ক্ষমতা বাড়াতে একসঙ্গে কাজ করতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং ও অ্যাপল। অত্যাধুনিক ব্যাটারি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করতে যাচ্ছে এই দুই কোম্পানি। যার ওপর ভর করে বাড়ানো হবে ফোনের ব্যাটারি ক্যাপাসিটি। আসলে, অপো এবং রেড ম্যাজিকের মতো চীনের সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে ৭ হাজার এমএএইচ এর ব্যাটারিযুক্ত ফোন এনেছে বাজারে। এই লড়াইয়ে ছাপ ফেলতে এখন সময় এসেছে বলে মনে করছে দক্ষিণ কোরিয়ার স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপল। ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোতে সিলিকন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাইছে স্যামসাং। এর জন্য আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি তৈরি করছে সংস্থাটি। স্যামসাং তাদের ফোনের ব্যাটারিতে সিলিকন উপাদান বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য অ্যানোড এবং ক্যাথোড সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। ব্যাটারিতে একটি সাধারণ সমস্যা হলো ফুলে যাওয়া। সংস্থার দাবি, এই সমস্যা সমাধান করবে সিলিকন টেক। পাশাপাশি এটি ব্যাটারির কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে। যদিও কবে এই উন্নত ব্যাটারি বিশিষ্ট স্মার্টফোন লঞ্চ হবে তা এখনো অস্পষ্ট। অন্যদিকে, ২০২৬ সালে অ্যাপল তাদের নিজস্ব ব্যাটারি আনবে বলেও জানা গেছে। তখন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনগুলোতে আপগ্রেড প্রযুক্তি চালু করতে পারে অ্যাপল। স্যামসাং এবং অ্যাপল একদিকে যখন রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টে মনোনিবেশ করছে। অন্যদিকে, চীনের ব্র্যান্ডগুলো ইতোমধ্যেই উচ্চ ব্যাটারি ক্ষমতাসহ ফোন ইতোমধ্যেই এনে ফেলেছে বাজারে। রেড ম্যাজিক ১০ প্রো-তে ৭০৫০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে। তবে চীনের সংস্থাগুলো নাকি চলতি বছরের শেষের দিকে ৮ হাজার এমএএইচ ব্যাটারির ফোনও আনতে পারে। এই প্রযুক্তি স্যামসাং ও অ্যাপলকে কাজের গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাড়তি বুস্ট দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে এই ধরনের উচ্চ ব্যাটারি ক্যাপাসিটির ফোন নেই স্যামসাং ও অ্যাপলের।